Year 11 | Issue 27
30 AUG.-05 SEP. 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ২৭
১৫ ভাদ্র ১৪৩১
২৪ সফর ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

১৬ দিনে ৯৯ হত্যা মামলা

ঢাকা, ৩০ আগস্ট ২০২৪ : আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঢাকায় আরও তিনটি হত্যা মামলা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এ নিয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মোট ৯৯টি মামলা হয়েছে।

কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ওইদিন শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান। এরপর থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে খুন, গুম ও গণহত্যা নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠতে থাকে।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১৩ আগস্ট প্রথম রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা হয়। এরপর ২৮ আগস্ট এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (১৩-২৮ আগস্ট) ১৬দিনে তার বিরুদ্ধে মোট ৯৯টি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

হত্যা মামলাগুলোর মধ্যে ১৩ আগস্ট একটি, ১৪ আগস্ট একটি, ১৫ আগস্ট তিনটি, ১৬ আগস্ট ঢাকা ও বগুড়ায় পৃথক ২টি, ১৭ আগস্ট ঢাকা ও চট্টগ্রামে পৃথক তিনটি, ১৮ আগস্ট ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় আটটি, ১৯ আগস্ট ঢাকা ও চট্টগ্রামে চারটি, ২০ আগস্ট ঢাকা, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জে ১০টি, ২১ আগস্ট ঢাকায় পাঁচটিসহ গাজীপুর, ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা

অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে কঠোর যুক্তরাজ্য

শুরু হচ্ছে অভিযান

- ৬ মাস পর্যন্ত চলবে অভিযান
- বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা দল নিয়োগ
- ১০০০ ফেরত পাঠানোর টার্গেট
- ইংলিশ চ্যানেলে বিশেষ নজরদারী

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪: অবৈধ অভিবাসন ঠেকানো এবং দেশের সীমান্ত সুরক্ষাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে অভিযান শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন বৃটিশ হোম সেক্রেটারি ইয়েভেত্তে কুপার। আগামী অন্তত ৬ মাস এই অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি বলেন, "দেশের সীমান্তকে পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখতে যাবতীয় কঠিন এবং স্পষ্ট পদক্ষেপ নিতে আমরা প্রস্তুত। ব্রিটেনের জনগণ অবৈধ অভিবাসন থেকে মুক্তি চায়।"

গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি দিয়েছে হোম অফিস। সেখানে বলা হয়েছে, এই অভিযানের অংশ হিসেবে জাতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সিতে (এনসিএ) ১০০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা ও তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা

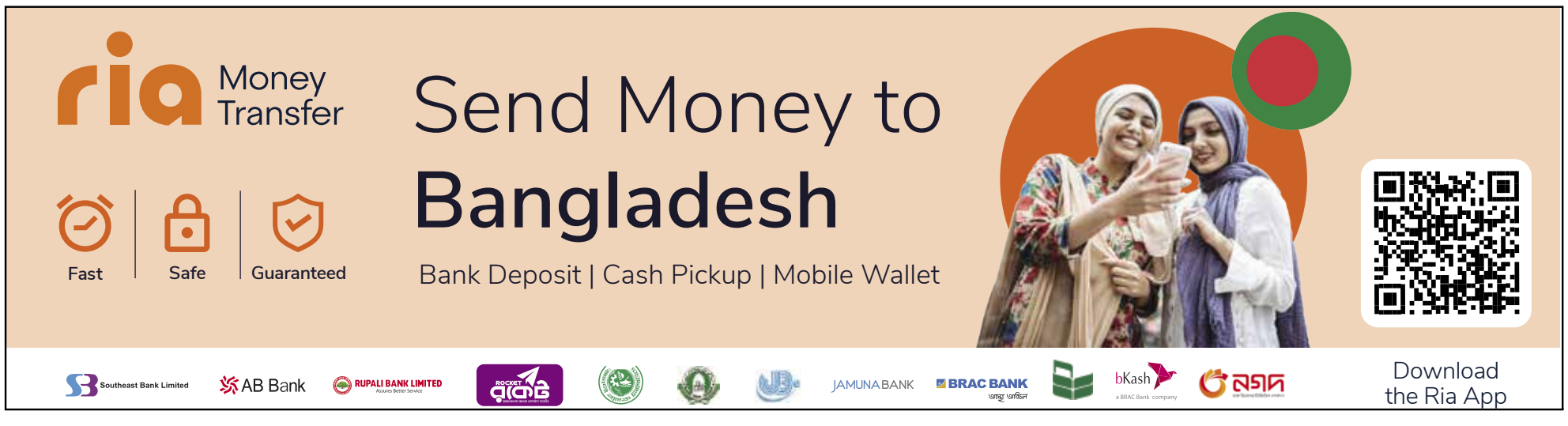

সেন্টার ফর এনআরবির 'ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ' শীর্ষক কনফারেন্স

নতুন সরকারকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পক্ষে মতামত প্রবাসীদের

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে গঠিত নতুন সরকারকে সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেছেন লন্ডন প্রবাসীরা। এ সময় নতুন রাষ্ট্র সংস্কারে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন তারা।

সেন্টার ফর এনআরবির উদ্যোগে গত সোমবার (২৬ আগস্ট) পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে 'ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ' শীর্ষক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ ২০২৪ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রবাসীরা।

কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যারিস্টার সাইফউদ্দিন খালেদ।

দেশে প্রবাসীদের সম্পত্তি ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লাগসই পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নতুন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান প্রবাসীরা। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি জটিলতা নিরসন ও এনআইডি কার্ড প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য নতুন সরকারের কাছে আহ্বান জানান তারা।

আর্থিক খাতে লুটপাটকারী ও বিদেশে অর্থপাচারকারীদের ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রবাসীরা নবগঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

বিমানের নৈরাজ্য, অনলাইন টিকিট জটিলতা, দ্রুত বিচার নিষপত্তিকরণে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল গঠন, বিদেশে বাংলাদেশের রাজনীতি সীমিত অথবা নিষিদ্ধকরণ, মিশনগুলোতে মেধাবী দল নিরপেক্ষ কূটনীতিক নিয়োগ, রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় স্কিম, প্রশাসনের সর্বত্র আইনের শাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্বে অসৎ মানুষদের নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নতুন সরকারের কাছে দাবি জানান প্রবাসীরা।

বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রবাসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- কমিউনিটি নেতা ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, সাবেক মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী, সাবেক মেয়র সয়ফুল আলম, সাবেক মেয়র পারভেজ আহমদ, সাবেক স্পিকার আয়াস মিয়া, সাবেক স্পিকার সাবিনা আখতার, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাবেক ডেপুটি মেয়র শহীদ আলী, মাহমুদ হাসান এমবিই, কমিউনিটি নেতা মুহিবুর রহমান ও আনোয়ার আহমদ, অ্যাকাউন্টেন্ট রফিক হায়দার, শিক্ষক নেতা আব্দুল ওয়াদুদ মুকুল, ডা. জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার, সমাজসেবী সেলিম আহমদ, সাংবাদিক রহমত আলী, ব্যারিস্টার কুতুব উদ্দীন শিকদার, অধ্যাপক নুরুজ্জামান, ইতালি প্রবাসী নুরুল আমিন, তরুণ পেশাজীবী ফরহাদ আহমদ, সাংবাদিক ও গবেষক ড. আনসার আহমদ উল্লাহ, ব্যবসায়ী হেলাল রহমান, সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আফজল হোসেন, সাংবাদিক কামরুল হাই রাসেল, ফ্রান্স প্রবাসী হাজী হাবিব, সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, অধ্যক্ষ ফখর উদ্দীন চৌধুরী, কাজী খালেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ২০২৩ সালে ব্রান্ডিং বাংলাদেশ কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার জন্য লন্ডন প্রবাসী আবুল হোসেনকে ব্রান্ডিং অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দেশের বন্যাকবলিত ৩ জেলায় ৫২ লাখ টাকা দেবে যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪: হাজার ৪৮টি পরিবার পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ৫৭ লাখ এক হাজার ২০৪ জন। বর্তমান বন্যায় এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে ২৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিখোঁজ রয়েছেন দুইজন।

গত ২৬ আগস্ট সোমবার একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। বন্যা কবলিত তিনটি জেলা ফেনী, খাগড়াছড়ি ও নোয়াখালীর ১২ হাজার মানুষকে সহায়তার জন্য ৩৩ হাজার পাউন্ড (প্রায় ৫২ লাখ টাকা) জরুরি অর্থ সহায়তা ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ?্য সরকার।

সোমবার ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশন তা?দের এক্স হ?্যা?ন্ডে?লে এক পো?স্টে এ ঘোষণার কথা জানায়। এতে বলা হ?য়েছে, যুক্তরাজ্য সরকার বাংলাদেশে বন্যা কবলিত মানুষদের সাহায্যার্থে ৩৩ হাজার পাউন্ড জরুরি অর্থ সহায়তা ঘোষণা করেছে। এই অর্থ সহায়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধার কার্যক্রম, খাদ্য, নগদ অর্থ ও স্বাস্থ্যবিধি সেবা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। এটি বাস্তবায়নে সাহায্য করছে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ ও সেইভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল।

ছাত্র জনতা চেয়েছে বলেই পরিবর্তন হয়েছে : মতিউর রহমান চৌধুরী

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী বলেছেন, ছাত্র-জনতা পরিবর্তন চেয়েছে বলেই পরিবর্তন হয়েছে। অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক মায়ের কুল খালি হয়েছে বলে পরিবর্তন হয়েছে। তবে পরিবর্তন করাটা যতটা সহজ, তা ধরে রাখাটা অনেক কঠিন।

তিনি গত মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) বার্মিংহামে বসবাসরত বাংলাদেশি সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। বাংলা প্রেস ক্লাব, বার্মিংহাম-মিডল্যান্ডস এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

তিনি আরও বলেন, দেশটা আমাদের সবার। এই দেশটাকে আমরা যেভাবে সাজাতে চাই সেভাবেই সাজবে। এই মুহূর্তে নতুন সরকারকে আমরা যদি সহযোগিতা না করি প্রফেসর ইউনুসের হাতে এমন কোনো জাদু নেই যে কাল সকালেই তিনি পরিবর্তন করে দিবেন।

দীর্ঘ বক্তব্যে মতিউর রহমান চৌধুরী প্রবাসীদের সচেতন নাগরিক উল্লেখ করে বলেন, কোনো কারণে ড. ইউনুস যদি ফেইল করে তাহলে কি হবে। দেশটা যাবে কোথায়। প্রবাসীরা যে দলই করেন না কেন দেশটাকে রক্ষা করতে হবে। এটা কঠিন দায়িত্ব। এটাই আমাদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ। তাই সবাই মিলে নতুন সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে।

স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মারুফ। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের অর্গানাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারী মোহাম্মদ আতিকুর।

এসময় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, কমরেড মসুদ আহমেদ, ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, ফয়েজ উদ্দিন এমবিই, ড. আব্দুল খালিক, নাসির উদ্দিন হেলাল, মুফতি তাজুল ইসলাম, এনামুল হাসান ছাবির, আব্দুল মুককিত আজাদ, ফারুক চৌধুরী, কামরুল হাসন চুনু, এমজি মৌলা মিয়া, তাফাজ্জাল হোসেনে চৌধুরী।

সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্কের মাহবুব হোসেন, কায়সারুল ইসলাম সুমন, ফারছু চৌধুরী, ওবায়দুল কবির খোকন, বদরুল আলম, নুরুল হক শিপু, এনামুল হক, আশফাক জুনেদ ও বাহার উদ্দিন প্রমুখ।

জামায়াত নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন বাতিল নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন আসিফ নজরুল

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলতে চেয়েছে। এরই অংশ হিসেবে জামায়াতকে হঠাৎ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। তারা (বর্তমান সরকার) একটি দলের অন্যায় ন্যারেটিভের অংশ হতে পারে না।

জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করে জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিলের পর এ বিষয়ে আজ বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

এর আগে আজ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধে জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিল করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ। এ বিষয়ে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ এর অঙ্গসংগঠনের সন্ত্রাস-সহিংসতার সঙ্গে সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সরকার বিশ্বাস করে, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ এর অঙ্গসংগঠন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত নয়।' এই প্রজ্ঞাপন জারির আগে আইন মন্ত্রণালয়ের আইনি মতামত নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, সমাজের কিছু মহল থেকে বহু বছর ধরে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠত। এটি ঠিক-বেঠিক কি না, সেটিতে তিনি যাচ্ছেন না। কিন্তু আওয়ামী লীগ ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, এটি (জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ) কখনো করেনি। তারপর এমন একটি বিশেষ মুহূর্তে এটি করেছে, যখন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও বিপ্লব চলছিল। তারা ছাত্র-জনতার এই গণ-অভ্যুত্থানকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, জামায়াত-বিএনপি-জঙ্গীদের সন্ত্রাস আখ্যায়িত করে এই আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করার চেষ্টায় ছিল।

আওয়ামী লীগের এই প্রজ্ঞাপন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে উল্লেখে আইন উপদেষ্টা বলেন, জামায়াত-বিএনপিকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল, ওই ন্যারেটিভের (ভাষ্য) অংশ হিসেবেই জামায়াতকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে হঠাৎ ঘোষণায় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মানিকের বিরুদ্ধে মামলা

আদালত প্রাঙ্গনে ডিম ও জুতা নিক্ষেপ

সিলেট প্রতিনিধি, ৩০ আগস্ট ২০২৪ : সিলেটে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশ। গত ২৩ আগস্ট শুক্রবার রাতে সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে আটক করেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার দায়ে পাসপোর্ট আইনে গত রোববার রাতে পুলিশ বাদী হয়ে মামলাটি করে।

এর আগে সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় গত শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে শামসুদ্দিন চৌধুরীকে আটক করে বিজিবি। পরদিন শনিবার সকালে তাঁকে কানাইঘাট থানায় হস্তান্তর করা হয়। এরপর

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

অর্থ পাচার হওয়া শীর্ষ ১০ দেশ

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪: শুধু যুক্তরাজ্য নয়, অন্য দেশেও অর্থ পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। এসব অর্থ দেশে ফেরাতে প্রয়োজনে যেকোনো দেশের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলেও জানান তিনি। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অর্থনৈতিক

-- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

মুসল্লিদের হত্যার হুমকি দেয়ায় যুবক আটক

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪: যুক্তরাজ্যের একটি মসজিদে অগ্নিসংযোগ ও মুসল্লিদের হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে ব্লেক হেন্ড্রি নামক এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। সম্প্রতি আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, সোমবার (৫ আগস্ট) টেলিফোনে হুমকি দেন হেন্ড্রি। এ সময় তিনি বলেন, 'মসজিদ ভবনের ভেতরে থাকা সবাইকে হত্যা করে ফেলবেন।' হুমকি দেয়ার তিন দিন পর তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে বিবিসি।

মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, 'এ হুমকির পর থেকে মুসলিম ও অভিভাসীরা নিরাপত্তা শঙ্কায় ভুগছে। তবে চিন্তার কারণ নেই। আমরা হেন্ড্রির কল রেকর্ডগুলো ২৪ ঘণ্টা ধরে দেখছি।

আশা করি, অভিবাসী ও মুসলিম কমিউনিটি ন্যায়বিচার পাবে। তারা শঙ্কা মুক্ত হবে।'

মেট্রোপলিটন পুলিশ কমান্ডার লুইস পুডফুট এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা বুঝতে পারছি যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশে যে সহিংস ঘটনা ও অপরাধ দেখা গেছে, তাতে মুসলিমরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

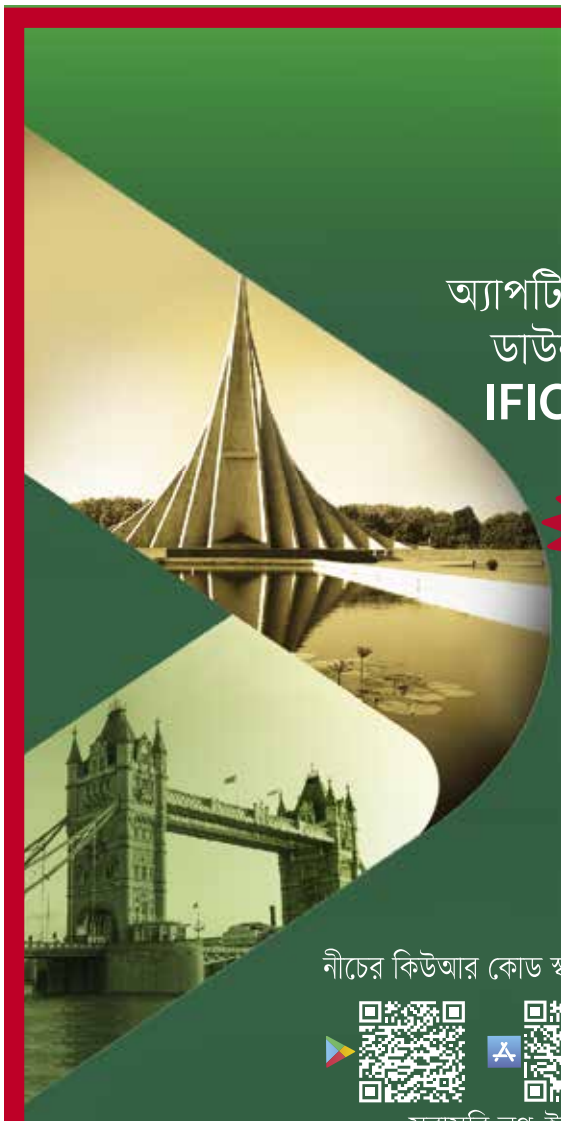

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

প্রভাবশালীদের নামে-বেনামে ঋণ আত্মসাতের হিসাব হচ্ছে: প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করা শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নামে-বেনামে কত টাকা ঋণ আত্মসাৎ করেছে, তার হিসাব করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে

পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রতারণার মাধ্যমে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এবং তা বিদেশে পাচার করেছেন, যার সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের কাজ চলমান।

এ আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ লক্ষাধিক কোটি টাকার ওপরে মর্মে ধারণা করা যায় বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

প্রভাবশালীদের নাম উল্লেখ না করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ ধরনের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ইতোমধ্যে সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরইমধ্যে ইসলামী ব্যাংক, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংকের পর্ষদগুলো পুনর্গঠন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্কার কার্যক্রম শুরু হবে। নতুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত এসব অর্থের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং তাদের মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থের প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয়ের লক্ষ্যে অডিট কার্যক্রম শুরু করা হবে।

অর্থ আত্মসাৎকারীদের বিচারের প্রতি সরকারের কঠোর মনোভাবের ইঙ্গিত করে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে বলা হয়, ব্যাংকসমূহের নতুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ, সিআইডি ও দুদকের সহায়তা নিয়ে আত্মসাৎকারীদের স্থানীয় সম্পদ অধিগ্রহণ ও বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে কাজ শুরু হয়েছে। অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা চেয়ে ইতোমধ্যে যোগাযোগ শুরু করেছে সরকার।

শীঘ্রই ব্যাংকিং কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে বলা হয়, কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যাংকে তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করবে এবং ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠনের জন্য ছয়মাসের মধ্যে একটি বাস্তবায়নযোগ্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের লক্ষ্য হলো সকল আর্ন্তজাতিক মানদণ্ড পরিপালনে সক্ষম একটি শক্তিশালী ব্যাংকিং খাত গড়ে তোলা। তবে এই উদ্দেশ্যে সফল করতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়, আন্তর্জাতিক কারিগরি সহায়তা ও অর্থের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার অর্থ আত্মসাৎকারীদের দেশি-বিদেশি সম্পদ অধিগ্রহণ এবং বিদেশ হতে ফেরত এনে ব্যাংকগুলোকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে।

ভারতবিরোধী পোস্টে 'লাভ' রিঅ্যাক্ট

ভারত ছাড়তে হলো বাংলাদেশি ছাত্রীকে

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : ফেসবুকে ভারতবিরোধী পোস্টে 'লাভ' রিঅ্যাক্ট দেওয়ার 'অপরাধে' আসাম থেকে ফেরত পাঠানো হলো এক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে। এমনই অভিযোগে শিরোনামে এসেছে আসামের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি)।

মেহজাবিন নামের ওই বাংলাদেশি তরুণী এনআইটি শিলচরে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের শিক্ষার্থী। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে করা একটি ভারতবিরোধী পোস্টে 'লাভ' রিঅ্যাক্ট দিয়ে সমর্থন জানান তিনি। এরপরই সোমবার তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায় কর্তৃপক্ষ।

অবশ্য কাছাড় জেলা পুলিশের এসপি নুমাল মাহাট্টের দাবি, ওই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়নি, বরং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পরই দেশে পাঠানো হয়েছে। এমনকি এটি নির্বাসনও নয়।

পুলিশ জানায়, তিনি নিজেই দেশে ফেরার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। এরপর সোমবার সকালে ওই ছাত্রীকে করিমগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি সকাল ১১টার দিকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করেন।

এসপি নুমাল মঙ্গলবার ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, 'ওই ছাত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কলেজেরই এক সাবেক ছাত্রর ভারতবিরোধী পোস্টে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সাদাত হোসাইন আলফি নামের ওই ছাত্রও বাংলাদেশি। ছয় মাস আগে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ভারত ছাড়েন তিনি।'

এদিকে পোস্টদাতা ওই সাবেক ছাত্রের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামের একটি সংগঠন। সংগঠনের মুখপাত্র শুভাশিস চৌধুরী জানিয়েছেন, ভারতবিরোধী পোস্টটিতে প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রীর লাভ রিঅ্যাক্ট তাদের নজরে আসে।

পোস্টে ছাত্রীর সমর্থনের বিষয়টি চোখে পড়ার পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এনআইটির পরিস্থিতি। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে সংগঠনটি।

এদিকে দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী তার বাকি পরীক্ষাগুলো দিতে আবার ভারতে ফিরবেন কি-না, এ বিষয়ে পুলিশ জানায়, এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। ওই ছাত্রী ফিরবেন কি না, সেটা তার সিদ্ধান্ত।

সরকারি সূত্র বলছে, বর্তমানে এনআইটি শিলচরে পড়াশোনা করছেন ৭০ জন বাংলাদেশি। তাদের সঙ্গে পুলিশের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে। ভারতবিরোধী কোনো রকম কর্মসূচিতে সমর্থন ও মতপ্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে তাদের।

আমরা তো এক-এগারোর কথা ভুলে যাইনি: মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : বিএনপিকে নিয়ে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে এমন অভিযোগ করে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'প্রথম দিকে তারা যে সংখ্যালঘু নির্যাতনে প্রচার চালিয়েছিল, এর বোধ হয় এক দুই পারসেন্টও সঠিক নয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, দখলদারি। এগুলো কিন্তু একটা ক্যাম্পেইন। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আবার আগের মতো এক-এগারোর মতো বিএনপিকে লক্ষ্য করে এ কাজগুলো করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত অন্যায়। আমরা ১৫ বছর ধরে সংগ্রাম করেছি গণতন্ত্রের জন্য, ভোটের অধিকারের জন্য। বিএনপি ১৫ বছরে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে, খালেদা জিয়া ৬ বছর কারাভোগ করেছেন। অনেকে নিহত, গুম, মামলার শিকার।

মনে রাখত হবে, গণতন্ত্রে নির্বাচিত সংসদ ছাড়া কোনো সমস্যার সমাধান হয় না।' অন্তর্বর্তী সরকার কী চায়, জনগণ কী চায়, রাজনৈতিক দলগুলো কী চায় তা জানার জন্য অতিদ্রুত বর্তমান সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। মঙ্গলবার রাতে স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি।

বিএনপির মহাসচিব অভিযোগ করেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অর্জিত বিপ্লবকে নস্যাৎ করার জন্য এবং বিএনপির অবদানকে খাটো করতে পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এই বিপ্লবকে ব্যর্থ করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র আছে মন্তব্য করেন তিনি বলেন, 'আপনারা দেখবেন, বিদেশ থেকে, বিশেষ করে ভারত থেকে এমন কতগুলো প্রচারণা চালানো হচ্ছে, যা বাংলাদেশে যে বিপ্লব সেটাকে তারা নস্যাৎ করতে চায়।

কতগুলো রাজনৈতিক ইস্যুকে তারা সাম্প্রদায়িক ইস্যু বানাতে চায়। যেটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দ্রুত নির্বাচন দাবি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আমরা তো ভুলে যাইনি এক-এগারোর সময় কারা চেষ্টা করেছিল বিরাজনীতিকীকরণের। এমনকি ওই সময়ে আমাদের দলকে পর্যন্ত পুরোপুরি বাতিল, নিশ্চি[] করার চেষ্টাও হয়েছিল। এ কথাগুলো তো আমরা ভুলতে পারি না। এটা আমার গণতন্ত্রের জন্য, আমার রাজনীতির জন্য, আমার দেশের কল্যাণের জন্য এ কথাগুলো আমার মনে রাখতে হবে। আবার ওই চেহারাগুলোই যদি সামনে দেখি, তখন তো যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়, প্রশ্ন এসে যায়।'

সে কারণে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর হিসেবে যারা কাজ করেছেন, যারা সহায়তা করেছেন, তাদের যেভাবে দেখতে চান না, সেই একইভাবে যারা গণতন্ত্রকে ব্যাহত করার জন্য, ধ্বংস করার জন্য কাজ করেছেন তাদেরও এ দেশের মানুষে দেখতে চায় না বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল।

তিনি বলেন, 'মানুষ এখানে একটা ডেমোক্রেটিক সেটআপ চায়, গণতন্ত্র চায়। মানুষ নির্বাচন চায়। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে।'

বর্তমান সরকারের মধ্যেও বিরাজনীতিকীকরণের কোনো লক্ষণ দেখছেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'না, আমি এমন লক্ষণ দেখছি না। আমি সতর্ক করছি। আমার একটা সতর্কের কথা আছে। কিছু চেহারা আছে তো? এ চেহারাগুলোকে দেখলে আমরা ভয় পাই।'

তবে যাদের কোনো দিন দেখা যায়নি, তারা সামনে চলে আসছেন জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, 'হঠাৎ করে তারা মিডিয়াতে ফ্রন্ট পেজে চলে আসছেন। তাদের বক্তব্য, থিওরি প্রচার করছেন। আমি কারও নাম বলতে চাই না। আমার মনে হয়, এটা সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য ভালো বিষয় নয়।'

সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান দলীয় এক কর্মসূচিতে বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে এই বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দ্রুত নির্বাচনের দাবি এবং দখলদারির বিষয়ে কথা বলেন। বিষয়টি তুলে ধরে এক সাংবাদিক এ ব্যাপারে বিএনপির বক্তব্য জানতে চান। জবাবে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আমি আগেই বলেছি, এটা সুপরিকল্পিত একটা চক্রান্ত। কারণ আমরা তো এক-এগারোর কথা ভুলে যাইনি। এক-এগারোতে যেটা হয়েছিল বিরাজনীতিকীকরণের প্রচেষ্টা। যাদের জনসমর্থন নেই, জনগণ মনে করে না যে এরা সরকার চালাতে পারবে, তারা এ ধরনের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা করে, আমি কোনো দলের নাম বলছি না। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে, আমাদের লড়াইটা গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। সেটার জন্যই তো নির্বাচন। এটা তো আমাদের রাইট। আমরা তো নির্বাচনের জন্যই এত দিন লড়াই করেছি, সংগ্রাম করেছি।'

জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে বাতিল করা হলো, তার জন্য ওই দলগুলো মিলেই তো আমরা আন্দোলন করেছি। ওই দলগুলোর অনেকের আন্দোলনে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এমনকি তাদের অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন ওই আন্দোলনকে ওই বিষয়কে বাদ দিয়ে আমি তো অন্য রাজনৈতিক চিন্তা এই মুহূর্তে করব না।'

তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে একটি আন্দোলন-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। অবশ্যই এই সরকারকে যৌক্তিক সময় দিতে হবে। তার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা আমরা করে যাচ্ছি, করব যত দিন আমরা মনে করি সরকার রাইট ট্রাকে থাকবে।'

কারও নাম উল্লেখ না করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমি যদি মনে করি, একজন ব্যক্তি একেবারে স্বর্গ বানিয়ে দিতে পারবে-আমার ওই চিন্তাটা সঠিক হবে না। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে দেশ কীভাবে চলবে। সংস্কারের দাবি তো আমরাই তুলেছি। আমরা ৩১ দফা দিয়েছি। ৩১ দফা থেকে কমিয়ে ১০ দফা হয়েছে, ১০ দফা থেকে এক দফা হয়েছে। এটা নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি সারা বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছি। আমরা তো সংস্কার চাই। তবে সেই সংস্কারটা অবশ্যই হতে হবে জনগণের সমর্থন নিয়ে।'

অন্তর্বর্তী সরকারকে রাষ্ট্র মেরামতের জন্য 'যৌক্তিক' সময় দেওয়ার কথা বলেছে বিএনপি। সেই যৌক্তিক সময়ের কোনো ধারণা আছে কি না, জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, 'এই জন্যই আলোচনা দরকার। যৌক্তিক সময়ের ধারণা নির্ভর করবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে। আমরা কী চাই, ওনারা কী চান, জনগণ কী চায়, একটা আলাপ-আলোচনা তো হতে হবে।

২৪ জেলায় নতুন এসপি, ৩ জনকে বাধ্যতামূলক অবসর, চাকরি ফিরে পেলেন ৫ জন

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : একদিনে পুলিশে বড় ধরনের রদবদল হয়েছে। বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের এএসপি থেকে ডিআইজি পদমর্যাদার ১৬০ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ২৪ জেলার এসপিকে বদলি করে তাদের স্থলে নতুন এসপিদের পোস্টিং দেয়া হয়েছে। ডিএমপির উর্ধ্বতন কয়েকজন কর্মকর্তাকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া তিনজন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। অবসরে পাঠানো কর্মকর্তারা হলেন- চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের সাবেক কমিশনার পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি কৃষ্ণপদ রায়, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মো. মোজাম্মেল হক ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার সরদার রাকিবুল ইসলাম। কৃষ্ণপদ রায়কে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছিল। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক তিন প্রজ্ঞাপনে তাদের অবসরে পাঠানো হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উর্ধ্বতন ৩ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তারা হলেন, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ডিআইজি ও অতিরিক্ত আইজিপি (সুপারনিউমারারি) এ কে এম হাফিজ আক্তার শিল্পাঞ্চল পুলিশে, অতিরিক্ত কমিশনার ও অতিরিক্ত আইজি (সুপারনিউমারারি) ড. খ. মহিদ উদ্দিনকে ট্যুরিস্ট পুলিশে, ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিআইজি) মুনিবুর রহমানকে এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্সের ডিআইজি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে বদলি ও রদবদল চলছে।

তারই ধারাবাহিকতায় এবার ২৪ জেলার পুলিশ সুপারকে (এসপি) বদলি করা হয়েছে। এরপর নতুন করে ২৪ কর্মকর্তাকে ২৪ জেলার এসপি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রংপুর জেলার দায়িত্বে রংপুর পিটিসির মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, পিবিআইয়ের মো. আবুল কালাম আযাদ গাজীপুরে, ডিএমপির মো. আসফিকুজ্জামান আকতারকে কুমিল্লায়, পুলিশ সদর দপ্তরের আহম্মদ মুঈনকে ঢাকায়, ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজির মো. ফারুক হোসেনকে সিরাজগঞ্জে, এটিইউয়ের রায়হান উদ্দিন খানকে চট্টগ্রাম, সিআইডির মো. বশির আহমেদকে মানিকগঞ্জ, নৌপুলিশের মো. আজিজুল ইসলামকে ময়মনসিংহে, পুলিশ সদর দপ্তরের মো. মোশাররফ হোসেনকে গাইবান্ধায়, রাজশাহী সারদার মো. রেজাউল হক খানকে হবিগঞ্জ জেলায়, নোয়াখালী ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের মো. আনিসুজ্জামানকে রাজশাহী ও হাইওয়ে পুলিশের মুহাম্মদ শামসুল আলম সরকারকে মুন্সীগঞ্জ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশ সদর দপ্তরের মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানকে সিলেটে, ডিএমপির প্রত্যুষ কুমার মজুমদারকে নারায়ণগঞ্জ, সিআইডির মো. মারুফাত হুসাইনকে নাটোরে, নৌপুলিশের মো. মোরতোজা আলী খানকে পাবনা, রাজারবাগ পুলিশ টেলিকমের মো. আনোয়ার জাহিদকে পটুয়াখালী, ট্যুরিস্ট পুলিশের মো. তৌহিদুল আরিফকে বাগেরহাট, রেলওয়ে পুলিশের মোহাম্মদ হাছান চৌধুরীকে কিশোরগঞ্জে, ট্যুরিস্ট পুলিশের মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদকে ঝিনাইদহ, নৌপুলিশের মিনা মাহমুদাকে মাগুরা, রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের মো. সাইফুল ইসলাম সানতুকে টাঙ্গাইল, ডিএমপির মো. জিয়াউদ্দিন আহম্মেদকে যশোরে এবং হবিগঞ্জ ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের মো. আব্দুল হান্নানকে নরসিংদী জেলার নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের এক আদেশে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এবং রেঞ্জ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (এডিসি) ও সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পদমর্যাদার ৫২ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। ডিএমপি থেকে তাদের ঢাকার বাইরে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়। বলা হয়, ৩৮ এডিসি ও ১৪ এসিকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়েছে। তাদের র‍্যাব, এপিবিএন, নৌপুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ ও ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে বদলি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ডিএমপির এডিসি আছমা আরা জাহানকে সিরাজগঞ্জ ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, এডিসি মো. শফিকুল ইসলামকে লালমনিরহাট ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুহুল আমিন সাগরকে বান্দরবান ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, এডিসি ফজলুর রহমানকে এপিবিএন, এডিসি মো. আরিফুল ইসলামকে নৌপুলিশ, এডিসি

মোহাম্মদ বশির উদ্দিনকে ট্যুরিস্ট পুলিশ, এডিসি নিশাত রহমান মিথুনকে এপিবিএন, এডিসি হাফিজ আল আসাদকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এডিসি মো. মাহবুবুর রহমানকে এপিবিএন, এডিসি সাইফুর রহমান আজাদকে ট্যুরিস্ট পুলিশ, এডিসি মৃত্যুঞ্জয় দে সজলকে এপিবিএন, এডিসি ইহসানুল ফিরদাউসকে এপিবিএন, এডিসি মো. মুহিত কবীর সেরনিয়াবাতকে নোয়াখালীর পিটিসি, এডিসি নাজমুল হাসান ফিরোজকে এপিবিএন খাগড়াছড়ি, এডিসি সৈয়দ মামুন মোস্তফাকে এপিবিএন, এডিসি শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলামকে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার সিলেট, এডিসি মো. আজহারুল ইসলাম মুকুলকে এপিবিএন, এডিসি ইফতেখায়রুল ইসলামকে এপিবিএন, এডিসি মোস্তফা কামালকে নৌপুলিশ, এডিসি মো. আনিচ উদ্দীনকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এডিসি তাপস কুমার দাসকে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার কুমিল্লা, কেরানীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শাহাবুদ্দিন কবীরকে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার সাতক্ষীরা, সাভার সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহিদুল ইসলামকে এপিবিএন, মুন্সীগঞ্জ সদর সার্কেলের খন্দকার খায়রুল হাসাবকে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার টাঙ্গাইল, এডিসি এস এম শামীমকে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার গাইবান্ধা, এডিসি মিশু বিশ্বাসকে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার জামালপুর, এডিসি রাকিবুল হাসানকে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার নোয়াখালী, এডিসি আফসার উদ্দিন খানকে এপিবিএন, এডিসি আশরাফউল্লাহকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এডিসি সন্দীপ সরকারকে এপিবিএন, এডিসি মো. আশিক হাসানকে পিবিআই, এডিসি আবুল হাসানকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এডিসি এম এম মঈনুল ইসলামকে এপিবিএন, এডিসি সুজয় সরকারকে এপিবিএন, এডিসি কে. এন রায় নিয়তিকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এডিসি শাহ আলমকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এডিসি নাজিয়া ইসলামকে ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এডিসি মোহাম্মদ তয়াছির জাহান বাবুকে এপিবিএনে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া সহকারী পুলিশ সুপার মো. হাবিবুল্লাকে ঢাকা পুলিশ স্টাফ কলেজ, এসি মধুসূদন দাসকে এপিবিএন, এসি মো. বায়েজীদুর রহমানকে রাজশাহীর সারদার বিপিএ, এসি জায়েন উদ্দীন মুহাম্মদকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এসি ইমরান হোসেন মোল্লাকে নৌপুলিশ, এসি মো. নুরনবীকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এসি আব্দুল্লাহ আল মাসুমকে রাজশাহী সারদার বিপিএ, এসি হাসান মুহাম্মদ মুহতারীমকে র‍্যাব সদর দপ্তর, এসি রেফাতুল ইসলামকে এপিবিএন, এসি মো. নাজমুল ইসলামককে র‍্যাব সদর দপ্তর, এসি সুমন করকে এপিবিএন, এসি মো. ইমরান হোসেনকে র‍্যাব সদর দপ্তর ও নারায়ণগঞ্জ সি সার্কেলের এএসপি হাবিবুর রহমানকে এপিবিএনের সহকারী পুলিশ সুপার পদে বদলি করা হয়েছে।

বিএনপি দ্রুত নির্বাচন চাইলেও জামায়াত কেন চাচ্ছে না

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে বিএনপি নির্বাচনের জন্য আলটিমেটাম দিয়েছিল আবার এখন রোডম্যাপ দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি, বিএনপির জায়গা থেকে যেটি উত্তম মনে করেছে, সেটিই তারা

করেছে।

সাড়ে ১৫ বছরে দেশে অনেক জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছে। সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে চরমভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে। যার কুফল ১৫ বছরে জাতি ভোগ করেছে। এতগুলো জঞ্জাল ঠিক করা ৩ মাসে সম্ভব হবে না বলে মনে করেন না ডা. শফিকুর রহমান।

সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এসব কথা বলেন জামায়াত আমির।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, যদি দেশের স্থিতিশীল পরিবেশ না এনে, নির্বাচন করা হয় সেই নির্বাচন জাতির জন্য আরেকটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আমাদের কথা হচ্ছে, সময়টা হতে হবে যৌক্তিক। এটা ৩ মাসও নয়, ৩ বছরও নয়। এর জন্য মিনিমাম যে সময়টুকু লাগে সে সময়টুকু দেওয়া উচিত।

জামায়াত আমির বলেন, এ সরকার তো কোনো দলীয় সরকার না, যে এর বিরুদ্ধে দাবি জানাতে হবে। আবার এখনই দাবি জানানোর মতো কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি। জনগণের প্রত্যাশিত বিপ্লবের দ্বারা জনগণের দ্বারা সিলেকটেড এই সরকার। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সঠিক পথে যেন এ সরকার এগোতে পারে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা। আর এ সরকার যদি কোনো ভুল করে তাদের পরামর্শ দেওয়া। সেটাতে যদি সংশোধন না হয়। তাহলে আমরা প্রতিবাদ করব। এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তাদের যৌক্তিক সময় দেওয়ার পক্ষে জামায়াত ইসলাম। এখন প্রশ্ন হতে পারে যৌক্তিক সময়টা কতদিন? সেই যৌক্তিক সময়টা আমরা সপ্তাহ-মাস বলছি না। এটা যদি ৩ মাসে সম্ভব হয় ৩ মাস, আর ৬ মাসে সম্ভব হলে ৬ মাস। তবে এটা বেশি সময় নেওয়া জাতির জন্য কল্যাণকর হবে না। যতটুকু মিনিমাম সময় দরকার সেটাই নেওয়া উচিত ।

বিএনপি নির্বাচনের জন্য তোড়জোড় করছে, আমরা এই মুহূর্তে নির্বাচনকে প্রাধান্য দিচ্ছি না। এসময় জাতির ক্রাইসিস রক্তের দাগ, ক্ষতবিক্ষত হওয়া শহিদ পরিবারগুলো, বিভিন্ন জেলায় বন্যার কবলে পড়ে পড়েছে। এটাকে আমরা এই মুহূর্তের রাজনীতি হিসেবে নিয়েছি। এটাকে কেউ যদি রাজনীতি বলে রাজনীতি, আবার কেউ যদি বলে মানবিক দায়িত্ব তাহলে মানবিক দায়িত্ব।

আমরা মনে করি, এ বিষয়গুলো সমাধান না করে নির্বাচনের কথা তোলা, যৌক্তিক মনে করি না। তাই আমরা নির্বাচন নিয়ে কথা বলছি না। মানুষের এ বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য আল্লাহ আমাদের যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন সেটুকু চেষ্টা করে যাব।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে গুমের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন: জাহিদ হোসেন

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে গুমের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার সময়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন।

বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) নসরুল হামিদ মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী প্রজন্ম ৭১-এর ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

জাহিদ হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশে গুমের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা এবং শুরু করেছেন শেখ হাসিনা। বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল। এরা গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাস করে না। শত শত সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হলো। অনেক টিভিসহ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটা সংবাদপত্র এবং মিডিয়া হাউসকে তারা ভয়ভীতির সংস্কৃতির মধ্যে নিয়ে সেলফ সেন্সরশিপ এবং প্রেসার সেন্সরশিপ চালু করে দখল করে নিয়েছিল।'

তিনি বলেন, 'আমাদের সত্য কথা বলার জন্য কোটা আন্দোলন চলছিল। কিন্তু সে আন্দোলনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিল তৎকালীন নেতারা। সেগুলো যদি রিওয়াইন্ড করে শুনেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাদের চিন্তা-ভাবনা কতটা সংকীর্ণ, কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং কতটা কর্তৃত্ববাদী ছিল। সেই আন্দোলনই আস্তে আস্তে জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। অনেকগুলো দফা থেকে একদফায় চলে এসেছিল। কারণ, জনগণ বুঝতে পেরেছিল

তাদের (আওয়ামী লীগ) পতন ছাড়া একদফা, আটদফা বা নয়দফা কোনো কিছুই আর কাজ হবে না।'

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, '১৭ বছর যাবত আওয়ামী দুঃশাসনের জগদ্দল পাথরের মতো যারা বুকে চেপে বসেছিল, অন্যায়, দুঃশাসন, নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়ে এদেশের মানুষ এবং এই সমাজ আজকে বিভাজিত। এই সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সমাজকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হলে এই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রত্যাশা অনেক থাকলেও এই সরকার শুধু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে জনগণের সরকারের কাছে দায়িত্ব দেবে। কাজেই আমাদের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে একটু লাগাম টেনে ধরতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সঠিক হবে না। কারণ, প্রশাসনের সর্বস্তরে তাদের (আওয়ামী লীগ) লোক বহাল তবিয়তে বসে আছে। কিছু লোক সরেছে মাত্র। এদেরকে ক্লিন করতে হবে, সময়ও

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

গাজীর কারখানায় আগুন লুট করতে গিয়ে নিখোঁজ ১৭৬

ঢাকা, ২৭ আগস্ট : নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের এমপি, সাবেক মন্ত্রী ও গাজী গ্রুপের মালিক গোলাম দস্তগীর গাজীর টায়ার কারখানায় দ্বিতীয়বারের মতো আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। রূপগঞ্জের রূপসী এলাকার ওই কারখানাতে গত রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। সোমবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা। আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট টানা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আগুন দেয়া পর্যন্ত চলে লুটপাট। লুটপাট করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত ১৭৬ জন নিখোঁজ বলে ফায়ার সার্ভিসের কাছে দাবি করেছেন নিখোঁজদের স্বজনরা। ইতিমধ্যে স্বজনরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের কাছে নিখোঁজদের নাম ঠিকানা দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা, গত ৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে দস্তগীরসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও তার অনুসারীরা গা ঢাকা দেয়। সেদিন বিকাল থেকেই গোলাম দস্তগীরের মালিকানাধীন রূপসী এলাকায় গাজী টায়ার কারখানা ও কর্ণগোপ এলাকায় গাজী পাইপ এবং ট্যাংক পাম্প কারখানাসহ তার মালিকানাধীন জি পার্ক, বসতবাড়ি ও পূর্বাচলের বাড়িতে লুটপাটের পর আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। পরে গত ২৪শে আগস্ট গোলাম দস্তগীর গাজীকে ঢাকার শান্তিনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ২৫শে আগস্ট এ খবর রূপগঞ্জে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন আবারো রূপসী গাজী টায়ার কারখানায় ঢুকে ভাঙচুর ও লুটপাট শুরু করেন।

স্থানীয় বেশকিছু বিএনপি নেতাকর্মীরা এসে ভাঙচুর ও লুটপাটে বাধা দিলে তা না মেনে ভাঙচুর ও লুটপাট চলতেই থাকে। একপর্যায়ে রাত সাড়ে ৯টার দিকে কারখানার ভেতরের ৬ তলা ভবনের

ভেতরে প্রবেশ করেন কয়েক শতাধিক লোকজন। ওই ভবনে কেমিক্যাল ও টায়ার তৈরির কাঁচামাল ছিল। ভবনের ভেতরে লুটপাট নিয়ে দুটি পক্ষের মাঝে হাতাহাতি ও মারপিটের ঘটনা ঘটে। এ সময় একটি পক্ষ ভবন ত্যাগ করলে ভবনের প্রবেশ গেট বন্ধ হয়ে যায়। একপর্যায়ে পুরো ভবনে আগুন লেগে যায়। এ সময় আগুন পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে আগুনের লেলিহান শিখা ৬০ থেকে ৮০ ফুট উঁচুতে উঠে পড়ে। ভবনের ভেতরে আটকা পড়া অনেকেই স্বজনদের ফোন করে বাঁচানোর জন্য আকুতি জানায়। খবর পেয়ে ঢাকার ফুলবাড়ীয়া ফায়ার সার্ভিস, ডেমড়া ফায়ার সার্ভিস, কাঞ্চন ফায়ার সার্ভিস, আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিস, আদমজী ফায়ার সার্ভিস, সিদ্দিকবাজার ফায়ার সার্ভিসসহ ১২টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে ব্যবহার করেন টিটিএ। সন্ধ্যা ৬টা অবধি এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা। এদিকে, ভবনে প্রবেশ করে নিখোঁজ হয়েছেন এমন ব্যক্তির খোঁজে গাজী টায়ার কারখানায় ভিড় করছেন স্বজনরা। এখন পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের কাছে ১৭৬ জন নিখোঁজ ব্যক্তির তালিকা দিয়েছেন স্বজনরা। বেশির ভাগ নিখোঁজদের বাড়ি উপজেলার মৈকুলী, রূপসী কাজিপাড়া, ছাতিয়ান, মুগরাকুল, কাহিনা, বরপা, মাসাবো, তারাবো, বরাবো, চনপাড়া, মুড়াপাড়াসহ আশপাশের এলাকায়।

ভয়াবহ এই আগুনে কারখানার আশপাশের মার্কেট, হাটবাজার, শিল্প কলকারখানা এবং এলাকাবাসী চরম আতঙ্কে রয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপজেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিএনপি নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (প্রশিক্ষক) রেজাউল করিম বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিখোঁজদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আগুন নেভানোর পর নিখোঁজদের ব্যাপারে বলা যাবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বজনরা আমাদের কাছে ১৭৬ জন নিখোঁজের তালিকা দিয়েছেন।

বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মনিরুজ্জামান মনির বলেন, দলীয় নাম ভাঙিয়ে কেউ অপরাধ করলে সাংগঠনিকভাবে দল থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গাজী সাহেব অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করা হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের রুটি-রোজগারের জায়গা এই কারখানা। কারখানা ধ্বংস করলে এখানে কর্মরত ২০ থেকে ২৫ হাজার শ্রমিক কর্মচারী কোথায় যাবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহসান মাহমুদ রাসেল বলেন, কেউ কোনো প্রকার অরাজকতা, লুটপাট, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিবে। প্রচলিত আইনে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঢাবির নতুন ভিসি অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১১ (২) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে ভিসি হিসেবে মঙ্গলবার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিয়োগ লাভের পর অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ভিসি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। এ সময় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

যোগদানের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম ভিসি হিসেবে যোগদান করার প্রাক্কালে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। হাজারো ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে নতুন বাংলাদেশের শুভ সূচনা হলো তার ধারাবাহিকতায় বৈষম্যবিরোধী আদর্শ ও মূল্যবোধ মাথায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি এবং এ লক্ষ্যে আপনাদের সবার আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।'

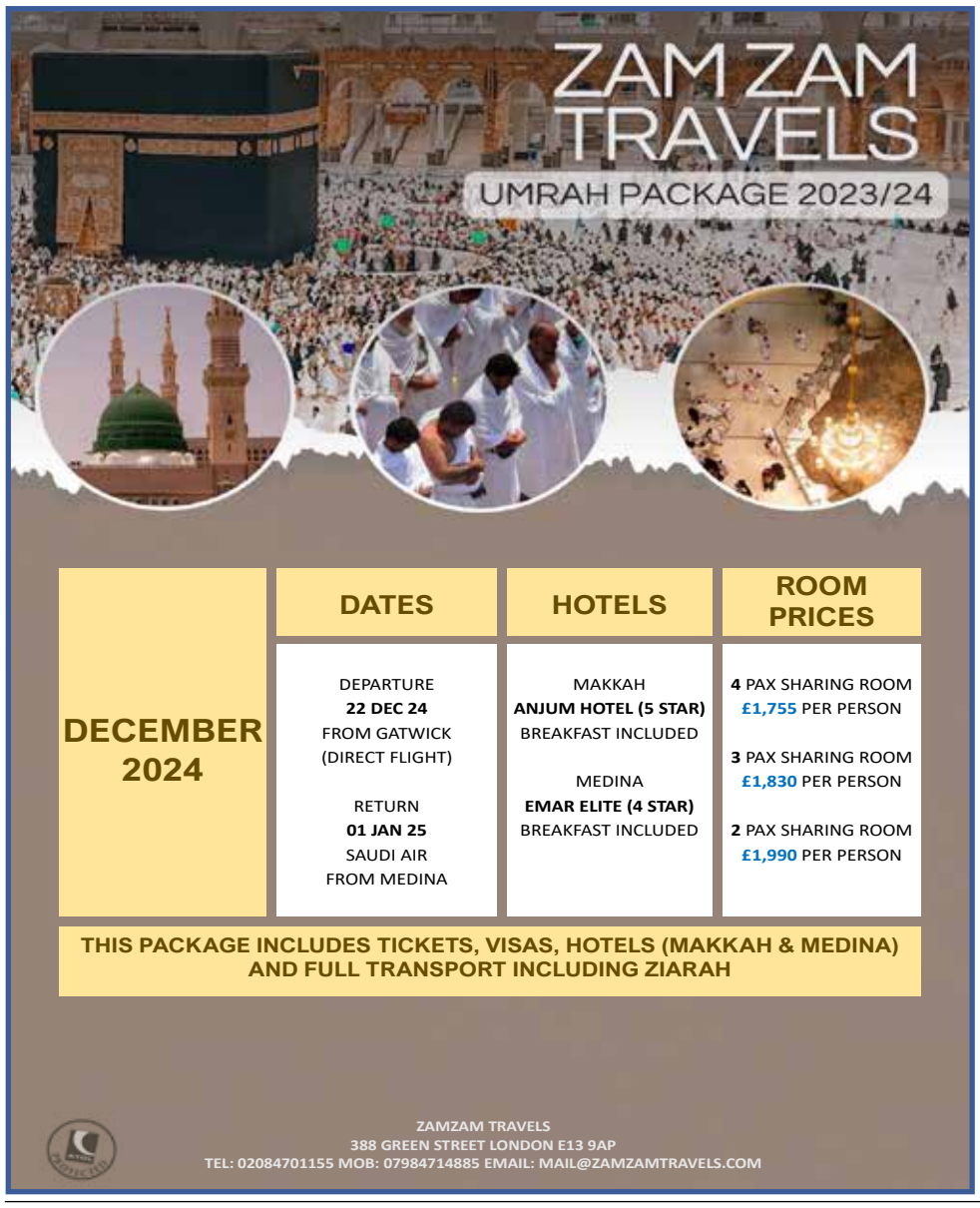

সাক্ষাতকারে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান

১৬ বছরের জঞ্জাল ১৬ দিনে মিটবে না

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আগে জানা ছিল না সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের। তিনি জানিয়েছেন, ৫ই আগস্ট পরিস্থিতি তিনি যখন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ঠিক তখন তাকে জানানো হয় শেখ হাসিনা চলে যাচ্ছেন। সেনাপ্রধান এও বলেছেন, শেখ হাসিনা দেশে থাকলে তার জীবনের ঝুঁকি ছিল। পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত ছিল।

ইউটিউব চ্যানেল 'নাগরিক টিভি' তে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সেনাবাহিনী সহযোগিতা করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সবাইকে ধৈর্য্য ধরতে হবে। ১৬ বছরের জঞ্জাল ১৬ দিনেতো মিটবে না।

সেনাবাহিনীর মধ্যে এখনো অনেকে স্বপদে রয়েছে তাদেরকে সরানো হচ্ছে না কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখনো তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। অনেক ইস্যু আছে। যেগুলো তদন্ত হচ্ছে। এজন্য আমরা সময় নিচ্ছি, প্রমাণ লাগবে, প্রমাণিত না হলে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না।

এই কাজটি একটু ধীর প্রক্রিয়ায় চলছে। এখন দেখা যাক, বেশকিছু জিনিস আছে যেটা আমাদের করতে হবে।

সেনাবাহিনী এখনো কেনো ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছে না, তাদের এখন মাঠে থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ওয়াকার বলেন, আমরাতো যেতে চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে চাই। তবে সম্ভবত আমাদের আরো কিছুকাল থাকতে হবে। কারণ পুলিশ এখনো তাদের দায়িত্ব নেয়ার মত অবস্থায় নাই। পুলিশ প্রায় অকার্যকর

হয়ে গিয়েছিলো। এখনো দায়িত্ব নেয়ার মত হয়নি। তারা দায়িত্ব নেয়ার মত হলে অবশ্যই আমরা ফেরত চলে যাবো। আমরাতো বেশিক্ষণ থাকতে চাই না।

আনসার বাহিনীর মত নানা দাবিতে যারা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এটাকে সেনাবাহিনী কিভাবে দেখে এমন প্রশ্নে সেনাপ্রধান বলেন, এটাকে আমরা অবশ্যই কাউন্টার কোড করছি। যেমন আরএবিতে এমন একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো। আমরা তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেছি। অনেকে এখন নানা ধরনের কষ্টের মধ্যেই আছে। তারপরও আমাদের ধৈর্য্য ধরে আস্তে আস্তে এগুলো সমাধান করতে হবে। আনসারের ওটা আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। নাইন ডিভিশন কাজ করেছে। এবং আনসারদের নিবৃত করেছে।

শেখ হাসিনাকে সেইফ এক্সিট দেয়া ঠিক ছিলো নাকি তাকে দেশে রেখে বিচার করা উচিত ছিলো এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওই সময়ে একটি উত্তপ্ত মুহূর্তে তাকে ওখানে রেখে দিলে সমস্যা হতো। আর প্রথম কথা হচ্ছে, আমিতো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলাম। তখন আমাকে কিছু ব্যক্তি বলেছে যে, উনিতো চলে যাচ্ছেন। উনি অলরেডি রান। তো এটা আমি জানতাম না যে, তিনি দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। তারপরও আমি মনে করি যে, উনি দেশে থাকলে ওনার জীবন ঝুঁকি হতে পারতো। কেউ চাইবে না যে একজনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হোক। এটা মোটেই কাম্য না। পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিলো।

তিনি বলেন, আমি আশাবাদী সবাই একসঙ্গে যদি কাজ করি তাহলে দেশ সংস্কার করা সম্ভব হবে। এবং আমরা একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেতে সম্ভব হবো। আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। আমিও তাদের সাথে আছি কাজ করছি। এই সরকারকে সাহায্য করছি। আমরা সেই লক্ষ্যে যাবো, যেতে হবে। কারণ এখান থেকে ফেরত যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। জনগণকে ধৈর্য্য ধরতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে অনেক ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি চলছে। যত সংবাদ তারা পায়, আমার দেখা মতে তা ৯৫ শতাংশই মিথ্যা। সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশ্রিত করে এই সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এটা মানুষকে একটি ভুল ধারণা দেয়। আমি বলবো মানুষকে ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং প্রকৃত ঘটনা জানতে হবে।

গণমাধ্যম ঠিকমত কাজ করছে কিনা এই প্রশ্নে তিনি বলেন, অনেকেই করছে, অনেকেই দায়িত্বশীল ভুমিকা পালন করছে। তারা এ ধরনের সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশ্রিত করে সংবাদ প্রচার করছে না। তারপরেও তাদেরকে আরো কাজ করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে তারা আরো কাজ করবে। সময় পেলে আস্তে আস্তে মিডিয়াটাও আরো সক্রিয় হবে। প্রথমত বিষয়টি হচ্ছে আমাদের আরো ধৈর্য্য ধরতে হবে। এই ১৬ বছরের জঞ্জাল ১৬ দিনে মিটবে না, ১৬ মাসেও যদি আমরা মেটাতে পারি সেটা অবশ্যই একটি ভাল বিষয় হবে। অনেক সমস্যা হয়েছে, বুরোক্রেসির মধ্যে সমস্যা, পুলিশের মধ্যে সমস্যা। সবদিকেই সমস্যা। তো এগুলোকে সমাধানে একটু সময় দিতে হবে। এই সরকারকে সময় দিতে হবে। আমরা যদি অধৈর্য্য হয়ে যাই, তাহলে অবশ্যই এটা ঠিক হবে না। এই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমরা তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছি।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারি যে সরকার যখন থাকে তার সঙ্গে কাজ করে। এর অর্থ এই না যে সবাই স্বৈরাচারকে সহায়তা করেন। স্বৈরাচার হোক আর যাই হোক, দৈনন্দিন কাজতো তাদের করে যেতে হবে। সেই কাজ তারা করেছে। কিছু ভাল করেছে। কিছু খারাপ করেছে। কিন্তু এভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যাবে না। সবাইকে এভাবে সিল দিয়ে সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, এটা ঠিক নয়। অবশ্যই যারা দোষী তাদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। আতঙ্ক সৃষ্টি করলে এই প্রশাসনও কাজ করবে না। কেউ কাজ করবে না। সবাই ভীত থাকবে। যেমন পুলিশের মধ্যে এমন একটি সমস্যা হচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি বিশাল ট্রমা কাজ করছে। কাজেই এই ট্রমা যদি বিরাজ করে তাহলে হবে না। তাদের এই ট্রমা থেকে বের করে আনতে হবে। এজন্য একটু সবাইকে ধৈর্য্য ধরতে হবে। ইনশাআল্লাহ এই সরকার আস্তে আস্তে সবকিছু সামাল দিয়ে উঠবে।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

প্রধান উপদেষ্টাকে রুশ রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশের পাশে থাকবে রাশিয়া

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মান্টিটস্কি বলেছেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাশিয়া বাংলাদেশের পাশে থাকবে।

মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে তিনি এ কথা বলেন।

বৈঠকে তিনি রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে নির্মিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি অনুসন্ধান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সহায়তা বাড়ানোসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন অপসারণের কথা স্মরণ করেন। তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য পণ্যও আমদানি বাড়ানোর আহ্বান জানান। বর্তমানে রাশিয়ায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৯০ শতাংশ তৈরি পোশাক।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের রফতানি বহুমুখীকরণ করতে হবে।'

বাংলাদেশের খাদ্যশস্য এবং সারের বড় একটি অংশ রাশিয়া থেকে আমদানি করা হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাশিয়া বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার।

গত বছর রাশিয়া থেকে বাংলাদেশ ২

দশমিক ৩ মিলিয়ন টনেরও বেশি গম আমদানি করেছে এবং চলতি বছর আমদানির পরিমাণ ইতোমধ্যে ২ মিলিয়ন টন অতিক্রম করেছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত জানান, রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জ্বালানি কোম্পানি গ্যাজপ্রম ভোলা দ্বীপে এবং দেশের অভ্যন্তরে আরো পাঁচটি গ্যাস কূপ অনুসন্ধান করতে আগ্রহী। তিনি আরো জানান, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নির্মাণ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এটি আগামী বছর চালু হতে পারে। তিনি বলেন, রাশিয়া বাংলাদেশে এলএনজি রফতানিতে আগ্রহী।

প্রধান উপদেষ্টা অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সহযোগিতা এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

পাকিস্তান হাইকমিশনারের সাথে আলোচনা

বাসস জানিয়েছে, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গতকাল মঙ্গলবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ। অন্তর্ববর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বৈঠকে তিনি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি বহুপক্ষীয় প্ল্যাটফরমে সহযোগিতা জোরদারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস এ সময় তাকে বলেন, 'সার্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো সম্পর্কের মডেল হতে পারে। পারস্পরিক স্বার্থে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' বৈঠকে পাকিস্তানের হাইকমিশনার জানান, বাংলাদেশে চলমান বন্যায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও দেশের জনগণ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, পাকিস্তান বাংলাদেশকে সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে। হাইকমিশনার পাকিস্তানি নাগরিকদের বাংলাদেশে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ এবং দুই দেশের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালুর অনুরোধ করেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থায় সম্পৃক্ততা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের পুরুষ ক্রিকেট দলের প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য অভিনন্দনও জানিয়েছেন এ হাইকমিশনার।

স্বৈরাচারের দোসররা নিরপেক্ষ দাবি করে উইপোকার মতো অবস্থান নিয়েছে : রিজভী

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, 'এখনো কিছু জায়গায় স্বৈরাচারের দোসররা বেশ কয়েকটি জায়গায় বসেছে, তারা উইপোকার মতো অবস্থান নিয়েছে। এরা নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলার চেষ্টা করছে।'

বুধবার রাজধানীর নয়াপ□ন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।

রিজভী বলেন, '৫ আগস্টের পর থেকে দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ৫ আগস্ট পর্যন্ত রক্ত ঝরার মাধ্যমে যে পরিবেশটি ফুটে উঠেছে, সেটি আশাবাদী করেছে। সামনে আমরা নির্বিঘ্নে কথা বলতে পারব, চলতে পারব। আমরা ভোট দিতে যাব, সেটির সঠিক প্রতিফলন হবে। কেউ ডাকাতের কায়দায় আমাদের ভোট ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সভ্য সমাজ গড়ার উপাদানগুলো আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি বিশ্বাস রেখে তিনি বলেন, 'তারা সংস্কার করে যাচ্ছেন, তবুও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের মনে রাখতে হবে, ১৫ বছর ধরে একটি স্বৈরাচার সরকার নির্দয়ভাবে রাষ্ট্রের

প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে নিজেদের লোকদের বসিয়ে রেখেছিল। ফ্যাসিবাদের দোসররা নানা কায়দায় রঙ ও বর্ণ পরিবর্তন করে বসার চেষ্টা করছে। এরা নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলার চেষ্টা করছে। এখনো কিছু জায়গায় স্বৈরাচারের দোসররা বেশ কয়েকটি জায়গায় বসেছে, তারা উইপোকার মতো অবস্থান নিয়েছে। এই উইপোকারা বট বৃক্ষ খেয়ে ফেলতে পারে।'

প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে সমাদৃত ভূমিকা নিয়ে দায়ি?ত্ব পালন করার কথা, কিন্তু স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রশাসন তারা তাকে টিকে রাখতে রক্ত ঝরা ভূমিকা পালন করেছে বলে এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'তারা যদি আবার রঙ পরিবর্তন করে প্রশাসন ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এসে বসে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ছাত্র জনতার যে আকাঙ্ক্ষা সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আয়নাঘর রহস্য

'ওরা কোমরের নিচে লাঠি দিয়ে পেটাতো আর বৈদ্যুতিক শক দিতো'

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : কয়েক বছরের আইনি লড়াইয়ের পর দাবি আদায় হওয়ায় শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক (বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা) ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে ১১০টি মামলা ২০২২ সালের ২৩ মে তুলে নেন প্রতিষ্ঠানটির ইউনিয়ন নেতা ও কর্মচারীরা। এর প্রায় এক মাস পর ৩০ জুন গ্রামীণ টেলিকম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ হাসানকে সাদা পোশাকধারী ২০-২৫ জন লোক তুলে নিয়ে যায়। তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে তারা।

সেইসঙ্গে তাদের নির্দেশ না মানলে ফিরোজের পরিবারের সবাইকে তুলে নিয়ে আসারও হুমকি দেওয়া হয়। তারা ফিরোজের একটি জবানবন্দি রেকর্ড করতে চেয়েছিল, যেখানে তিনি বলবেন যে মামলা তুলে নিতে শ্রমিকদের রাজি করানোর জন্য ইউনিয়ন নেতারা গ্রামীণ টেলিকমের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল।

মীণ টেলিকম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ হাসান। আয়নাঘরে ফিরোজের বন্দিদশা ছিল মাত্র সাত দিন। একই সময় বন্দি হন তার সহকর্মী ইউনিয়ন সভাপতি কামরুজ্জামান। তারা বলেন, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। তাদের আরও বাধ্য করা হয়, তারা যেন দাবি করেন টাকার বিনিময়ে গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপনে একমত হওয়ার পরে নোবেল বিজয়ী তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারে শ্রমিকদের বাধ্য করেছেন।

যেদিন ফিরোজকে তুলে নেওয়া হয় সেদিন সম্পর্কে তিনি বলেন, সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে রাতের খাবার খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তাদের নজরে আসে, দেড় বছরের বাচ্চার জন্য বাসায় দুধ নেই। খাওয়ার আগে বাচ্চার জন্য দুধ কিনতে বাসার পাশেই মিরপুরের ইসিবি চত্বরে একটি দোকানে যান ফিরোজ।

বাড়ি ফেরার পথে মুখোশধারীরা তার পরিচয় জানতে চায়। তারা ফিরোজের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং তাকে তুলে নিয়ে যায়। গাড়িতে উঠেই তার চোখ বেধে দেয়। ফিরোজ তাদের কাছে অনুরোধ করেছিল বাচ্চার দুধটা একটু বাসায় পৌঁছে দিতে। তারা দেয়নি।

এর কয়েক ঘণ্টা পর ফিরোজকে নেওয়া হয় একটি বন্দিশালায়। ফিরোজ জানতেন না যে এটাই সেই 'আয়নাঘর'। তার চোখ খুলে দেওয়া হয়। আয়নাঘরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ফিরোজ বলেন, আমি রাত না দিন বুঝতে পারিনি। এমনকি আজানও শুনিনি। যখন মেলামাইনের প্লেটে নাস্তা নিয়ে আসতো তখন বুঝতে পারতাম সকাল হয়েছে। ছোট্ট একটি সেলে থাকতেন ফিরোজ। ৩ ফুট চওড়া এবং ৬-৭ ফুট লম্বা ছিল। সেলের তিন দিকে কংক্রিটের দেওয়াল। একটি লাইট, একটি ফ্যান, একটি পানির বোতল এবং একটি কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেখানে। ফিরোজ বলেন, বাইরে থেকে কোনো আলো, শব্দ বা বাতাস তার কক্ষে পৌঁছায়নি। বাল্বটি সবসময় জ্বলতো। যখনই আমার টয়লেট ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো, আমি হাত বাড়াতাম, তখন একজন প্রহরী আসতো। আমি অনুমান করি তারা ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভির মাধ্যমে আমাকে পর্যবেক্ষণ করত। তারা আমার কোমর থেকে নিচে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড মারধর করত এবং একটি স্টিলের চেয়ারে হাত বেঁধে বসিয়ে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করত। আমি ভাবতাম যে কোনো দিন আমাকে হত্যা করা হবে, আমার পরিবারকে আর আমি দেখতে পাব না। সাত দিন নির্যাতনের পর ৬ জুলাই ভোরে ফিরোজকে ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সেখানে কামরুজ্জামানের সঙ্গে তার দেখা হয়। যিনি ফিরোজের মতো একই সময়ে আটক ছিলেন এবং একই রকম অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে যান। এরপর তাদের দুই জনকে জালিয়াতি ও আত্মসাতের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ডে নিয়ে ফিরোজ ও কামরুজ্জামানকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি হিসেবে একটি স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করতে বাধ্য করা হয়। ফিরোজ বলেন, সেই স্ক্রিপ্টের একটি অনুলিপি আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল। এরপর তার আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে প্রতিবারই তা নাকচ করে দিয়েছেন আদালত। ৯ মাস জেলে থাকার পর অবশেষে ২০২৩ সালের এপ্রিলে জামিন পান ফিরোজ।

ফিরোজ বলেন, এ ঘটনা এতদিন মুখ খোলার সাহস পাইনি ভয়ে। কিন্তু ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার পর সেই অন্ধকার সময়ের কথাগুলো সবাইকে বলার সাহস পাচ্ছি।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

আনসার সদস্যদের তাণ্ডব
দাবি আদায়ে জিম্মি কৌশল নিন্দনীয়

রাজধানীর সচিবালয় এলাকায় রোববার ঘটে গেল এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা। এদিন রাতে আনসার সদস্যদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পালটাপালটি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহসহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। পরে রাত ১০টার দিকে আনসার সদস্যরা সচিবালয় ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য, চাকরি জাতীয়করণসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন আনসার সদস্যরা। তবে রোববার সকাল থেকে তারা সচিবালয় ঘেরাও করলে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। জানা যায়, আন্দোলনের একপর্যায়ে আনসার সদস্যরা বাধা উপেক্ষা করেই সচিবালয়ে ঢুকে পড়েন।

পরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে বেশকিছু দাবি-দাওয়া প্রাথমিকভাবে মেনেও নেন। কিন্তু এরপরও বাইরে থাকা আনসার সদস্যরা অবরোধ না উঠিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে ভেতরে আটকা পড়েন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলমসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একাধিক উপদেষ্টা। পরে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সচিবালয়ে গেলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

বলা বাহুল্য, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হতে না হতেই যেভাবে নানা পক্ষ দাবি-দাওয়া নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, তা অনভিপ্রেত। আনসার বাহিনীর মধ্যে অধিকারগত নানা সমস্যা থাকতেই পারে। একটি নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশা প্রত্যেক পেশাজীবীর থাকাটাই স্বাভাবিক।

তাই বলে দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের নামে সচিবালয়ের কর্মীদের জিম্মি করার কৌশল ন্যক্কারজনক তো বটেই, অগ্রহণযোগ্যও। মনে রাখতে হবে, সচিবালয় থেকে পুরো দেশ পরিচালনা করা হয়। দাবি আদায়ের জন্য প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্রকে অচল করার চেষ্টা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

যে কোনো যৌক্তিক দাবি আদায়ের নির্দিষ্ট কিছু কৌশল ও পর্যায়ক্রমিক ধাপ থাকে। অপরপক্ষকে যৌক্তিকতার মাধ্যমে দাবি আদায়ে বাধ্য করাই থাকে মূল লক্ষ্য। কিন্তু জিম্মি করে দাবি আদায়ের চেষ্টা পরিস্থিতিকে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। আমরা আশা করব, সাংঘর্ষিক পথ পরিহার করে আনসার সদস্যরা ধৈর্যের পরিচয় দেবেন। দাবি আদায়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আন্তরিকতাকে সম্মান জানাবেন।

এ সরকারের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অনেক। রাষ্ট্র সংস্কারের যে লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, তা রাতারাতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়-এ কথাও প্রত্যেক নাগরিককে মনে রাখতে হবে।

একাত্তর ও চব্বিশের দুই স্বাধীনতা

সুমন পালিত

আমাদের সন্তানেরা- নতুন প্রজন্ম সমস্বরে বলছে তারা ৩৬ দিনের কঠিন লড়াই শেষে স্বাধীনতা এনেছে। প্রায় ৭০০ ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা। আমরা যারা প্রবীণ আমাদের স্মৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনও অটুট। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিও সমুজ্জ্বল। অনেকেই সন্তানদের এই দাবিকে ভিন্ন চোখে দেখছেন। কেউ কেউ ভাবছেন নতুন প্রজন্ম কি বাঙালির হাজার বছরের সেরা অর্জন একাত্তরের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করছে। মুক্তিযুদ্ধকে তারা কি দেখছেন খাটো করে?

আমরা যারা বাঙালির ২৩ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখেছি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, তাদের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনার দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একাত্তর আর সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা বিতর্কে। যারা ভাবেন আমাদের নতুন প্রজন্ম একাত্তরের মহান স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করছে- তাদের ভাবনায় আছে মস্তবড় এক ভুল। নতুন প্রজন্ম তাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার পর অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সে সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস শপথ নেওয়ার পর প্রথমেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে ছুটে গেছেন সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে। যে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে পড়েছিলেন বৃষ্টির কবলে। ৮৪ বছর বয়সি সরকারপ্রধান স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সেই বৃষ্টিকে তোয়াক্কা করেননি। শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে পিছু হটেননি। আশ্রয় নেননি নিরাপদ স্থানে কিংবা কারও ছাতার তলে।

নতুন প্রজন্ম জেনারেশন জেডের বসানো অন্তর্বর্তী সরকার অতি অবশ্যই এক সাংবিধানিক সরকার। আমাদের সংবিধানের শুরুতেই রয়েছে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের কথা। সহজেই বোধগম্য সাংবিধানিক কোনো সরকারের পক্ষে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার দূরের কথা পাশ কাটিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এ নিয়ে কথা হচ্ছিল বন্ধুদের সঙ্গে। এক বন্ধু ক্ষমতাচ্যুত দলের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি কথা প্রসঙ্গে প্রশ্নটি উঠতেই বললেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো বৈধতা নেই। কারণ সংবিধানে অনির্বাচিত কোনো সরকার গঠনের সুযোগ নেই। বন্ধুকে বললাম, কথাটি সত্যি। সংবিধানে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো বিধান নেই।

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগে বাধ্য হন। দেশ থেকে পালিয়ে যান তিনি। মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরাও গণরোষের মুখে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে আত্মগোপন করেন। দেখা দেয় এক সাংবিধানিক শূন্যতা। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চান। মহামান্য আদালত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতিকে। এ পরামর্শ মেনেই গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকারের উপদেষ্টারা শপথ নিয়েছেন সংবিধান মেনে। সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারেও তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফলে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের আনুগত্য নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। আর যারা দেশ পরিচালনার জন্য এ সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে- সেই নতুন প্রজন্ম তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়েছে লাল-সবুজ পতাকা হাতে নিয়ে। মাথায় বেঁধেছে লাল-সবুজ পতাকার শিরস্ত্রাণ। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, একাত্তরের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যারা অঙ্গীকারবদ্ধ, তারা ৫ আগস্ট বা তাদের ভাষায় ৩৬ জুলাইয়ের বিজয়কে স্বাধীনতা অর্জন বলে অভিহিত করছেন কেন? এটি কি একাত্তরের স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করার শামিল? এ প্রশ্নের একটাই জবাব- না। একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সে স্বাধীনতার কোনো তুলনা নেই। ৩০ লাখ মানুষের রক্ত আর দুই থেকে আড়াই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন আর ২৩ বছরের পাকিস্তানি দুঃশাসন শেষে বাংলাদেশের মানুষ অর্জন করেছিল ভৌগোলিক স্বাধীনতা। গোলামির শিকল ছিন্ন করে বিশ্বপরিসরে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে যে স্বাধীনতা তার সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা নেই।

একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষ অর্জন করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। পাশাপাশি অর্জিত হয়েছিল জনগণের স্বাধীনতাও। গত ৫৩ বছরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দৃশ্যত সমুন্নত থাকলেও জনগণের স্বাধীনতা বারবার বিঘ্নিত হয়েছে। যার অভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে পড়েছে বারবার জনগণের কাছে। নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানে সেনাশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতনের পর দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের লোভ-লালসা ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মনোভাবের কাছে বারবার জিম্মি হয়ে পড়েছে সে স্বাধীনতা। ২০০৯ সালে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে মহাজোট সরকার। কিন্তু এ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনকে প্রহসন বললেও কম বলা হবে। ভোটারদের বদলে পুলিশ ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা ভোটের ভাগ্য নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। সাধারণ মানুষ কিংবা বিরোধী দল সমর্থকরা দূরের কথা আওয়ামী লীগ সমর্থকরাও ভোটদানের অধিকার হারায়। দিনের ভোট আগের রাতে ব্যালট বাক্সে ভরে গণতন্ত্রের কফিনে পেরেক মারার ধৃষ্টতাও দেখায় পতিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের চেলা চামুন্ডারা। হত্যা, গুম, জেল-জুলুম নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আয়নাঘরে বন্দি হয়ে পড়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। কর্তৃত্ববাদীদের মুখে 'চেতনাবিষয়ক বাতচিত' মুক্তিযুদ্ধের মহিমান্বিত মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে। নজরকাড়া উন্নয়নের পাশাপাশি দেশজুড়ে চলে নজিরবিহীন লুণ্ঠন।

বাংলাদেশের ইতিহাস হলো ছাত্রসমাজের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস। জাতির সব মহৎ অর্জনে ছাত্রসমাজ ছিল সামনের কাতারে। ১৯৫২ সালে বুকের রক্ত ঢেলে তারা মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার অর্জন করেছিল। এর আগে কোনো জাতি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বুকের রক্ত ঝরায়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাড়ে চার বছরের মাথায় ছাত্রসমাজ উপলব্ধি করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার নামে তারা প্রতারিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি সেনাশাসক স্বঘোষিত ফি[] মার্শাল আইয়ুব খানের পতন ঘটে গণ অভ্যুত্থানে। যার নেতৃত্বে ছিল ছাত্রসমাজ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল মুখ্য।

স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের বদলে যখনই ফ্যাসিবাদ ও সেনাশাসনের অপচর্চা চলেছে রুখে দাঁড়িয়েছে ছাত্রসমাজ। নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানে তারাই ছিল পরিচালিকা শক্তি। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পৌনে ১৬ বছর ধরে দেশে কর্তৃত্ববাদের যে নগ্ন চর্চা চলেছে তার সামনে বিরোধী দলগুলো ছিল অসহায়। কোথাও প্রতিবাদের কথা উচ্চারিত হলেই দমন করা হতো শক্তভাবে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাসীনদের হিজ মাস্টার্স ভয়েসে পরিণত হয়েছিল। দেশে চালু হয়েছিল জঘন্য এক পরিবারতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় সম্পদ পরিণত হয়েছিল ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত সম্পদে। সংবিধানে উল্লিখিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রহসনে পরিণত হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে।

এ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে ছাত্রসমাজ। যার শুরু কোটা বা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে। শান্তিপূর্ণ এ আন্দোলনকে পাত্তা দেয়নি অপরিণামদর্শী শাসকগোষ্ঠী। আন্দোলন নিয়ে শুরু হয় তাচ্ছিল্য। ছাত্রদের রাজাকার বলার ধৃষ্টতাও দেখান পতিত প্রধানমন্ত্রী। নেত্রীর কথায় বেপরোয়া হয়ে ওঠেন তার সহযোগীরা। কাকের সঙ্গে তুলনা করা হয় এমন এক নেতা হুমকি দেন ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে তাদের ছাত্রলীগই যথেষ্ট।

ছাত্রসমাজ ফুঁসে উঠেছিল রাজাকার অভিধায়। কাউয়া কাদেরের হুমকি-ধমকি বারুদে আগুন লাগায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেওয়া ব্রিফিংয়ে এক পুলিশ কর্মকর্তার হতাশাজনিত বক্তব্যে বাস্তব অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে। তার ভাষ্য- গুলি করলে একজন মরে কিন্তু অন্য কেউ সরে না। ছাত্রলীগ ও পুলিশ গুলি, টিয়ারগ্যাস সাউন্ড গ্রেনেড চালিয়েও আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়। হেলিকপ্টার থেকেও চালানো হয় গুলিবর্ষণ। ছোড়া হয় টিয়ারগ্যাস। পুলিশ বিজিবি ব্যর্থ হলে নামানো হয় সেনাবাহিনী। জারি করা হয় কারফিউ। সেনাবাহিনী ছাত্র-জনতার রক্ত ঝরাতে অস্বীকৃতি জানালে কর্তৃত্ববাদের আয়ু প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ছাত্র-জনতার পাশে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নামে। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের পর এ বছরের জুলাইয়ে গড়ে ওঠে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য। পার্থক্য হলো কোনো দল নয়, নেতা নয়, ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় মহাজাগরণ। দেশের মানুষ দীর্ঘ পৌনে ১৬ বছর ধরে কথা বলার, মতপ্রকাশের, নিজেদের ইচ্ছামতো চলার যে স্বাধীনতা হারিয়েছিল তা অর্জিত হয় ৩৬ জুলাই বা ৫ আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের সুমহান জয়ে। মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীনভাবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মতো জনগণের স্বাধীনতাও সবচেয়ে বড় মানবাধিকার। জনগণের স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিপক্ষ নয়। বরং এ স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্থহীন। রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান নির্দিষ্ট ভূখন্ড নয়, মানুষ। মানুষ ছাড়া কোনো রাষ্ট্র কল্পনা করাও কঠিন। ছাত্র-জনতার আন্দোলন মানুষের কথা বলার, স্বাধীনভাবে চলার, যে অধিকার এনে দিয়েছে তাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। লাল-সবুজের পতাকাবাহী ছাত্রসমাজ তথা নতুন প্রজন্মের কাছেই জনগণের স্বাধীনতার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও নিরাপদ থাকবে- তার প্রমাণ ইতোমধ্যে মিলেছে। বাংলাদেশ এখন সব প্রতিবেশীর সঙ্গে মর্যাদা নিয়ে কথা বলছে। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ভারত ও পাকিস্তানের ছাত্রদের আইকন হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানে বাংলাদেশি পতাকা নিয়ে মিছিল করছে সে দেশের ছাত্রসমাজ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও কর্তৃত্ববাদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে আন্দোলন করছে ছাত্ররা। ঘুষ, দুর্নীতি ও বৈষম্যহীন দেশ গড়ার যে প্রেরণা ছাত্ররা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা পাড়ের সাহসী জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে তা অপরাজেয়। এটি বাস্তবায়িত হলে চব্বিশের পাশাপাশি একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদের আত্মাও শান্তি পাবে।

টিআইবির প্রস্তাব

একই ব্যক্তি সরকারপ্রধান ও দলীয় প্রধান থাকতে পারবেন না, মেয়াদ দুইবারের বেশি নয়

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : সংসদ বা নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একই ব্যক্তি যেন একইসঙ্গে সরকারপ্রধান (প্রধানমন্ত্রী), দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা থাকতে না পারেন সেই প্রস্তাব দিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সেই সঙ্গে একজন ব্যক্তি যেন দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন সেই প্রস্তাবও দিয়েছে সংস্থাটি। এছাড়া স্পিকারকে সংসদের অভিভাবক হিসেবে দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের নিজ দলের (অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট ছাড়া) সমালোচনা করা ও দলের বিপক্ষে ভোট দেয়ার সুযোগ দেয়া এবং রাজনৈতিক দলে দলীয় প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও পরিবারতন্ত্র বিলোপ করার প্রস্তাব দিয়েছে টিআইবি। বুধবার 'নতুন বাংলাদেশ: গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করণীয়' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব প্রস্তাব তুলে ধরেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। রাজধানীর মাইডাস সেন্টারে টিআইবি মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

টিআইবির দেয়া প্রস্তাবে আরও বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। এই রূপরেখায় দলীয় প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও পরিবারতন্ত্র বিলোপ করতে হবে এবং দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে তরুণ, নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিচার বিভাগে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ ক্ষমতায়িত নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন ও কার্যকর করতে হবে। উচ্চ ও অধস্তন আদালতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিসহ সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্বাধীন সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে বিচারপতি অপসারণের এখতিয়ার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা

রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন, অনিয়ম-দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশ, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থাসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করার জন্য ঢেলে সাজাতে হবে।

সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেকোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের কার্যক্রমের ওপর গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপ ও নজরদারি বন্ধ করতে হবে।

'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬'-এর ধারা ১৪ এবং 'আয়কর আইন ২০২৩'-এর ধারা ২ (৩১চ) বাতিলের সুপারিশ করে টিআইবি বলেছে, এই ধারাগুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বিশেষ করে মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণসহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩' বাতিল করার প্রস্তাব করে সংস্থাটি বলেছে, সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার চর্চা বন্ধ করতে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং প্রকৃত গণমাধ্যম হিসেবে পেশাগত সক্ষমতা ও সংস্কৃতি বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থ পাচার রোধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুদক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে সম্পৃক্ত করে স্থায়ী টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

টিআইবির প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে খসড়া 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন'-এ প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করতে হবে। বহুমুখী মানবাধিকার হরণের হাতিয়ার ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) বিলুপ্ত করতে হবে। এছাড়া ব্যাংক খাতে ঋণ জালিয়াতি, প্রতারণা ও অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, টিআইবি সরকারকে সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়ে এসব সুপারিশ তৈরি করেছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। একটি কর্তৃত্ববাদী শাসনের জায়গায় আরেকটি কর্তৃত্ববাদী শাসন যেন না আসে সেদিকে নজর দিতে হবে। তা না হলে ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা পূরণ হবে না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা।

তিনি বলেন, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে সেসব দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। বিগত সরকার যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি বলে অর্থ ফেরত আসেনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য আজ যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তা পূরণ করতে হলে তাদের কতটুকু সময় লাগবে সেটা বলা সম্ভব নয়। সেটা তারা নির্ধারণ করতে পারবেন। প্রত্যাশা পূরণের যে জনরায় নিয়ে এই সরকার এসেছে, তার জন্য যতটুকু সময় দরকার তা তাদের দেয়া উচিত।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

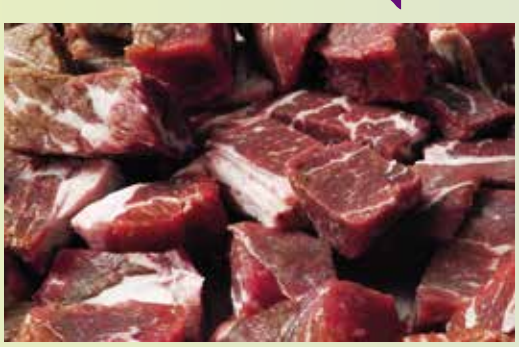

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

কার্ডিফে দারুল ক্বিরাতের ফলাফল ও পুরস্কার প্রদান

ব্রিটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরের জালালিয়া মসজিদে দারুল ক্বিরাত-২০২৪ এর ফলাফল,সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। গত ২৫ আগস্ট রবিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট ইউকের অনুমোদিত শাখা কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব লিলু মিয়ার সভাপতিত্বে, কার্ডিফ বাংলা অনলাইনের সম্পাদক ও শাখার শিক্ষক ক্বারী মোঃ মোজাম্মেল আলী ও মাওলানা আসাদুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান। সম্মানিত বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের নির্বাহী পরিদর্শক মাওলানা এনামুল হক। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন রাবে জামাতের শিক্ষার্থী খাদিজা আলী নুহা ও নাসির উদ্দিন,ছানি জামাতের ছাত্র মুহসীন আলী। নাশিদ পরিবেশন করেন হুমায়রা আলম, আব্দুল শাহিন ও সাইদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আনোয়ার, জালালিয়া মসজিদের ইমাম ও খতিব, শাখার নাজিম ও প্রধান ক্বারী মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন কার্ডিফ সাধারণ সম্পাদক হারুন তালুকদার, কাউন্সিলর দিলোয়ার আলী, ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সাংবাদিক মকিস মনসুর, মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মুহিবুর ইসলাম ও অন্যতম সদস্য আফজল খান, সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম,আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের সেক্রেটারি আনসার মিয়া, কমিউনিটি সংগঠক সেলিম আহমদ সহ প্রমুখ।

শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাবে জামাতের ছাত্র কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট নাবিল চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব কাপ্তান মিয়া, শাহজালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব কাজি মাওলানা ফয়জুর রহমান, ক্বারী নুরুল ইসলাম,আনহার মিয়া, সুজন মিয়া সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জামাতে সুরা থেকে রাবে পর্যন্ত পাঁচটি ক্লাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কিরাত , নাশিদ ও আজান প্রতিযোগিতায়

উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট,মেডেল ও ট্রফি হাতে তুলে দেন আগত অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক ও অভিভাবক গন। এসময় সনদ ও পুরস্কার পেয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দে মেতে ওঠতে দেখা যায়।

সভায় বক্তারা বলেন, দারুল কিরাত কোর্স কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধ ভাবে তেলাওয়াত শেখার এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান।এই কোর্স সম্পন্ন করার মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাদের কুরআন তেলাওয়াত সহীহ শুদ্ধ হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই কোর্সে সকলের সন্তানদের পাঠানোর অনুরোধ করা হয়।

বক্তারা দারুল কিরাত কর্তৃপক্ষ, মসজিদ কমিটি, অভিভাবক,দাতা সদস্য ও কমিউনিটির সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভবিষ্যতে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন এবং নব প্রজন্মের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার জন্যে গুরুত্বারোপ করেন। দারুল ক্বিরাতের লাইফ মেম্বারদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। দারুল কিরাতে উস্তাদগণ-মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মুকতাদির, প্রধানক্বারী ও নাজিম; হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, সহকারী নাজিম মাওলানা আসাদুল ইসলাম, ক্বারী মোজাম্মেল আলী, ক্বারি মাওঃ জুবায়ের আহমদ মিনহাজ, ক্বারি মোঃ কামরুল ইসলাম, ক্বারি মাওঃ মুজিবুর রহমান, হাফিজ ক্বারি জালাল উদ্দিন, হাফিজ ক্বারী মুশতাকুর রহমান মাছুম উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিছমিল্লাহ চ্যারিটি ইউকের পক্ষ থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের উদ্যোগ

বিছমিল্লাহ চ্যারিটি ইউকের পক্ষ থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের উদ্যোগ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ আগষ্ট সোমবার বিছমিল্লাহ চ্যারিটি ইউকের উদ্যোগে দক্ষিণ পশ্চিম ল–নের ব্রিক্সটন হিলের নিউ পার্ক রোডে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি ফয়সল আহমদ আখন্দের সভাপতিত্বে ও ট্রাষ্টি সৈয়দ আতিকুল হোসেনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা খান জামাল নুরুল ইসলাম ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মুবিন চৌধুরী। সভায় বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন হাফেজ ফরহাদ আহমদ, মো. শামসুল ইসলাম আখন্দ, ট্রাষ্টি হাজী এম এ সেলিম, সংগঠনের সহ সভাপতি মাহফুজ আহমদ, সহ সাধারন সম্পাদক দেলোওয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল বাছিত মাসুক, আব্দুল মালিক, মিজানুর রহমান, আব্দুল গনি, ফাহিম আহমদ প্রমুখ। অনলাইনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সায়েম রহমান। সভায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২ লাখ টাকার সাহায্য সামগ্রী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়া চ্যারিটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সৈয়দ আজিজুল ইসলাম এমবিই, সৈয়দ সুহেল এবং বন্যায় নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দোয়া করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

গ্রেটার চারখাই ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সামার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত

গ্রেটার চারখাই ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে লন্ডনের ভ্যালেন্টাইনস পার্কে 'চারখাই সামার ফেস্টিভ্যাল ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ আগস্ট রবিবার এর আয়োজন করা হয়। এতে বনভোজন ও বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিদেশের মাটিতে দেশীয় এই

মিলন মেলায় যুক্তরাজ্যের লন্ডন, বার্মিংহাম, ওয়েলস, পোর্টসমাউথ, স্কটল্যান্ড সহ বিভিন্ন শহর থেকে দুইশত এর অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

এই বছরের প্রতিযোগিতায় ছিলো বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন। পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজন করা হয়েছিলো দৌড়, হাড়ি ভাঙা , দড়ি টানাটানি সহ বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্ট। মহিলাদের জন্য ছিলো আলাদা কিছু ইভেন্ট, যেমন- বালিশ বদল ও হাড়ি ভাঙা , যা উৎসবের মেজাজে একটি আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি করেছিলো।

অন্যদিকে, বাচ্চাদের জন্যও ছিলো বিভিন্ন মজার এবং শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো দৌড় , দড়ি লাফ, চকলেট দৌড়

সহ প্রতিযোগিতা, এছাড়াও বাচ্চাদের মেধা যাচাইয়ের জন্য কুইজ প্রতিযোগীতা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়, যা তাদের সৃজনশীলতা এবং জ্ঞানার্জনের আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে।

পুরুষদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ ছিলো ফুটবল প্রতিযোগিতা, যেখানে ২টি দল অংশগ্রহণ করে তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করেছে। ফুটবল ম্যাচের উত্তেজনা পুরো মাঠজুড়ে দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছিলো। এই ম্যাচের বিজয়ী দলকে আকর্ষণীয় পুরস্কার সহ মেডেল প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিলো র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছিলো। পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছিলো আকর্ষণীয় কিছু উপহার, যা উপস্থিত সবাইকে আনন্দিত করেছে।

এই আয়োজনে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান চেয়ারপার্সন আব্দুল কুদ্দুস, জেনারেল সেক্রেটারি জয়নুল ইসলাম চৌধুরী। এসময় উপস্হিত ছিলেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হেলাল আহমেদ চৌধুরী, উপদেষ্টা বারিষ্টার কালাম চৌধুরী,জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, জাবেদ আহমদ চৌধুরী,সুমন আহমদ চৌধুরী ,শিব্বির আহমদ চৌধুরী,সরওয়ার হোসেন, শাহেদ আহমদ চৌধুরী,শামীম আহমদ চৌধুরী,জিবার হোসাইন, সুমন আহমদ, আমজাদ আহমদ চৌধুরী,মাহবুব হোসেন মবু ,ইএইচএন সভাপতি শাহজাহান লস্কর, বিশিষ্ট বাবসায়ী আজাদ বখত লুতু, বাহারুল আলম মাহমুদ, সহ এসোসিয়েশনের অনেক ভলান্টিয়ারবৃন্দ সবাইকে মজাদার খাবার পরিবেশন করেন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট এর প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন ও মিডিয়া বাক্তিত্ব মিছবাহ জামাল, ডঃ কামরুল হাসান, জাহাঙ্গীর চৌধুরী, তবিরুল ইসলাম হাবিব, শাহিদুল চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা শাহাব উদ্দিন হাওয়া টিভি , বাংলা টিভি , আইওন টিভির প্রতিনিধিরা ও বাংলাদেশ থেকে আগত অতিথি শাহেদ চৌধুরী সহ অনেক মহিলা অতিথিরা তাদের পরিবার ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পিকনিকে এসে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে অনেকে বলেন, গ্রেটার চারখাই ডেভোলাপমেন্ট এসোসিয়েশনের আয়োজনে পার্কে আনন্দ ভ্রমণ সত্যি একটি প্রশংসনীয়ে উদ্যোগ। তারা বলেন, বিশেষ করে গ্রেটার চারখাই এলাকার প্রবাসী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীর প্রতি সম্পর্ক বৃদ্ধি ও ভাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করাই হলো মুল উদ্দেশ্য। পরিশেষে চেয়ারপার্সন আব্দুল কুদ্দুস ও জেনারেল সেক্রেটারি জয়নুল ইসলাম চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ জানান আনন্দ ভ্রমণে অংশ নেয়ার জন্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জিসিএসই পরীক্ষায় লন্ডন ইস্ট একাডেমির অসাধারণ ফলাফল

লন্ডন, ২৬ আগস্ট ২০২৪: জিসিএসই পরীক্ষায় লন্ডন ইস্ট একাডেমির ছাত্ররা আবারও অসাধারণ ফলাফল অর্জন করেছে। এই ফলাফলে স্কুলের শিক্ষা উন্নয়নে গত পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটেছে।

এ বছর ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঁচটি জিসিএসইতে ৪ বা তার চেয়ে বেশি গ্রেড অর্জন করেছে, যার মধ্যে ৭৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি এবং গণিতসহ অন্যান্য বিষয়ে এই গ্রেড লাভ করেছে। তাছাড়া, ৪৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি এবং গণিত সহ পাঁচটি বা তার বেশি বিষয়ে গ্রেড ৫ বা তার বেশি অর্জন করেছে। পাঁচটি জিসিএসইতে গ্রেড ৪ বা তার বেশি অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের জাতীয় গড় হলো ৬৭.৪ শতাংশ । তুলনামূলক এই ফলাফল ছাত্রদের অসামান্য অর্জনকে তুলে ধরে, যারা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জাতীয় গড় ফলাফলকে ছাড়িয়ে গেছে।

গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হোসাইন শিপার, শিক্ষার্থীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই সাফল্য গত পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফসল। শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের একাডেমিক, মানসিক এবং বাস্তবমুখী সহযোগিতার ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে । আল্লাহ যেন এই ফলাফলে কল্যাণ দান করেন, যাতে এটি আমাদের এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে আরও মহান কিছু নিয়ে আসে।

এই ফলাফল আমাদের শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করা, অনুপ্রাণিত করা এবং ক্ষমতায়নের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে । আমরা তাদের এই অর্জনে অত্যন্ত গর্বিত। এই অর্জনে আমাদের স্টাফ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । আমরা আমাদের এই সাফল্যের যাত্রা অব্যাহত রাখতে বদ্ধ পরিকর। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

লন্ডনে ডাক্তার বাসুদেব কর্মকার সংবর্ধিত

ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে ঢাকাদক্ষিণের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবক ডাক্তার বাসুদেব কর্মকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত ২৫ আগষ্ট লন্ডনের চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

এতে ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি তছউর আলীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুর পরিচালনায় কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সহ সভাপতি মাওলানা আশরাফুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি, ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটি ভয়েস এর সভাপতি, সিজিই ক্যারম অ্যাসোসিয়েশন ইউকে সভাপতি সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, সহ সভাপতি ঢাকাদক্ষিণ কো- অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি দেওয়ান নজরুল ইসলাম, সহ সভাপতি গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডসের সাবেক সভাপতি তমিজুর রহমান রন্জু, সাবেক কাউন্সিলার আমিনুর রশিদ খান, এন্টারটেইনমেন্ট সম্পাদক রহিম উদ্দিন মুক্তা, প্রচার সম্পাদক ও গোলাপগন্জ হেল্পিং হ্যান্ডসের সাংগঠনিক সম্পাদক ময়নুল ইসলাম সদস্য ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকে সদস্য ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট আব্দুল কাদির, আশরাফ হোসেন শফি, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডসের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট রেদোয়ান হোসেন রেজা, হাওয়া টিভি'র সিইও রুমানা আনাম, সিজিই চেয়ারম্যান ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট জামালুর রহমান।

উপস্থিত ছিলেন ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকে এর সদস্য হেলাল আহমেদ, কামরুজ্জামান চাকলাদার, জাহাঙ্গীর বাদল, শামীম আহমেদ, মিনারা আলী ও তাহমিনা বেগম, ডাক্তার বাসুদেব কর্মকারের সহধর্মীনী আভা কর্মকার।

সভায় বক্তারা বলেন, ডাক্তার বাসুদেব কর্মকার ৪৩ বছর ধরে ঢাকাদক্ষিণে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি পূর্ব সিলেটের একজন মানবহিতৈষী ডাক্তার হিসাবে সমধিক পরিচিত। বিশেষ করে বিয়ানীবাজার, বড়লেখা, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, গোনাইনঘাট, ফেঞ্চুগঞ্জ বিশ্বনাথ ওসমানী নগর, বালাগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকার চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন। বি কর্মকারের রোগ নির্ণয় অত্যন্ত নিখুঁত। যাঁর কারণে এতো বছর ধরে একই জায়গায় বসে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্হাপন করেছেন। ডাক্তারী পেশাটা হচ্ছে মানবতার সেবা। তিনি একজন অত্যন্ত কমিটেড, সৎ মানবিক মানুষ। বিশেষ করে ইংল্যান্ড আমেরিকা, ফান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তার হিসাবে পরিচিত। সবার সঙ্গে আন্তরিক সুসম্পর্ক রয়েছে। গরীব অসহায় মানুষের জন্য সব সময় পাশে থেকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

খেলাফত মজলিস সারে শাখার দাওয়াতী মাহফিল

বন্যার্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ছারী শাখার দাওয়াতী মাহফিল গত ২১ আগস্ট মজলি ইসলামীক কালচারাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মাষ্টার ফজল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কুরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ জাহিদ হোসাইন।

মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ,মজলি ইসলামীক কালচারাল সেন্টারের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শামীম আহমদ,সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান, সহকারী বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নোমান হামিদী,লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান,ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, মাওলানা মামুন আহমদ।অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন সহ সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া,আলহাজ্ব সৈয়দ আরজুল ইসলাম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ, আলহাজ্ব শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া,মুহাম্মদ আসাদ ভুঁইয়া, প্রমুখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে পৃথিবীতে তার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। খলিফা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। খেলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। জীবনের সকল কাজ একনিষ্ঠ মনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য করা এবং আল্লাহর প্রিয় বন্দা হওয়ার চেষ্টা করা। দ্বীন ও ইসলামের প্রয়োজনে নিজেদের জান মাল দিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগের নাজরানা পেশ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকা। নেতৃবৃন্দ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

মাহফিলে নেতৃবৃন্দ ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, মৌলভীবাজার,হবিগঞ্জ সহ বন্যাকবলিত এলাকার বন্যার্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'

■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।

Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

কার্ডিফে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আবু বক্করের ইন্তেকাল

প্রবাসের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও কার্ডিফ মসজিদের সাবেক ট্রাস্টি মৌলভীবাজার জেলা সদরের কচুয়া গ্রামের প্রবীণ মুরুব্বী বিশিষ্ট সমাজসেবক

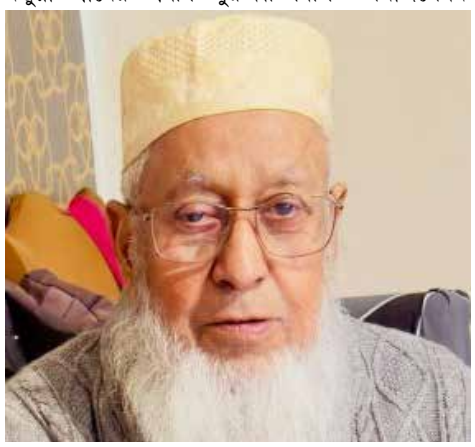

আলহাজ্ব আবু বক্কর (কটু মিয়া) কার্ডিফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। গত ১৯ আগস্ট সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৭ বছর। তিনি ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমের প্রথম জানাজা গত ২১ আগষ্ট বুধবার দুপুর আড়াইটায় কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ওয়েলস কার্ডিফ কমিউনিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, ইসলামিক, ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী ও বিশিষ্টনেরা উপস্থিত ছিলেন। জানাজায় ইমামতি করেন কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের ঈমাম ও খতীব বিশিষ্ট মাওলানা কাজি ফয়জুর রহমান।

জানাজার পূর্বে মরহুমের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় কমিউনিটিতে তাঁর নানা অবদানের কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন শাহজালাল মসজিদের সাবেক ট্রাস্টি আলহাজ্ব গোলাম মোহাম্মদ মোস্তফা, সাবেক ট্রাস্টি আব্দুল আহাদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মানিক মিয়া ও পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের ভাতিজা ও জামাতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর।

গত ২৩ শে আগস্ট শুক্রবার মরহুমের মরদেহ বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সে দেশে পাঠানো হয়। পরে মৌলভীবাজার জেলা সদরের কচুয়াস্থ নিজ বাড়িতে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে কচুয়া আল-মনসুর হাউসের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাজায় প্রচুর ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা উপস্থিত ছিলেন। জানাজার নামাজের ঈমামতি করেন- কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের সাবেক ঈমাম ও খতীব বিশিষ্ট মাওলানা আলহাজ্ব মোহাম্মদ বদরুল হক। দোয়া পরিচালনা করেন দারল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাষ্ট মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসার প্রধান কারী মাওঃ সিরাজুল ইসলাম মাসুক। এদিকে সমাজসেবক আলহাজ্ব আবু বক্করের রুহের মাগফেরাত কামনায় স্বজনরা সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। মরহুমের মৃত্যুতে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন মহানগর খেলাফত মজলিসের শিক্ষা সফর

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে এক শিক্ষা সফর গত ২১ আগষ্ট বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় সকাল ১০ টায় ফোর্ডস্কয়ার মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও দোয়ার মাধ্যমে দিন ব্যাপী শিক্ষা সফরের অনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন ও দোয়া পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ।শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে মজলি ইসলামীক কালচারাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত দাওয়াতী মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ।বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মজলি ইসলামীক কালচারাল সেন্টারের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শামীম আহমদ।

অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সমাজকল্যাণ মাওলানা আজিজুর রহমান, সহকারী বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নোমান হামিদী, সারে শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মাষ্টার ফজল উদ্দিন, লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন, মাওলানা মামুন আহমদ, সহসাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ, আলহাজ্ব শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া, প্রমুখ।

শিক্ষা সফরে কুরআন তিলাওয়াত, নাশিদ, বিষয়ক ভিত্তিক আলোচনা,দাওয়াতী মাহফিল,গারসন ফ্রুট ফার্ম, হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস এবং পার্ক পরিদর্শনসহ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ছিল। পরিশেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। মোনাজাত করেন শায়খ মাওলানা

সংবাদ সম্মেলনে ফ্রি সাঈদী ফেডারেশন ইউকের দাবি

আল্লামা সাঈদীকে চিকিৎসার নামে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে

বিশ্ব নন্দিত মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে চিকিৎসার নামে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট সোমবার হোয়াইটচ্যাপেলে সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেছে ফ্রি আল্লামা সাঈদী ফেডারেশন ইউকে। সংবাদ সম্মেলনে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে 'স্বৈরশাসক আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার ক্যাঙ্গারু' ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে দেয়া প্রহসনের বিচারের রিভিউ ও পরিকল্পিত হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবিও জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফ্রি আল্লামা সাঈদী ফেডারেশন ইউকের সমন্বয়ক হাজী আব্দুল মান্নান, আশরাফুল ইসলাম, আখতার হোসাইন কাওসার ও মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গণতন্ত্র, মানুষের মতপ্রকাশের অধিকার,সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিংবা মানুষ হিসেবে জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার বিগত প্রায় ১৬ টি বছর কতটুকু ছিল সেটার জীবন্ত সাক্ষী আপনারা। আমরা তখন কথা বলতে পারিনি ! কারণ অভিযোগ যেখানে জানাবো সেই বিচার বিভাগই ছিল খুনি এবং লুটেরা চক্রের সহযোগী। বিচারপতি বিদেশ থেকে লিখিয়ে আনতো রায়! কিছু মানবতাহীন আইনজীবীদের জুলুম করার স্থান ছিল বিচারের জায়গা আদালতে। দেশের নতুন প্রজন্মের বিপ্লবী ছাত্রসমাজ ও মুক্তিকামী জনতার গণবিপ্লবে আমরা আজ মুক্ত। দেশ যেন দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করলো আর গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকামী জনগণ পেলো প্রাণখুলে কথা বলার নতুন পথ! গণতন্ত্র রক্ষার বীর সৈনিক ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অগ্রসৈনিক শহীদ আবু সাঈদসহ সকল শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাদের শহীদ হিসেবে কবুল করুক। তাদের পরিবারকে সবর করার তৌফিক দিন। আহত সবাইকে সুস্থতা দান করুক।

আল্লামা সাঈদীকে চিকিৎসার নামে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে হয়েছে উল্লেখ

করে বলা হয়, আপনারা জানেন বিশ্ব নন্দিত মুফাসসিরে কোরআন, কারা নির্যাতিত মজলুম জননেতা আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে স্বৈরশাসক আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার ক্যাঙ্গারু ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে কি ভাবে শাস্তির নামে বানোয়াট একটি বিচার করেছে।পৃথিবীর ইতিহাসে এমন প্রতারক আদালত কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই, যেখানে তদন্ত মিথ্যা, সাক্ষী মিথ্যা, এবং সাজাও দেয়া হয় মিথ্যা ও অন্যায়ের উপর ! আল্লামা সাঈদীকে তারা শেষ মুহূর্তে চিকিৎসার নাম হত্যা করেছে। আমরা এর বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। সেই সাথে বিশ্ব বরেণ্য একজন আলেমেদ্বীনকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে যে ভাবে খুনি বানিয়ে দীর্ঘ প্রায় একটি যোগ জেলে বন্ধি রেখেছিলো আমরা সেই বিচারের পূর্ণাঙ্গ রিভিউ চাই। আমরা শতভাগ বিশ্বাস করি দলবাজ, মনুষত্বহীন কথিত বিচারপতি আর এখন নেই। আমরা আল্লামা সাঈদীকে যুদ্ধাপরাদের বিচারে নিরাপরাধ প্রমান করতে চাই। আপনাদের মাধ্যমে বিবেকবান বিশ্ব সম্প্রদায়কে জানাতে চাই আল্লামা সাঈদীকে জেল দিয়ে ভয়াবহ অন্যায় করা হয়েছে। এর সামান্য কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি।ক্যাঙ্গারু কোর্টে বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা আপিল আবেদনের লিখিত রায়ে বলেছেন, রাষ্ট্রপক্ষ মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। আসামি পক্ষ সফলভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে তিনি রাজাকার বাহিনী এবং শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন না ও কোনো অপরাধ করেননি। আসামি পক্ষ আরো প্রমাণ করতে পেরেছে যে, ঘটনার সময় তিনি পিরোজপুর ছিলেন না, যশোর ছিলেন। বিচারপতি আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা রায়ে লিখেছেন ১৯৭১ সালে তিনি রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন এবং এ হিসেবে তিনি বিভিন্ন অপরাধ করেছেন মর্মে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা প্রমাণের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রপক্ষের। কিন্তু তারা তা প্রমাণ করতে পারেনি। রায়ে তিনি আসামি পক্ষের আপিল আবেদন গ্রহণ করে মাওলানা সাঈদীকে সব অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দিয়ে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। অপর দিকে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। বিচারপতি আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা আল্লামা সাঈদীকে খালাসের পক্ষে দীর্ঘ রায়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্য, অন্যান্য তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে যুক্তি তুলে ধরেছেন।

২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মাওলানা সাঈদীকে আমৃত্যু কারাদ– দেন। সে সময়কার প্রধান বিচারপতি মো: মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে এ রায় দেন। ৬১৪ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় মূলত লিখেছিলেন বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (সাবেক প্রধান বিচারপতি) এবং বিচারপতি আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা। বেঞ্চের অপর সদস্য তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মো : মোজাম্মেল হোসেন, বিচারপতি এ এইচ এম শাসসুদ্দীন চৌধুরী (বর্তমানে অবসরে) এবং বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিক বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার রায়ের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন। মাওলানা সাঈদী ১৯৭১ সালে পিরোজপুরে সংঘটিত অপরাধ স্থলে ছিলেন না। তিনি ১৯৭১ সালের আগে থেকেই যশোর নিউ টাউনে ভাড়া থাকতেন। এপ্রিলে তিনি ধানঘাটা হয়ে মহিরনের সদরুদ্দীন পীর সাহেবের বাড়িতে যান। এরপর সেখান থেকে পীরের শিষ্য দোহাখোলা রওশন আলী মাওলানা সাঈদীকে তার বাড়িতে নিয়ে রাখেন সপরিবারে। আসামিপক্ষের দাবি পিরোজপুরে সংঘটিত অপরাধের সাথে পাকিস্তান আর্মি, রাজাকার এবং শান্তি কমিটির সদস্যরা জড়িত ছিল, মাওলানা সাঈদী নন।বিচারপতি ওয়াহ্হাব মিঞা তার রায়ে এ তথ্য তুলে ধরে বলেন, আসামিপক্ষ তাদের দাবি প্রমাণে সক্ষম হয়েছে। আদালত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ন্যায় পরায়ণ মানুষ জানেন আল্লামা সাঈদী নির্দোষ ছিলেন এবং বিচারপতি আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা আল্লামা সাঈদীকে সততার সাথে নির্দোষ হিসেবে তাঁর রায় দিয়েছিলেন কিন্তু বাকি বিচারপতিরা শেখ হাসিনার লিখে দেয়া গোলামীর রায় দিয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছে !

নিরাপরাধ মানুষের উপর যে জুলুম করা হয়েছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে বলা হয়, দেশ থেকে জালিম সরকার পালিয়ে গেছে। আল্লামা সাঈদী (রহ.) আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এক বছর আগে। একজন নিরাপরাধ মানুষের উপর যে জুলুম করা হয়েছে আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। তাঁকে যে দিন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সে দিনের চিকিৎসার যাবতীয় তথ্য জাতির সামনে প্রকাশ করতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। যে ডাক্তার উনার চিকিৎসা করেছে সে ছাত্রলীগ নেতা এবং তার কারনে আল্লামা সাঈদীর পরিবারের কেউ কাছে যেতে পারেননি। ঐ ডাক্তার যে উনাকে কোন না কোন ভাবে হত্যা করেছে সেটার অনেক আলামত পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা এর বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই।

সড়কের জমি দখল করে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রীর বাগানবাড়ি!

সিলেট প্রতিনিধি, ৩০ আগস্ট ২০২৪: নিজের পৈতৃক ভিটা মায়ের নামে করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দান করে মহাসড়কের আংশিক ভূমি দখল করে বেআইনিভাবে

বাগানবাড়ি বানানোর অভিযোগ উঠেছে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নানের বিরুদ্ধে। সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী শান্তিগঞ্জ উপজেলা সদরে সাবেক মন্ত্রীর মালিকানাধীন হিজলবাড়িটি নির্মাণের ক্ষেত্রে মহাসড়ক আইন, ২০২১ এর লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা।

আইনের ৯ ধারার ১১ উপধারায় বলা আছে, 'মহাসড়কের সংরক্ষণ রেখার মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা যাইবে না।' আইনে 'সংরক্ষণ রেখা' বলতে মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ভূমির প্রান্তসীমা হতে ১০ (দশ) মিটার অথবা সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত রেখা বুঝানো হয়েছে?

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নানের হিজলবাড়ির অবস্থান সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের একেবারে কাছ ঘেঁষা। সড়ক থেকে বাড়িটির দূরত্ব ২ থেকে ৩ ফুট। সড়কের পাশে স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে ১০ মিটার বা ৩৩ ফুটের বাইরে নির্মাণের যে বাধ্যবাধকতা এ ক্ষেত্রে সেটি লঙ ঘন করা হয়েছে। আইনের প্রয়োগ হলে পুরো বাড়িটিই উচ্ছেদ করতে হবে সড়ক ও জনপথ বিভাগকে।

আইনজ্ঞদের অভিমত, মহাসড়কের এপ থেকে ১০ মিটার বা প্রায় ৩৩ ফুটের ভিতরে নির্মিত সব ধরনের স্থাপনা অবৈধ। আইন অনুযায়ী এ জাতীয় স্থাপনা উচ্ছেদে সড়ক ও জনপথ বিভাগের আশু ব্যবস্থা নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যথায় তারাও আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হবেন।

পরিবেশ আন্দোলনকর্মী সালেহিন চৌধুরী শুভ বলেন, তিনি ভদ্র ও সজ্জন হিসেবে পরিচিতি পেলেও রাষ্ট্রীয় ভূমির উপর নিজ বাড়ি নির্মাণ করে আইন লঙ্ঘন ছাড়াও একজন লোভী মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন।

সুনামগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আশরাফুল ইসলাম প্রামাণিক বলেন, আসলে অনেক ক্ষেত্রেই মহাসড়ক আইনের প্রতিপালন হয় না। সাবেক মন্ত্রীর বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে আইনের ব্যত্যয় হয়েছে কি না আমরা সার্ভেয়ার পাঠিয়ে মাপজোক করে দেখব। এ ক্ষেত্রে আইনের লঙ্ঘন হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আত্মগোপনে থাকায় প্রতিবেদনে সাবেক মন্ত্রী এমএ মান্নানের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ

সাবেক পরিবেশমন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে দুদক

সিলেট প্রতিনিধি, ৩০ আগস্ট ২০২৪: বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক পরিবেশ বন ও জলবায়ুমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) দুদকের জনসংযোগ দপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

দুদক সূত্র জানায়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধেও দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। তিনি ও তার যুক্তরাজ্য প্রবাসী ছেলে জাকির হোসেন জুমন বিশ্ব ব্যাংকের ০৫ বছর মেয়াদি ১ হাজার ৫০২ কোটি টাকার 'সুফল প্রকল্প' থেকে ১০% কমিশন নিয়ে ঠিকাদারদের কাজ প্রদান করেছেন এবং বিভিন্ন খাতে ভুয়া খরচ দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

আন্দোলনের মুখে সিলেটের দুই কলেজ অধ্যক্ষের পদত্যাগ

সিলেট প্রতিনিধি, ৩০ আগস্ট ২০২৪: আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করেছেন সিলেটের দুই কলেজ অধ্যক্ষ। গত ২৫ আগস্ট রোববার ঢাকা দক্ষিণ সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এরশাদ আলী ও ক্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হুসনে আরা বেগম পদত্যাগ করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সরকারি কলেজের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, ১ আগস্ট ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এরশাদ আলী কলেজে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের দোসরদের নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে সভা করেছেন। এ ছাড়া অধ্যক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে পোস্ট করেন বলে শিক্ষার্থীরা

অভিযোগ করেন। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষ এরশাদ আলীর পদত্যাগ দাবি করেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে কলেজ ত্যাগ করেন।

এদিকে, কয়েক দিন ধরে ক্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করে আসছে। আজ রোববার সকাল থেকে আন্দোলন প্রকট আকার ধারণ করে। সকাল থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষকে তাঁর কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে দুপুর ১২টার দিকে বাধ্য হয়ে হুসনে আরা বেগম অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি নেন।

এদিকে, ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে ক্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের অঙ্কের শিক্ষক দীপক চৌধুরী বুলবুল ক্যাম্পাস থেকে দৌড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় কিছু শিক্ষার্থী মারমুখী হলে অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে আগলে রিকশায় তুলে দেন।

সিলেটে আরও পাঁচটি হত্যা মামলা

প্রধান আসামি সাবেক নুরুল ইসলাম নাহিদ

সিলেট প্রতিনিধি, ৩০ আগস্ট ২০২৪: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতের ঘটনায় সিলেটের বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জে তিন দিনে আরও পাঁচটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে পৃথক এ পাঁচটি মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদকে। এর বাইরে ২৩ আগস্ট গোলাপগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছিল। সেটিরও প্রধান আসামি করা হয়েছিল নুরুল ইসলাম নাহিদকে।

নতুন মামলাগুলোর মধ্যে গোলাপগঞ্জ থানায় তিনটি মামলা হয়েছে। ৪ আগস্ট গোলাপগঞ্জে ছাত্র-জনতার সঙ্গে পুলিশ, বিজিবি, আওয়ামী লীগসহ অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে সাতজন নিহত হন। এসব ঘটনায় এই থানায় নতুন তিনটিসহ মোট চারটি মামলা হলো।

এর মধ্যে ওই দিন গোলাপগঞ্জের ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নে সংঘর্ষে ছানি আহমদ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ওই ইউনিয়নের শিলঘাট এলাকায় তাঁর বাড়ি। ছানির বাবা কয়ছর আহমদ বাদী হয়ে গোলাপগঞ্জ থানায় আজ মঙ্গলবার সকালে হত্যা মামলা করেছেন। মামলায় নুরুল ইসলাম নাহিদসহ ১১৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা ৮০-৯০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

একই থানায় গত ২৬ আগস্ট সোমবার রাতে আরেকটি হত্যা মামলা হয়েছে। এই মামলায় বাদী হয়েছেন গুলিতে নিহত ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের দত্তরাইল গ্রামের মিনহাজ উদ্দিনের বড় ভাই সাঈদ আলম। মামলার প্রধান আসামি নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ ছাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) অভিজিৎ চৌধুরী, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মঞ্জুর কাদির

শাফি, সাবেক পৌর মেয়র আমিনুল ইসলামসহ ৫৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গত রোববার রাতে গোলাপগঞ্জ থানায় আরেকটি হত্যা মামলা হয়েছে। এই মামলার বাদী গুলিতে নিহত ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের নিশ্চিন্ত গ্রামের নিহত নাজমুল ইসলামের স্ত্রী খাদিজা মাহিরুল। তাঁর মামলায় নুরুল ইসলাম নাহিদকে প্রধান আসামি করে উপজেলার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মঞ্জুর কাদির শাফি, পৌর মেয়রসহ ১১৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে ১০০-১১০ জনকে।

গোলাপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মোহাম্মদ আব্দুন নাসের বলেন, চারটি হত্যা মামলা আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

এদিকে সোমবার বিয়ানীবাজার থানায় দুটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। এই মামলার বাদী ৫ আগস্ট গুলিতে নিহত ময়নুল ইসলামের স্ত্রী শিরিন বেগম। এতে প্রধান আসামি নুরুল ইসলাম নাহিদ, সিলেট জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন খান, বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আতাউর রহমান খান, আরেক সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম, জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আব্বাস উদ্দিনসহ ২৮ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৮০-৯০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

৫ আগস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে আরেক নিহত রায়হান উদ্দিনের বড় ভাই বোরহান উদ্দিন বাদী হয়ে সোমবার আরেকটি মামলা করেছেন। এ মামলায় নুরুল ইসলাম নাহিদ, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন খানসহ ৩০ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা ৭০-৮০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

বিয়ানীবাজার থানার ওসি অকিল উদ্দিন আহম্মদ

সিলেট বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগের দুই নেতা আটক

সিলেট প্রতিনিধি, ৩০ আগস্ট ২০২৪: সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। গত ২৬ আগস্ট সোমবার রাত পৌনে নয়টার দিকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শামীম আহমদ ও প্রচার সম্পাদক আবদুর রহমান জামিল। আবদুর রহমান জামিল রেড ক্রিসেন্ট সিলেট শাখারও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে আওয়ামী লীগের ওই দুই নেতা সৌদি আরব যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে যান। রাত পৌনে নয়টার দিকে ইমিগ্রেশনে গেলে তাঁদের আটক করা হয়। পরে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর থেকে সিলেট মহানগর পুলিশকে জানানো হয়।

সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নুনু মিয়া বলেন, আটক দুজনকে থানায় আনার প্রক্রিয়া চলছে। তাঁদের কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, মামলার বিষয়টি তাঁরা দেখছেন।

চুরি-পাচার শেখ হাসিনার : দায় শোধের ভার অন্তর্বর্তী সরকারের!

রিন্টু আনোয়ার

পতিত সরকারের দুর্নীতি-অনিয়ম ও অর্থপাচারে দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক, রাজস্ব আহরণ, রফতানি বাণিজ্য, ডলার সঙ্কট ও রিজার্ভ পরিস্থিতি ভয়াবহ। ঋণের পর্বত, লুটপাটের ক্ষত, দুর্নীতির বোঝা, পাচারের তেজ, রিজার্ভ বিপর্যয়সহ নানা ঘা রেখে কেবল ছোটবোনকে নিয়ে পালিয়ে জানে বেঁচেছেন শেখ হাসিনা। পরিবারের বাদবাকিদের পাঠিয়ে দিয়েছেন আরো আগে। তার কাছে পরিবারই আওয়ামী লীগ, তারাই বাংলাদেশ। যা বিশ্বের ইতিহাসে রেকর্ড। ছলে বলে অপজিশনকে নিপীড়ন, দলীয় নেতাকর্মীদের উচ্ছিষ্ট খাইয়ে টানা ১৫ বছরে অবিরাম ঠগবাজির চাতুরিতে দেশের যত সর্বনাশ করা যায়, তার একটিও বাদ দেনটি তিনি। উন্নয়নের নামে মেগা প্রকল্পে চলেছে মেগা লুটপাট। নানা ঘটনায় আরো স্পষ্ট ছিল উন্নয়নে নয়, প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছিল লুটপাটের উদ্দেশ্যে।

অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে ঋণের টাকার বড় অংশ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নানা প্রক্রিয়ায় একটি চক্রকে দিয়ে চালানো হয়েছে পাচারের কাজটি। শেখ হাসিনা সরকারের টপ টু বটম কমবেশি এই কর্মে লিপ্ত ছিল। বিদেশী একটি গণমাধ্যমে এসেছে, লুটপাট-দুর্নীতি অনিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রকল্পের অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। স্বয়ং শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আত্মসাতের অঙ্কই প্রায় ৫৯ হাজার কোটি টাকা।

পালানোর সময় তিনি বাংলাদেশের জনগণের ঘাড়ে রেখে গেছেন ১৮ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ। এখন তা সামলানোর সরাসরি দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের। বড়জোর একটু সময় নেয়া যাবে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের ক্ষমতারোহণের সময় দেশী-বিদেশী ঋণের স্থিতি ছিল দুই লাখ ৭৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। ১৫ বছরে তা ১৫ লাখ ৬০ হাজার কোটিতে এনে ভেগেছেন। সুদ-আসলে এ ঋণ শোধের দায় এখন বর্তাবে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ব অর্থনীতির এক বরেণ্যজন। তার সোস্যাল বিজনেসে ধন্য সুদূরের যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিকট দেশ ভারত পর্যন্ত। তার থিওরি কাজে লাগিয়ে তারা নিজ নিজ দেশে বেনিফিশিয়ারি। সেই ব্যক্তি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হয়ে এখন কঠিন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি। বিগত সরকারের কুকীর্তির ভার তার ওপর।

দুই বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা অসহনীয়। এ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমাগত কমেছে। ডলার-সঙ্কটে স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়েছে ৩০ শতাংশের বেশি। খেলাপি ঋণ বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণের পাশাপাশি চলেছে বিতর্কিত আট-১০টি বণিকগোষ্ঠীর হরদম লুটপাট। ব্যাংক খাতে যারা 'থাবা বাবা' নামে পরিচিত। এদের কুকর্মের জেরে বর্তমানে কয়েকটি ব্যাংক বেঁচে আছে বিশেষ ব্যবস্থায়। প্রকল্পের অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে ঋণের টাকা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পাচারের ঘটনাও ছিল পরিকল্পিত।

আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাজেট সহায়তায় বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ঋণ নেয়। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় জাপান, চীন, রাশিয়া ও ভারতের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি ঋণ নেয়া হয়েছে। পাবলিক ও প্রাইভেট মিলিয়ে ২০১৭ সালের শেষে বাংলাদেশের সার্বিক মোট ঋণ ছিল ৫১ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে এটি পৌঁছে ১০০ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলারে।

অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী উৎস থেকে সরকারের নেয়া ঋণের পরিমাণ বেশ ক'বছর ধরে ক্রমে বাড়ছে। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে এ ঋণ নিয়েছে সরকার। ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণের মধ্যে একটি উৎস হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক, আরেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের অর্থ হচ্ছে টাকা ছাপানো। এতে বাজারে টাকার সরবরাহ বেড়ে যায়, যা উসকে দেয় মূল্যস্ফীতি। দেশী ও বিদেশী দুই ধরনের ঋণের প্রতি ঝুঁকেছিল সদ্য পতিত স্বৈরাচার সরকার। শেষ ছয়-সাত বছরে দ্রুত হারে উভয় ধরনের ঋণ নেয়া বেড়েছে। বেশি বেড়েছে দেশী ঋণ। নিজস্ব অর্থায়নে বলে প্রচার চালানো হলেও পদ্মা সেতুও বিদেশী ঋণ নিয়ে হয়েছে। সামনে আসছে ঋণ পরিশোধের চাপ।

আগামী বছরের পর থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুদ দেয়া শুরু করতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-ইআরডি তথ্য অনুযায়ী, ১৫ বছরে বিদেশী ঋণের বোঝা বেড়েছে তিনগুণের বেশি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদেশী ঋণের পরিমাণ ছিল দুই হাজার ৮৫ কোটি ডলার। আওয়ামী লীগ সরকার কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পাশাপাশি রেল ও বিদ্যুৎ খাতে ভারত, চীন, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশের কাছ থেকে কঠিন শর্তের ঋণ নেয়। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে অর্থাৎ গত জুন মাস শেষে সরকারের পুঞ্জীভূত বিদেশী ঋণ দাঁড়ায় ছয় হাজার ৭৯০ কোটি ডলারে। সে হিসাবে বর্তমানে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মাথার ওপর গড়ে ৪০০ ডলারের মতো বিদেশী ঋণের বোঝা।

আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাজেট সহায়তায় বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ঋণ নেয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় জাপান, চীন, রাশিয়া ও ভারতের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছে এবং নিচ্ছে। পাবলিক ও প্রাইভেট মিলিয়ে ২০১৭ সালের শেষে বাংলাদেশের সার্বিক মোট ঋণ ছিল ৫১.১৪ বিলিয়ন ডলার ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে এটি ১০০.৬৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধির সাথে সাথে এর সুদ এবং আসল পরিশোধের পরিমাণ প্রতি বছর বাড়ছে। এর কী ভয়ানক জেরে পড়তে পারে, এ সম্পর্কে শেখ হাসিনার সরকারকে বারবার সতর্ক করেছেন অর্থনীতিবিদরা। কিন্তু সরকারের দিক থেকে তাদের বিএনপি-জামায়াতের চর চি[] দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে। তাদের দমানো গেলেও তথ্য চাপা রাখা যায়নি। বাংলাদেশ কার কাছে কতটা ঋণ রয়েছে সেই বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ওয়েবসাইটে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ডাটা পাওয়া যায়।

এ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক ঋণ ছিল ৫৫.৬০ বিলিয়ন ডলার। এই ঋণের অর্ধেকের বেশি ৫৭ শতাংশ হলো বিশ্বব্যাংক ও এডিবির কাছে। আর দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে ঋণ করেছে তার মধ্যে জাপান, রাশিয়া, চীন ও ভারত- এ চারটি দেশ প্রধান। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির বেলায় বাংলাদেশের দেনা সবচেয়ে বেশি জাপানের কাছে। পরিমাণ ৯.২১ বিলিয়ন ডলার। এরপরই রাশিয়ার কাছে ৫.০৯ বিলিয়ন, চীনের কাছে ৪.৭৬ বিলিয়ন এবং ভারতের কাছে ১.০২ বিলিয়ন ডলার ঋণী বাংলাদেশ। বর্তমানে এ ঋণ আরো অনেক বেশি। কারণ ইআরডির তথ্যে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরে ২০২৩-এর জুলাই থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৫৬৩ কোটি ডলার ঋণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এডিবি থেকে ১৪০ কোটি এবং বিশ্বব্যাংক থেকে ৯৬ কোটি ডলার নিয়েছে বাংলাদেশ। একই সময়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় জাপান থেকে ১৩৫ কোটি, রাশিয়া থেকে ৮০ কোটি, চীন থেকে ৩৬ কোটি, ভারত থেকে ১৯ কোটি এবং অন্যান্য উৎস থেকে ৫০ কোটি ডলার ঋণ নেয়া হয়েছে। এসবের পুরো চাপ এখন ইউনূস সরকারের ঘাড়ে। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের দেনার দায় এখন দেশকে, দেশের প্রতিটি নাগরিককে, বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারকে নিতে হবে। প্রকারান্তরে বিদেশী ঋণের সমস্ত দায় শেষ পর্যন্ত জনগণের কাঁধে পড়ে। জনগণের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আদায় করে সরকারের আয় বাড়াতে হবে। এখন মাথাপিছু ঋণ দেড় লাখ টাকার মতো। কিছুদিন আগে এটি এক লাখ টাকার মতো ছিল। সরকারকে কোনো না কোনোভাবে প্রত্যকের কাছ থেকে তা আদায় করতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের আরেকটি অন্যতম বড় কাজ হলো রাষ্ট্রের ভেতর থাকা দুর্বৃত্ত চক্র ও দুর্নীতিবাজদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা। অতীতে সব সরকার দুর্নীতিকে রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। কখনো দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি। সবসময় বিরোধী মতকে চাপে ফেলতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে ব্যবহার করেছে। এবার অবশ্য দেশবাসীর প্রত্যাশা পক্ষকাল আগে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার নিরপেক্ষভাবে দুর্নীতিবাজদের ধরবে।

জুলাই বিপ্লবের পর নতুন সরকার হত্যার বিচারে এখন সবচেয়ে বেশি মনোযোগী। আশা করা যায়, কিছু দিনের মধ্যেই দুর্নীতির ব্যাপারেও কঠোর পদক্ষেপ নেবে সরকার। যদিও এখন পর্যন্ত গত ১৫ বছরে লুণ্ঠনের জন্য কোনো কমিশন হয়নি। হয়নি শ্বেতপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত! পুনর্গঠন করা হয়নি দুর্নীতি দমন কমিশন। অচিরে এসব গঠনে মনোযোগ দেবে সরকার এটা সবার প্রত্যাশা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র বিপ্লবের ফসল ঘরে তুলতে হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিকল্প নেই।

মনে রাখতে হবে, জুলাই হত্যাকাণ্ড এবং ১০ বছরের দুর্নীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। কেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এভাবে পৈশাচিক কায়দায় দমনের অপচেষ্টা করেছিল পতিত সরকার? কারণ সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। জনগণের ক্ষোভ-দুঃখ-বেদনা সরকারের কাছে পৌঁছানোর সব দরজা ছিল বন্ধ। সরকার কেন জনবিচ্ছিন্ন হলো? কারণ গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সরকার দেশ শাসন করেছিল বৈধ ম্যান্ডেট ছাড়া, ভোট ছাড়া। বিভিন্নভাবে কূটকৌশলে তারা 'ক্ষমতা' চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিল। ক্ষমতায় আজীবন থাকার সর্বগ্রাসী এই মানসিকতায় কেন আচ্ছন্ন হয়েছিল পতিত সরকার? কারণ দুর্নীতি। দুর্নীতির জন্য সরকার ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল। অনেক লেখায় লিখেছি, দুর্নীতি ঢাকার জন্য সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করার কাজে লিপ্ত ছিল। অবাধে লুণ্ঠনের জন্য সরকার একটি সিন্ডিকেট তৈরি করেছিল। দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সরকার সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছিল। দুর্নীতি আসলে সরকারকে স্বৈরাচার করেছিল, করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। দুর্নীতির কারণে তারা রীতিমতো দানবে পরিণত হয়েছিল। আমরা যদি বিগত সরকার কাঠামোয় সব ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানদের পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব, সব ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব। রীতিমতো দুর্নীতিবাজদের পুরস্কৃত করার এক রীতি চালু হয়েছিল দেশে।

অন্তর্বর্তী সরকার এখন কিভাবে বিষয়গুলো সমাধানের পথে আগাবেন- তা দেখতে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।

লেখক : কলামিস্ট

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪

ট্রাম্প-কমলার গলার কাঁটা গাজা ইস্যু

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই গলার কাঁটা হয়ে দেখা দিচ্ছে ফিলিস্তিন ও গাজা ইস্যু। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে আরব বংশোদ্ভূত এবং মুসলিম ভোটারের সংখ্যা কম নয়। তারা প্রধান দুই প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্প এবং কমলা হ্যারিসের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার বিষয়টি দেখছেন এ ইস্যু কেন্দ্র করে। কার বিজয়ে ফিলিস্তিনিদের ভালোমন্দ নির্ভর করবে এবং গাজা যুদ্ধের অবসান ঘটবে-এ বিষয়গুলোর ওপর চুলচেরা হিসাবনিকাশ করছেন মুসলিম ভোটাররা। এতে দুজনের ভাগ্যই অনেকটা নির্ভর করছে এ ভোটারদের ওপর।

এদিকে সর্বশেষ পাওয়া জনমত জরিপ অনুযায়ী, ট্রাম্প থেকে খানিকটা এগিয়ে রয়েছেন কমলা হ্যারিস। ১৮ থেকে ২২ আগস্টের মধ্যে ট্রাম্পের থেকে ৬ পয়েন্ট এগিয়ে ছিলেন হ্যারিস। কিন্তু ব্যবধান কমিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এদিকে মর্নিং কনসালট পোল অনুযায়ী, ১১ হাজার ৫০১ জন ভোটারের ওপর চালানো সমীক্ষা ইঙ্গিত করছে কমলা হ্যারিসের সমর্থনে রয়েছেন। তবে ইস্যুভিত্তিক মনোভাব পরিবর্তন হচ্ছে ভোটারদের। আবার সাভান্তার পোল বলছে, এখনো বহুসংখ্যক ভোটার রিপাবলিকান দলকেই পছন্দ করেন। অর্থনৈতিক এবং অপরাধের মধ্যে ইস্যুগুলোয় রিপাবলিকানদের পাল্লাই ভারী। যুব সম্প্রদায়, মহিলা, কৃষ্ণাঙ্গ ভোটাররা কমলা হ্যারিসের পক্ষে। এ অংশ থেকে প্রায় ৬৫ শতাংশ সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্টের। সিবিএস/ইউগভ সমীক্ষা অনুযায়ী, শিক্ষিত সাদা চামড়ার বহু মানুষও হ্যারিসের দিকে ঝুঁকছেন। ওয়াশিংটন পোস্ট-এবিসি নিউজ-ইপসোসের জনমত

সমীক্ষা অনুযায়ী আমেরিকার ৪৯ শতাংশ ভোটদাতার প্রেসিডেন্ট পদে পছন্দ বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা। অন্যদিকে, ট্রাম্পের প্রতি ৪৫ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন। তবে ওয়াকিবহালরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রধান সুইং স্টেট বা জয়পরাজয়ের অনিশ্চিত অঙ্গরাজ্য মিশিগান। আরব বংশোদ্ভূতদের বড় অংশ বসবাস করেন এ অঙ্গরাজ্যে। এসব ভোটার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন পরিচালনা ও তাতে বাইডেন প্রশাসনের সহায়তার কারণে এখানকার ডেমোক্র্যাটপন্থি আরব ভোটাররা বাইডেনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এরপর নতুন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হয়েছেন কমলা হ্যারিস। তবে তাঁর জয়ের ব্যাপারে মিশিগানের আরব-ডেমোক্র্যাট ভোটাররা বলছেন, জয় পেতে হলে কমলা হ্যারিসকে তাদের মন জয় করতে হবে আগে। আর এর জন্য তাঁকে লড়াই করতে হবে। মিশিগানের ডিয়ারবর্ন শহরে ১ লাখ ১০ হাজার লোকের বসবাস এবং আরব-আমেরিকানদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আগামী নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এ ব্যাটলগ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্যে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এ শহর। আরব-আমেরিকানরা বলছেন, তাঁরা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের কথা শুনতে এবং বিকল্প বিবেচনা করতে ইচ্ছুক। যদিও গত বৃহস্পতিবার শিকাগোয় ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় সম্মেলনে মনোনয়ন গ্রহণের পর কমলা হ্যারিস গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর এবং ফিলিস্তিনিদের মর্যাদা, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয় নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দেন। তবে সম্মেলনে ফিলিস্তিনি কাউকে বক্তব্য দিতে না দেওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে ফিলিস্তিনপন্থি ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধিদের মধ্যে। মুসলিম উইমেন ফর হ্যারিস-ওয়ালজ নামে একটি সংগঠন এরই মধ্যে কমলার প্রচারাভিযান থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে। ডিয়ারবর্নের মেয়র আবদুল্লাহ হাম্মুদ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'এটি একটি বৈশ্বিক শহর, যেখানকার মোট বাসিন্দাদের প্রায় ৫৫ শতাংশ আরব বংশোদ্ভূত। আপনার কাছে গাজা নিছক আলোচনার ইস্যু হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে তা নয়। সেখানকার অসংখ্য হতাহত আমাদের পরিবারের সদস্য বা বন্ধুবান্ধব।' প্রসঙ্গত, সাতটি রাজ্যের ওপর মূলত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করছে। অ্যারিজোনা, জর্জিয়া, মিশিগান, নেভাদা, নর্থ ক্যারোলিনা, পেনসেলভানিয়া ও উইসকনসিন। কুক পলিটিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী, এ রাজ্যগুলোর মধ্যে ছয়টিতেই এগিয়ে কমলা হ্যারিস।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বাইডেনের সঙ্গে কথা বললেন মোদি

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ সময় বাংলাদেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন দুই নেতা। সোমবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) বাইডেনের সঙ্গে আলাপের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মোদি। তিনি লিখেছেন, 'আজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে ফোনালাপ হয়েছে। এ সময় ইউক্রেন পরিস্থিতিসহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নানা বিষয়ে আমরা বিশদে মতবিনিময় করেছি।'

এক্সে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, 'বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি এবং দেশটিতে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছি। পাশাপাশি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু–বিশেষ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

শিশুর দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ বিরতি চাইলেন নোবেলজয়ী মালালা

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪ : আন্তর্জাতিক মহল থেকে বারবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হলেও এখনও গাজায় নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। তাদের প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন নিরপরাধ শিশুরা। যা নাড়িয়ে দিচ্ছে গোটা বিশ্বকে। গাজা যুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরে এবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই।

অবরুদ্ধ ছিটমহলে ইসরাইলের বোমাবর্ষণ একটা ছোট্ট শিশুর ওপর কি মানসিক প্রভাব ফেলছে তা সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এক পোস্ট দিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরেছেন পাকিস্তানের এই নোবেলজয়ী।

গাজায় ইসরাইলের সামরিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে স্ট্রেস ও ট্রমায় চার বছরের এক শিশুর চুল হারানোর গল্প তুলে ধরে মালালা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'ইসরাইলের বোমাবর্ষণে ফিলিস্তিনি মেয়েরা যে মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হচ্ছে- শান্তি নেই, স্কুল নেই। আমাদের এখন যুদ্ধবিরতি দরকার এবং এই শিশুদের জীবন রক্ষা করা দরকার।'

মালালার শেয়ার করা ওই সাক্ষাৎকারটি সংবাদ মাধ্যম আল-জাজিরার নেওয়া। যেখানে সামা তাবিল নামের ৪ বছরের এক শিশুর চুল হারানোর পেছনের কারণ সামনে আনা হয়েছে। যেখানে ওই শিশুটি তার হারানো চুল ফেরত পেতে ও আগের মতো সুন্দর হতে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার আকুতি জানিয়েছেন।

হৃদয়বিদারক ওই ভিডিও সাক্ষাৎকারে, ছোট্ট মেয়েটি বলেছে, সে স্কুলে ভাল ছাত্রী ছিল এবং স্কুলে যাওয়ার আগে প্রতিদিন তার চুল সুন্দর করে গোছাত। তবে রাফাতে তাদের ক্যাম্পে ইসরাইলি বাহিনীর হামলার পর পরিবারের সাথে বাস্তুচ্যুত হতে হয় তাকে।

চুল হারানো নিয়ে সামা বলেন, হামলার সময় তিনি এবং তার পরিবার ঘুমিয়ে ছিলেন। পরে গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের শব্দে তারা জেগে ওঠে। আর এ ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর থেকেই তার মাথা থেকে চুল পড়া শুরু হয়। এ বিষয়ে সামার মা বলছে, বোমা হামলার পরে তার মেয়ে মৃতদেহ এবং ধ্বংসাবশেষ দেখেছিল যা তার ওপর প্রভাব ফেলেছে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি এরদোগানের

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪ : সন্ত্রাসবাদ রুখে দেওয়ার ব্যাপারে নিজের শক্ত অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। গত ২৫ আগস্ট পূর্বাঞ্চলীয় শহর বিটলিসের এক ইভেন্টে অংশ নিয়ে সন্ত্রাসবাদ রুখে দেওয়ার ব্যাপারে নিজের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তিনি। এরদোগান বলেন, সন্ত্রাসবাদকে আবার তুরস্কের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে দেবেন না।

ইভেন্টে এরদোগান বলেন, 'আমরা যে সন্ত্রাসী হুমকির পিঠ ভেঙে দিয়েছি, তা আবার পুনরুজ্জীবিত হতে দেব না। আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো থেকে সন্ত্রাসবাদের অন্ধকার ছায়া সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শহরগুলোর সম্ভাবনা উত্থাপিত হচ্ছে। এ অঞ্চলে আমাদের প্রদেশগুলোর একটি ভিন্ন গতি পেয়েছে। আস্থার বদলে উদ্বেগ এসেছে, ভয়ের জায়গায় এসেছে শান্তি। এই অঞ্চলে শান্তির পরিবেশ যেমন শক্তিশালী হচ্ছে, বিনিয়োগ দ্রুততর হচ্ছে।'

এরদোগান মূলত সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে কুর্দিশ ওয়ার্কার্স পার্টি বা পিকেকে উল্লেখ করেছেন। কেননা এ সংগঠনটিকে এরই মধ্যে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ ব্যাপারে তাই নিজ দেশের জনগণকেও ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এরদোগান।

শুধু তাই নয়, নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করার পদক্ষেপ হিসেবে ইরাকের সঙ্গে অংশীদারত্ব বাড়াচ্ছে তুরস্ক। যেই লক্ষ্যে এই মাসের শুরুর দিকে পিকেকের বিরুদ্ধে বাগদাদ ও বাশিকায় যৌথ সামরিক কেন্দ্র স্থাপনের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দেশ দুটি। যেই চুক্তিতে সামরিক ও আইন প্রয়োগকারী প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি এবং সীমান্ত নিরাপত্তার সহযোগিতার রূপরেখা রয়েছে।

ইরাকের সঙ্গে এ চুক্তিকে ঐতিহাসিক বলে ঘোষণা করেছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান, যা নিয়ে তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইরাকের সঙ্গে আমরা যে বোঝাপড়ার ঐক্য গড়ে তুলছি, তা এগিয়ে নিতে চাই মাঠে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে।'

নতুন এই চুক্তির অংশ হিসেবে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি এবং ৫০ বছরের বেশি ইরাকি নাগরিকদের জন্য ভিসার প্রয়োজনীয়তা মওকুফ করবে তুরস্ক।

বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়ানো ধর্মের শিক্ষা

মাওলানা সেলিম হোসাইন আজাদী

আল্লাহতায়ালা বান্দাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করবেন। তুমি ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ দাও, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী’ (সুরা বাকারা ১৫৫-১৫৬)। বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে পানিবন্দি জীবনযাপন করছে অসহায় মানুষ। কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী মহান আল্লাহ মানুষকে বন্যা ও বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করছেন। একইভাবে আমরা নিরাপদ আছি আল্লাহ আমাদেরও পরীক্ষা করছেন। আমরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াই, নাকি তাদের ভুলে নিজের সুখ ভোগে ব্যস্ত থাকি তা প্রমাণের সময় এসেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজের বিত্তবানদের বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া বিবেকের দাবি এবং ধর্মের শিক্ষা। টাকা-পয়সা, খাদ্য, বস্ত্র, পানি, ওষুধসহ যার যা কিছু আছে, তা নিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্যাদুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ানোর প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের দানের দৃষ্টান্ত হলো- যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়েছে আর প্রত্যেক শীষে রয়েছে ১০০টি শস্যকণা। এমনিভাবে আল্লাহ যাকে চান তাকে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্তহস্ত ও সর্বজ্ঞ’ (সুরা বাকারা-২৬১)। দানের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে; তারাই সফলকাম। তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে তারাই দ্বিগুণ লাভ করে’ (সুরা রুম ৩৮-৩৯)। সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেছেন, ‘বান্দা যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ ততক্ষণ তাকে সাহায্য করতে থাকবেন’ (মুসলিম)। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞরা বলেন, বান্দা যেভাবে ভাইয়ের বিপদে সাহায্যকারী হয়েছে, মহান আল্লাহও তার বিপদে উত্তম সাহায্যকারী হবেন। সাধ্যমতো মানবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা ধর্ম ও মানবিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘রসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মানবসেবায় তার ভাইয়ের সঙ্গে চলে, ওই কাজ না করা পর্যন্ত আল্লাহ ৭৫ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তাকে ছায়া দান করেন। তারা তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। তার প্রত্যেক কদমে একটি গুনাহ মাফ হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়’ (আত তারগিব)। বন্যাদুর্গত বিভিন্ন এলাকায় পানিবাহিত নানা ধরনের রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের অভাবে তারা ভালো চিকিৎসা পাচ্ছে না। তাই জরুরি ভিত্তিতে বন্যা আক্রান্ত এলাকায় মানবেতর জীবনযাপনরত বানভাসি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ তৎপরতা, শুকনা খাদ্যসামগ্রী প্রদান, আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। হজরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর। আকাশের মালিক আল্লাহ, তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (মুসতাদরাক)। হজরত ওসামা ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই! আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন, যে তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করে’ (বুখারি ও মুসলিম)। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেছেন, ‘মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য আল্লাহ কিছু নিবেদিতপ্রাণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ বিপদে পড়লে তাদের শরণাপন্ন হয়। এসব রহম দিল ব্যক্তিরা আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে’ (আত-তারগিব)।

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বিপদগ্রস্ত ও দুস্থ মানবতার কল্যাণের জন্য দান-খয়রাত, জাকাত-সদকা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন না; সমাজের অসহায় বিপন্ন, বন্যাদুর্গত ও ক্ষতিগ্রস্ত নিঃস্ব অর্ধাহারি-অনাহারি গরিব মানুষের অভাব দূর, ক্ষুধা নিবারণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করেন না; ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অংশ নেন না; তিনি কখনো আল্লাহ ও রসুলের প্রিয়ভাজন হতে পারেন না। এ সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না (বুখারি ও মুসলিম)। তিনি (সা.) আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে না, সে আল্লাহর দয়া পায় না’ (বুখারি)। তাই আসুন! আমরা মানুষকে অসহায় বিপদগ্রস্ত দেখে পাশ কেটে চলে যাব না। তার দিকে এগিয়ে যাব। মানুষকে বিপন্ন রেখে তাদের দিক মুখ ফেরানোর পরিণাম খুবই ভয়াবহ। হজরত লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, ‘প্রিয় সন্তান! তুমি মানুষকে দেখে অহংকার কিংবা তাচ্ছিল্যভরে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।’ হায়! আজ মানুষের পাশে থাকার শিক্ষা আমরা ভুলে যাচ্ছি। তাই তরুণরা দুস্থদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। আগে বন্যার আভাস পাওয়া মাত্রই ত্রাণ পৌঁছে যেত আর এবার বন্যা চরমে পৌঁছার পরও ত্রাণ নিয়ে এগিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে না।

লেখক : চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুফাসসির সোসাইটি,

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বিপদগ্রস্ত ও দুস্থ মানবতার কল্যাণের জন্য দান-খয়রাত, জাকাত-সদকা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন না; সমাজের অসহায় বিপন্ন, বন্যাদুর্গত ও ক্ষতিগ্রস্ত নিঃস্ব অর্ধাহারি-অনাহারি গরিব মানুষের অভাব দূর, ক্ষুধা নিবারণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করেন না; ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অংশ নেন না; তিনি কখনো আল্লাহ ও রসুলের প্রিয়ভাজন হতে পারেন না।

সফর মাসের ফজিলত ও শিক্ষা

মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

১৪৪৬ হিজরি বর্ষপঞ্জির দ্বিতীয় মাস সফর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২টি, যা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সেই দিন থেকে চালু আছে যে দিন আল্লাহতায়ালা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এটাই দ্বীন (এর) সহজ সরল (দাবি)।’-(সূরা তাওবা, ৩৬)।

সফর আরবি শব্দ। এর অর্থ, খালি, শূন্য। মহররম মাসে যুদ্ধ বন্ধ থাকায় আরবরা এ মাসে দলে দলে যুদ্ধে যেত। ফলে তাদের ঘর খালি হয়ে যেত। আর আরবিতে ‘সফরুল মাকান’ বলতে এমন জায়গা বুঝায় যা মানুষশূন্য। এজন্য এ মাসের নামকরণ করা হয় ‘সফর’। আর ইসলামি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মহররম। এ শব্দটি মূলত নামবাচক বিশেষ্য নয়, বরং গুণবাচক বিশ্লেষণ।

ইসলামের আবির্ভাবের আগে প্রাচীন মক্কার বছর গণনার দুটি মাস ছিল। প্রথম সফর ও দ্বিতীয় সফর। মহররম ও সফরে ছানি একই নামের দ্বিবাচনিক রূপ দেখে তা সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন আরব বছরের প্রথম অর্ধবছরে তিনটি মাস ছিল। যথা সফর রবি এবং জুমাদা। এ তিন মাসের প্রত্যেকটিতে দুটি করে মাস ছিল। যেমন-প্রথম সফর, দ্বিতীয় সফর।

প্রথম রবি, দ্বিতীয় রবি। প্রথম জুমাদা এবং দ্বিতীয় জুমাদা। যেহেতু বছর শুরু দুই সফরের প্রথমটি অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র মাসগুলোর অন্যতম ছিল, তাই এর গুণবাচক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ‘আল মহররম’। ধীরে ধীরে এ গুণবাচক মহররম নামটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় সফর মাসটি সফর মাস নামেই অভিহিত হয়ে আসছে। এর কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং হবেও না। জাহেল আরবরা এ মাসকে দুঃখের মাস মনে করত, এমনকি তারা এ মাসের চাঁদ দেখা থেকে পর্যন্ত বিরত থাকত এবং দ্রুত মাস শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করত।

ইসলামি বিশ্বাস মতে, সময়ের সঙ্গে কোনো অকল্যাণ নেই; কল্যাণ-অকল্যাণনির্ভর করে মানুষের বিশ্বাস ও কর্মের ওপর। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। আল্লাহর সৃষ্টি প্রতিটি দিন-রাত-মাস-বছরই ফজিলতপূর্ণ। তাই সফর মাসও এর বাইরে নয়। আল্লাহতায়ালার রহমত, বরকত, কল্যাণ পেতে হলে এ মাসে বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত আদায়ের পাশাপাশি গভীর রজনিতে নফল ইবাদতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে প্রভুর দরবারে খালেছ নিয়তে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তা কবুল করেন।

অনেকে এ মাসকে একটি দুঃখের মাস মনে করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস শেষ হওয়ার সুসংবাদ দেবে, আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেব। রাসূল (সা.) স্বয়ং সফর মাসের শিগ্‌গির অবসান কামনা করেছেন। তাই তো এ মাসে বেশি বেশি নফল ইবাদত করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির সমুদয় অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকতে আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করতে হবে।

এ মাসের শেষ বুধবার পবিত্র আখেরি চাহার শোম্বা পালিত হবে। ফারসি শব্দ আখেরি চাহার শোম্বা অর্থ শেষ চতুর্থ বুধবার। সফর মাসের শেষ বুধবারকে ‘আখেরি চাহার শোম্বা’ বলা হয়। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সফর মাসের শেষের দিকে অসুস্থ হন। তিনি সফর মাসের শেষদিকে কিছুটা সুস্থ হন এবং গোসল করেন। এরপর তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতাতেই তিনি পরের মাসে ইন্তেকাল করেন। এ জন্য অনেকে এ দিনে রাসূলের সর্বশেষ সুস্থতা ও গোসলের স্মৃতি উদযাপন করেন। এ কারণে দিনটি মুসলমানরা ‘শুকরিয়া দিবস’ হিসাবে পালন করেন।

প্রতি চন্দ্র মাসে নির্দিষ্ট কিছু আমল থাকে। সে আমলগুলো সফর মাসে করা যেতে পারে। ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বিজের তিনটি রোজার ইহতিমাম করা। প্রতি মাসে ৩টি সিয়াম পালন করার কথা হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। হাদিসের ভাষ্য, আব্দুল্লাহ ইবনে আ’মর ইবনে আ’স (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘প্রতি মাসে তিনটি করে সিয়াম পালন, সারা বছর ধরে সিয়াম পালনের সমান’ (বুখারি ১১৫৯, ১৯৭৫)। প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখার অভ্যাস করা।

রাসূল (সা.) এ দুদিন বিশেষ রোজা রাখতেন। সর্বোপরি ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা যথাযথ পালন করার সঙ্গে সঙ্গে নফল দান-সদকার প্রতি মনোযোগী হওয়া। আর আল্লাহ সৃষ্ট সব দিন-রাত-মাসের ফজিলত অত্যাধিক। আল্লাহতায়ালা আমাদের এ মাসের প্রত্যেকটি দিন-রজনিতে ফরজ ওয়াজিব আমলের পাশাপাশি নফল নামাজ ও রোজা পালনসহ ইবাদত-বন্দেগিতে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	৩০	৪:৩৬	৬:০৮	০১:০৬	৫:৪৩	৭:৫৩	৯:০৩
শনিবার	৩১	৪:৩৭	৬:০৯	০১:০৬	৫:৪২	৭:৫১	৯:০১
রবিবার	০১	৪:৩৯	৬:১১	০১:০৬	৫:৪০	৭:৪৯	৯:০০
সোমবার	০২	৪:৪০	৬:১২	০১:০৫	৫:৩৮	৭:৪৭	৮:৫৮
মঙ্গলবার	০৩	৪:৪২	৬:১৪	০১:০৫	৫:৩৬	৭:৪৫	৮:৫৬
বুধবার	০৪	৪:৪৪	৬:১৬	০১:০৫	৫:৩৫	৭:৪২	৮:৫৪
বৃহস্পতিবার	০৫	৪:৪৫	৬:১৭	০১:০৪	৫:৩৩	৭:৪০	৮:৫২

হাসিনার পররাষ্ট্রনীতি ছিল মূলত গদি টেকানোর হাতিয়ার

টমাস কিন

গণভবন লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ জনতা রওনা হওয়ার পর হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়াটা মোটেও আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। এর কারণ বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের সরকারের মধ্যে গভীর পচনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছিল। বাংলাদেশের 'অর্থনৈতিক অলৌকিক ঘটনা' অনেক মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছিল বটে, কিন্তু সেই সাফল্যের বন্দনাগীতি শেষ পর্যন্ত তিক্ত হতে শুরু করেছিল।

জাতীয় নির্বাচনে হাসিনার কারসাজি, জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করা এবং প্রতিষ্ঠানের অবমূল্যায়ন নিয়েও হতাশা বাড়ছিল। যে পৃষ্ঠপোষক চক্রগুলো ক্রমবর্ধমান অজনপ্রিয় স্বৈরশাসককে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল তাদের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল। বিরোধী দল বিএনপি ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করার পর একতরফা ভোটে হাসিনার আওয়ামী লীগ বিশাল জয় পায়। কিন্তু এই একতরফা ভোটের পর জনমনে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তা আওয়ামী সরকার ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

হাসিনার পতনের পর অসাধারণ গতিতে সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রপতি ও ছাত্রনেতাদের মধ্যে আলোচনার পর নোবেল জয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব ও সততার জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ইউনূস ইতিপূর্বে বহুবার হাসিনা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন।

বাংলাদেশের ভেতরে এখন মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অস্বস্তি এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশাবাদের মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে। অনেকে আশা করছেন, ইউনূস গণতন্ত্র পুনর্গঠনের জন্য রাজনৈতিক সংস্কারে নেতৃত্ব দেবেন। এর মাধ্যমে তিনি অর্থনীতিকে আবার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন এবং অন্য কোনো স্বৈরশাসকের উত্থান রোধ করতে পারবেন। নতুন সরকারের সামনে এটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ।

অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার পাশাপাশি ইউনূসকে পররাষ্ট্রনীতির দিকে মনোযোগী হতে হবে। বাংলাদেশকে এখন সবচেয়ে বেশি কূটনৈতিক যোগাযোগ রাখতে হবে যে দেশটির সঙ্গে, সেটি হলো তার প্রতিবেশী ভারত। কারণ বাংলাদেশে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটে গেছে তার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে ছিল।

হাসিনাকে গত ১৫ বছর ধরে নয়াদিল্লি একচেটিয়াভাবে সমর্থন দিয়ে গেছে এবং তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দিল্লিতেই আশ্রয় নিয়েছেন। একজন অজনপ্রিয় নেতার প্রতি নয়াদিল্লির কট্টর সমর্থন ইতিমধ্যে ভারতকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে এবং বাংলাদেশে আগে থেকে বিদ্যমান ভারতবিরোধী মনোভাব ভারতকে ভূরাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

হাসিনার অধীনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ছিল প্রধানত তাঁর শাসনক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার একটি হাতিয়ার। কিন্তু ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে এখন সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য নীতি পুনর্নির্ধারণ ও অগ্রসর করার। সেই সুযোগ তাদের কাজে লাগাতে হবে।

এ কারণে ভারতকে এখন সাবধানে পা ফেলতে হবে এবং এমন কোনো ধারণা তৈরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা অন্তর্বর্তী সরকার এবং বাংলাদেশি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষুণ্ন করে। অনেক ভারতীয় ভাষ্যকার হাসিনার পতনের জন্য বিদেশি হস্তক্ষেপকে দায়ী করেছেন; কেউ কেউ এমন দাবিও করেছেন যে, ভূ-রাজনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে 'অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে'।

চীনের উত্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি ভূরাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং হাসিনা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এসব দিক মাথায় রেখেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভারসাম্য রেখে চলছিলেন। পশ্চিমা দেশগুলো সাধারণত ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ককে অগ্রাধিকার না দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের গণতান্ত্রিক ত্রুটি, দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে এসেছে। অনেকে মনে করেন, তাদের এই উপেক্ষা হাসিনাকে স্বৈরাচারী হতে উৎসাহিত করেছে। কারণ তাদের নীরবতা তাঁকে বেপরোয়া করে তুলেছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিনের বেশি হবে বলে ধরে নিলে পশ্চিমারা মুহম্মদ ইউনূসকে হাসিনার সঙ্গে লড়াইয়ে নামা নেতার বদলে একজন স্বাভাবিক অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। এই ধারণা ইউনূসকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কাজকে নিতে সহায়তা করবে এবং দাতাদের পক্ষেও ইউনূসের প্রযুক্তিগত বা আর্থিক সহায়তার যে কোনো যুক্তিসংগত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তৈরি পোশাক খাতের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক রাখাও অপরিহার্য।

একই সঙ্গে ইউনূস সম্ভবত পশ্চিমের ওপর খুব বেশি নির্ভর করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিত হবে। ধারনা করি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখার পাশাপাশি ঢাকা তার নিজস্ব অঞ্চলেও সম্পর্ক গড়ে তুলবে। চীন এবং জাপানের মতো বড় উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের অবকাঠামোগুলো ঠিক করতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাসের মধ্যে স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ইউনূস আর্থিক সহায়তার সন্ধান করবেন।

ভারতের ওপর হাসিনার ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা চীনকে হতাশ করেছিল। বিশেষ করে মোংলা বন্দরের ব্যবস্থাপনা এবং তিস্তা প্রকল্পের মতো কিছু বড় প্রকল্পে চীনা কোম্পানিকে হটিয়ে ভারতের কোম্পানিগুলোর কাজ পাওয়া চীনের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছিল। গত জুলাই মাসে শেখ হাসিনা বেইজিং সফরে যাওয়ার পর সেখানে চীন সরকার তাদের অসন্তোষ স্পষ্ট করেছিল। হাসিনার প্রত্যাশা ছিল চীন কয়েক বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক সহায়তা দেবে। কিন্তু চীন তাতে অস্বীকৃতি জানায় যা হাসিনাকে সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে আসতে প্ররোচিত করে।

অবশ্য এখানকার ভূরাজনীতি বিবেচনায় নিলে ভারত বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবেই থাকবে। নয়াদিল্লি নতুন বাস্তবতাকে মাথায় নিলে ঢাকার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে সঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে না পারার কোনো কারণ নেই।

ভারত আওয়ামী লীগের বাইরে অন্তর্বর্তী সরকার এবং রাজনীতির মাঠে নতুনভাবে শক্তি নিয়ে ফেরা বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

ভারত বাংলাদেশের বিরোধী দলকে তার স্বার্থের বিরোধী শক্তি হিসাবে দেখে আসলেও বিএনপি সম্ভবত বৃহত্তর সম্পৃক্ততার জন্য উদার থাকবে। ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনের আগে বিএনপি নয়াদিল্লিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে তারা ভারতের জন্য কোনো হুমকি নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের বাইরে বিএনপির সঙ্গে কাজের সম্পর্ক স্থাপন করা ভারতকে আরও ভালো অবস্থানে আনবে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক নীতির চ্যালেঞ্জ হবে মিয়ানমার। সেখানে সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন রাখাইন রাজ্যের এলাকাগুলো দখল করেছে। রাখাইন থেকে উচ্ছেদ হওয়া প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় দিয়েছে।

গত তিন বছরে মিয়ানমারের পরিবর্তনকে মাথায় রেখে বাংলাদেশকে জরুরিভাবে মিয়ানমার বিষয়ে নিজস্ব নীতি তৈরি করতে হবে। এটি করতে না পারলে রোহিঙ্গাদের আরেকটি বড় আগমন দেখা যেতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য তৌহিদ হোসেন সম্প্রতি আরাকান আর্মির সঙ্গে বৃহত্তর সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন। এটি বাংলাদেশের সম্ভাব্য নীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

হাসিনার অধীনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ছিল প্রধানত তাঁর শাসনক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার একটি হাতিয়ার। কিন্তু ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে এখন সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য নীতি পুনর্নির্ধারণ ও অগ্রসর করার। সেই সুযোগ তাদের কাজে লাগাতে হবে।

টমাস কীন : বাংলাদেশ ও মিয়ানমার বিষয়ক আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের সিনিয়র পরামর্শক।

অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা মিশন কী হবে?

মনজুর আহমদ

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এ সরকারের কাছে দেশের মানুষের চাহিদা বহুবিধ ও আকাশচুম্বী। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রত্যাশা বিস্তর ও বহুমুখী। বড় প্রশ্ন, এসব পরিবর্তনের পরিধি ও সময়সূচি কী হতে পারে?

অতীতের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সাফ করে সামনে এগোনো কঠিন। তাৎক্ষণিক বহু সমস্যা ও দাবি মাথাচাড়া দিয়েছে এবং আরও দেবে। সচিবালয়ে ছাত্রদের অবরোধ ও দাবির মুখে অসমাপ্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে এবং ভিন্নভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তাতে আকাশ ভেঙে পড়বে না। কিন্তু চাপে পড়ে নেওয়া কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত মঙ্গলজনক হবে না।

আধিপত্য ও আনুগত্যের রাজনীতির প্রভাবে ও যোগ্য শিক্ষা-নেতৃত্বের অভাবে গত দেড় দশকে শিক্ষার গতি-প্রকৃতি নিয়ে নীতিনির্ধারকদের যথার্থ আলোচনায় আগ্রহ দেখা যায়নি। সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমুক্ত বর্তমান সরকার নির্মোহ সংলাপে উৎসাহী হবে বলে আশা করা যায়।

২০১০ সালে একটি জনসমর্থিত জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছিল। দেশের শিক্ষা উন্নয়নের রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল এ নীতিতে। কিন্তু ১৪ বছর ধরে এ নীতি বাস্তবায়নে কোনো সামগ্রিক ও সমন্বিত উদ্যোগ দেখা যায়নি। এর প্রধান লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হয়নি। এসবের মধ্যে ছিল–১. সব ধারার বিদ্যালয়ে সব শিশুর জন্য অভিন্ন মূল শিক্ষাক্রম প্রবর্তন ও একই মানের শিক্ষাসেবার সংস্থান; ২. শিক্ষকের দক্ষতা, মর্যাদা, প্রণোদনা ও কৃতীর মানেও শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বড় পরিবর্তন; ৩. বিকেন্দ্রায়িত, জবাবদিহিমূলক শিক্ষা শাসন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং ৪. সময়ের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরি।

শিক্ষাবিদেরা বলে এসেছেন, সরকারের শিক্ষা উন্নয়ন ছিল খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, সমস্যার গোড়ায় না গিয়ে উপসর্গের টোটকা। শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ২ শতাংশের কম ছিল আওয়ামী শাসনের অধিকাংশ সময়। তবে বিনিয়োগ বাড়ানো হলেও বিদ্যমান অব্যবস্থা, অদক্ষতা, দুর্নীতি, দুর্বল পরিকল্পনা ও প্রশাসনকাঠামোয় অপচয়-দুর্নীতি আরও বাড়তে পারে বলে শিক্ষা-গবেষকদের ধারণা।

বিগত সরকার শিক্ষায় কৃতিত্বের এক বয়ান দেয়–কন্যাশিশুসহ শিক্ষার্থীসংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকসংখ্যা বেড়েছে, বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে, সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়েছে, বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এসব পদক্ষেপ থেকে শিক্ষার অর্জনে যে ফল পাওয়ার কথা, তা পাওয়া যায়নি মূলত ওপরে উল্লেখিত নানা দুর্বলতার কারণে। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল একটি সামগ্রিক শিক্ষা উন্নয়নের রূপরেখা অনুসরণ না করা ও যথেষ্টসংখ্যক পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন নিবেদিত শিক্ষকের অভাব।

বিদ্যালয় শিক্ষাকে দুই মন্ত্রণালয়ের অধীন রেখে সমন্বিত ও সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা ব্যাহত করা হয়েছে। এ রকম বিভক্তি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ২০২২ সালে ঢাকঢোল পিটিয়ে যে নতুন শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে, তা খণ্ডিত উদ্যোগ ও উপসর্গের চিকিৎসার উদাহরণ। এ উদ্যোগ শিক্ষার, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চরম শঙ্কা, উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে ফেলেছে।

সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে কিছু জরুরি ভাবনা ও অগ্রাধিকার সামনে চলে এসেছে।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে এনে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে হবে। এই নতুন 'স্বাভাবিকের' পরিবেশ সৃষ্টি করতে স্তরভেদে গাইডলাইন প্রয়োজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংলাপের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে নিয়ে নীতি ও করণীয় নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অগ্রণী হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবককে যুক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সফল গণ-অভ্যুত্থানে চরম ত্যাগও দায়িত্ববোধ দেখিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ভূমিকা রাখার অধিকার অর্জন করেছে। অনতিবিলম্বে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত শিক্ষার্থী সংসদ গঠনে সে সুযোগ তৈরি করতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদগুলোয় পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। প্রশাসকের শূন্যতা দূর করার জন্য শিগগিরই অন্তর্বর্তী নিয়োগ দিয়ে স্থায়ীভাবে উপযুক্ত লোককে পদায়িত করতে হবে। বিদ্যমান আইনের মধ্যে থেকেও কিছু পদক্ষেপ বিবেচিত হতে হবে। পদের যোগ্যতার মাপকাঠি স্পষ্টভাবে বিবৃত করা ও অনুসন্ধানী কমিটি দিয়ে যোগ্যতা যাচাই করা যেতে পারে।

পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের মধ্যেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ থেমে থাকতে পারে না। নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের অধিকাংশই নতুন সংস্কার প্রবর্তনে একটি বিরতি সমর্থন করেন।

শিক্ষা কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা ও ব্যাঘাত পরিহারের উদ্দেশ্যে দুটি পদক্ষেপ বিবেচিত হতে পারে–১. যেসব শ্রেণির জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক চালু হয়েছে, সেগুলো চালু রাখা যেতে পারে। অন্য শ্রেণিগুলোয় পুরোনো বই ব্যবহৃত হতে পারে; ২. শিক্ষার্থী মূল্যায়নে নানা বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ মোকাবিলার জন্য বর্ষশেষ ও স্তরশেষ পাবলিক পরীক্ষার প্রচলিত লিখিত পরীক্ষা চালু থাকবে এবং শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বর্ষশেষ ও স্তরসমাপ্তির লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত না করে আলাদা রাখতে হবে।

বর্তমান ও পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের পরামর্শে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষা পরামর্শক কমিটি নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। এ কমিটি ২০১০ সালের শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুযায়ী স্থায়ী শিক্ষা কমিশনে রূপান্তরিত হতে পারে।

ওপরে উল্লেখিত ও অন্যান্য স্বল্পকালীন বিষয় ছাড়াও পরামর্শক দল ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসহ জাতীয় অগ্রাধিকার বিষয়ে পরামর্শ দেবে। এসব বিষয়ের মধ্যে থাকবে:

১. বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার রূপান্তর ও উন্নয়নের পরিকল্পনা;

২. শৈশব বিকাশসহ সমগ্র বিদ্যালয়শিক্ষা সমমানেরও একই মূল শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে দেশের সব শিশুর জন্য সময়সীমার মধ্যে নিশ্চিত করা;

৩. শিক্ষকতা ও শিক্ষাকর্ম পেশায় প্রবেশে যথার্থ প্রস্তুতি, দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা;

৪. বিকেন্দ্রায়িত বিদ্যালয় ও জীবিকা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষার জন্য জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা;

৫. শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক দুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। এই নিবন্ধে এসব বিষয় শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করতে হলো। আমার সম্প্রতি প্রকাশিত একুশ শতকের বাংলাদেশ: শিক্ষার রূপান্তর (প্রথমা প্রকাশন, ২০২৩) বইটিতে এসব বিষয়ের বিশ্লেষণ ও করণীয় উপস্থাপিত হয়েছে।

৬. সব সংস্কারের কাজ অন্তর্বর্তী সরকার সমাপ্ত করবে–এ রকম ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। তবে অগ্রযাত্রার এক সুপরিকল্পিত সূচনা হবে, তা-ই কাম্য।

মনজুর আহমদ : ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ নেটওয়ার্কের সভাপতি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উপদেষ্টা। নিবন্ধে ব্যক্ত মতামত তাঁর নিজস্ব।

দেশের সবাই আমরা এক পরিবার

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম

বহুদিন পর কাউকে গালাগালহীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জগৎখ্যাত অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বেতার ভাষণ শুনলাম। বড় ভালো লেগেছে। বিশেষ করে তিনি যখন বললেন, 'বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ছাত্ররা আমাদের নিয়োগ দিয়েছেন, অনুমোদন করেছেন দেশবাসী। তারা যেদিন বলবেন আমরা সেদিনই চলে যাব।' এক অভাবনীয় বক্তব্য। দেশ গঠনের জন্য, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটু স্বস্তির সময় চেয়েছেন। বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে সবাইকে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছেন। সর্বোপরি বলেছেন, 'দেশের সবাই আমরা এক পরিবার।' এই সংকটের সময় এর চেয়ে বাস্তবসম্মত কথা আর কিছু হতে পারে না।

সেদিন শুক্রবার ২৩ আগস্ট সিডস্টোর হয়ে আবদুর রহমানের হোতাপাড়ায় টাইলসের দোকানে গিয়েছিলাম। এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। সিডস্টোরে সখীপুরের রাস্তা থেকে ময়মনসিংহের রাস্তা ধরতে প্রায় ১ কিলোমিটার রং রোড দিয়ে এগিয়ে তবে ঢাকার পাশে আসতে হয়। রং রোডে এগোতে মন সায় দিচ্ছিল না। ময়মনসিংহের দিকে মোড় ঘুরতেই বন্যার্তদের ত্রাণের বাক্স হাতে অনেক ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সামনে বাক্স পাততেই সহযোগিতা করেছিলাম। ১ কিলোমিটারের মতো ময়মনসিংহের দিকে গিয়ে ঘুরে আসতে আবার ত্রাণ সংগ্রহকারী, আবার সহযোগিতা। বড় ভালো লেগেছিল ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীর উদ্যম দেখে। আমারও যখন ২০-২৫ বছর বয়স ছিল তখন অমনটাই করেছি। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে একসময় যখন নির্বাসনে ছিলাম, উরিরচর প্লাবিত হলে আমরা প্রতিরোধ যোদ্ধারা কলকাতায় ত্রাণ সংগ্রহে বেরিয়েছিলাম। অসম্ভব সাড়া পেয়েছিলাম। এমনকি শতাধিক যুবক-যুবতী রক্ত বিক্রি করে ত্রাণ তহবিলে দিয়েছিল। সেখানে আমার রক্ত বেচার টাকাও ছিল। আমার বহুদিনের সহকর্মী ফরিদ ৪৫-৪৬ কেজি হওয়ায় রক্ত দিতে পারেনি। আর পারেনি গোপাল অধিকারী। ওরও বয়স আন্দাজে ওজন কম ছিল। সেদিন টাঙ্গাইলের বাসাতেও একদল ছাত্র-ছাত্রী এসেছিল। তারা ত্রাণকাজে কুমিল্লায় যাবে। নোয়াখালী, ফেনী, হবিগঞ্জ আরও যেখানে যেখানে যেতে পারে, যাবে। আনিসা, সুমি, চৈতী, মলি, মেঘলা, নিহাল, আজাদ, জাহাঙ্গীর- বাচ্চাগুলোকে খুবই ভালো লেগেছে। সময় পেরিয়ে গেলে আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই। তেমন কিছু মনে রাখি না। বহুদিন পর মতিউর রহমানের মানবজমিনে বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য ভীষণ পীড়াপীড়ি করছিল। তার সাংবাদিকরা এসেছিল। ৩ তারিখ মানবজমিনে সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল, 'ছাত্র-যুবকরা মরে যায়নি। আন্দোলনে প্রমাণিত।' ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাবেন- এটা কি কেউ ভেবেছিলেন? আমার কিন্তু ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর থেকেই মনে হচ্ছিল সামনে এক মহা-দুর্দশা অপেক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। একটা দেশে রাজনীতি থাকলে বিরোধী দল থাকবে, তাকে শত্রু ভাবা যায় না। কিন্তু কেন যেন নেত্রী শেখ হাসিনা সবকিছুতেই ষড়যন্ত্র দেখতেন। কোথাও কোনোখানে কখনো রাজনীতি দেখেননি। প্রতিপক্ষকে যে সম্মান দিতে হয়, সেটা তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। মাঝখান থেকে শোকের মাসে সারা দেশকে আরও শোকাহত করে গেলেন। বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু ভাঙা, যেখানে-সেখানে রাসেল-জামাল-কামাল আরও কত স্ট্যাচু। অনেকবার বলেছি, দয়া করে সাবধানে পা ফেলবেন। কেউ কথা শোনে নাই। শেখ হাসিনা থাকতে কথা শোনার কারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সেদিন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির পাশে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলে আমার গাড়ি ভেঙেছে। ২৫-২৬ বছরের পুরনো গাড়ি। যে গাড়িতে কোনো দিন ফুলের টোকা লাগেনি, কোনো গাড়ির বা অন্য কিছুর সঙ্গে কোনো ঘষাও লাগেনি। সেই গাড়ি ভেঙে চুরমার করেছে। আল্লাহর অসীম দয়া আমি কোথাও কোনো আঘাত পাইনি। ভাঙা কাচের টুকরা হাতের কয়েক জায়গায় কেটেছে। এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কে দায়ী? কোথা থেকে কে বা কারা বিবৃতি দিয়ে বসে, তারা ৩২-এর বাড়ি দখল করবে? এরকম হঠকারিতা ভালো নয়। যাই হোক, একজন পোড় খাওয়া বিশ্ববিখ্যাত মানুষ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে দেশ শান্ত হয়ে আসছে। অন্যদিকে ভেঙেপড়া পুলিশের মনোবল কিছুটা ফিরে আসতে শুরু করেছে। প্রশাসনেও গতি ফিরতে শুরু করেছে। সার্বিকভাবে দেশ মোটামুটি একটা অবস্থায় এসেছে বা আসছে। কিন্তু এর মধ্যেই মহা-বিপর্যয়কর বন্যা। এবার এত বৃষ্টি হয়েছে যেটা বলার মতো নয়।

চলে যাচ্ছে আমার জীবনের সব থেকে দুর্যোগের মাস। কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের মাস। সেই কবে '৭৫-এ গতিহারা হয়েছি আর দাঁড়াতে পারলাম না। ভাঙা মন, ভাঙা শরীর, সব ভাঙাই রয়ে গেল। কখনো আর তেমন জোড়া লাগল না। '৭৫-এ শত্রু ছিলাম বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তাদের, '৯০-এ দেশে ফিরে জানপ্রাণ সঁপে সারা দেশ চষে বেড়িয়ে ক্ষমতায় এনে শত্রু হলাম শেখ হাসিনার। তিনি কখনো যোগ্যতার পরিচয় দেননি। খামখেয়ালি ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অলংকার। তিনি সারা জীবন খামখেয়ালি করে গেছেন। শেষের দিকে খামখেয়ালি করে দেশের সর্বনাশ করে গেছেন। বিশেষ করে বারবার ভোট চুরি করে রাজনীতির প্রতি মানুষের একটা মারাত্মক অনীহা সৃষ্টি করেছেন। আমার মনে হয় না, কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এত অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড কেউ করেছে। গণতান্ত্রিক দেশে এত গণতন্ত্রহীনতা কতটা মানা যায়? সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন। তাই এমন করুণ পরিণতি। ন্যায় বলতে, নিয়ম বলতে, আইন বলতে কখনো কোনো কিছুর মূল্য দেওয়া হয়নি। এই সেদিন শামসুদ্দিন মানিক নামে এক বিচারপতি। তাও যে সে বিচারপতি নয়, হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। ব্রিটিশ নাগরিক বিচারপতি হয় কী করে? এমন নিম্নস্তরের নিম্নমানের অখাদ্য ধরনের মানুষ শেখ হাসিনার প্রিয় পাত্র ভাবা যায়? শামসুদ্দিন মানিক একবারও যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে লন্ডনে থেকেই মুক্তিযোদ্ধা। এক মহা-প্রতারক। শামসুদ্দিন মানিক মুক্তিযোদ্ধা হলে লন্ডনে মুক্তিযুদ্ধের জন্য আন্দোলনরত আরও বেশ কয়েক হাজার লোকের মুক্তিযোদ্ধা হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয়নি। শামসুদ্দিন মানিকের তখন যে অবস্থা এবং অবস্থান, পোস্টার লাগানোর যোগ্যতাও ছিল না। '৯০ সালে আমি একবার তার লন্ডনের বাড়ি গিয়েছিলাম। তার ছটফটানি আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। এমনিতেই আমার কাছে ছটফট করা মানুষ পছন্দের না। দুই-তিনবার সভা-সমাবেশে দেখা হয়েছে। কথাবার্তা একদম ভালো লাগেনি। একবার হঠাৎ শুনলাম কোনো টকশোতে এক মহিলাকে 'রাজাকার ফাজাকার' বলে চেয়ার ছেড়ে তেড়ে গিয়েছিলেন। এমনিতে মহিলা, তার ওপর লাখো মানুষ যে অনুষ্ঠান দেখছে, তার মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে কাউকে মারতে যাওয়া- সে তো মানুষের মধ্যেই পড়ে না। অথচ সেই ছিল সরকারের এক মস্তবড় মুখপাত্র। কারও এ ধরনের মুখপাত্র থাকলে তার পতনের জন্য আর অন্য কাউকে লাগে না, লাগেওনি। ভদ্রলোক এই সেদিন সিলেটের কোনো সীমান্ত থেকে কলার পাতায় শুয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। মানুষের যে একটা সামান্য মান-মর্যাদা থাকে, ভদ্রলোকের তাও নেই। আমি গামছা ব্যবহার করি, আমার দলীয় মার্কা গামছা। ছোটবেলায় গ্রামেগঞ্জে, হাটে-বাজারে দেখেছি কেউ অন্যায় করলে চুরি-চামারি করলে তার গলায় গামছা দিয়ে টেনেহিঁচড়ে বিচার করা হয়। শামসুদ্দিন মানিকের ব্যাপারটা অনেকটাই সেরকম। কেউ একজন একটা কিছু গলায় পেঁচিয়ে ধরে আছে। এই হলো বিচারপতি শামসুদ্দিন। দুঃখ রাখার জায়গা নেই।

গতকাল থেকে মেট্রোরেল আবার চালু হয়েছে। যারা মেট্রোতে যাতায়াত করতেন তারা অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। মেট্রো যেদিন আক্রান্ত হয় তার দু-এক দিন পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গিয়েছিলেন ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে। তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। অথচ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে কত মানুষ মারা গেছে, কোনো জায়গায় তিনি কাঁদেননি। আমার কাছে খারাপ লেগেছে। কত দিন থেকে বলে আসছি, দেশে যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে সেটা এক টাকার ঘোড়াকে দশ টাকার দানা খাওয়ানোর মতো। মেট্রোরেলের দুইটা স্টেশন ভাঙচুরের পরই বলা হয়েছিল এটা ঠিক করতে এক-দুই বছর লাগবে, টাকা লাগবে ৫-৭'শ কোটি। কী তাজ্জব ব্যাপার! ২০ দিনও লাগেনি আবার চালু হয়ে গেছে। টাকা ৫-৭'শ কোটির জায়গায় ৩০-৪০ কোটির বেশি লাগবে না। এই ছিল শেখ হাসিনার আমলের উন্নয়ন, উন্নয়নের গতিধারা। এক টাকার ঘোড়াকে দশ টাকার দানা খাওয়ানো, হাজার টাকার কাজ দশ হাজার টাকায় করা। কিছু লোকের পকেট ভারী। এসব থেকে রক্ষার কোনো পথ এবং সুযোগ ছিল না। জাতিকে প্রতারিত করতে করতে এমন ক্ষোভ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, মানুষ ফেটে পড়েছিল। যার ফল বহন করছে সাধারণ আওয়ামী লীগাররা। চোর চোট্টা ধড়িবাজ যারা টাকা-পয়সা কামিয়েছে, তাদের বস্তায় বস্তায় নষ্ট হলে কিছু যায় আসে না, অঢেল আছে নষ্ট হলে কত আর হবে। ছিটেফোঁটা যা থাকবে তাই চৌদ্দ পুরুষ বসে খেতে পারবে। মরণ হলো ভালোদের, যারা সত্যিকারে দেশের সেবা করতে চেয়েছে তাদের কষ্টের শেষ নেই। সেদিন দেখলাম ইসহাক আলী পান্না নামে এক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান তরতাজা যুবক হঠাৎই মেঘালয়ের শিলংয়ের কাছে মারা গেছে। কেউ বলছে পা পিছলে খাদে পড়ে, কেউ বলছে গুলি লেগে, আবার কেউ কেউ বলছে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে। কোনটা সত্য কিছুই জানি না। কিন্তু ইসহাক আলী পান্নাকে '৯২-'৯৩ সালে কোনো এক দিন বিয়ানীবাজারে পেয়েছিলাম। বিয়ানীবাজার কলেজের নবীনবরণ অথবা সমাবর্তনে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে গিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিরোধ-প্রতিবাদে ১৬ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে কেবলই দেশে ফিরেছিলাম। তাই চাহিদা ছিল সর্বত্র। যেখানে যেতাম সেখানেই হাজার মানুষের ভিড়। নবীনবরণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ ভালো লেগেছিল। ওর পরে ইসহাক আলী পান্না প্রায়ই আমার খোঁজখবর নিত। স্বাধীনতার আগে বড়রা আমাদের ছোটদের যেমন খোঁজখবর নিতেন, স্বাধীনতার পর আমিও অনেকের খোঁজখবর নিয়েছি, এখনো নেই। ইসহাক আলী পান্না ছিল আমার অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে প্রথম কাতারের। আমি আওয়ামী লীগ ছাড়লে ইসহাক আলী পান্নার যথেষ্ট অসুবিধা হয়। কারণ আওয়ামী লীগ খোলা চোখে দেখে না। তারা দুই চোখে দুই রকম দেখে। একটায় তেল আরেকটায় নুন। ইসহাক আলী পান্নাকে আরও বেশি করে কাছে পেয়েছিলাম ভোলার চরফ্যাশনে অধ্যক্ষ নজরুল ইসলামের আকস্মিক মৃত্যুতে এক উপনির্বাচনে। নেত্রী হাসিনার সঙ্গে সাগর লঞ্চে ভোলা গিয়েছিলাম। '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের মহানায়ক তোফায়েল আহমেদের ভোলার বাড়িতে খেয়ে চরফ্যাশনে গিয়েছিলাম। সেখানে ছিলাম প্রায় ১৬ দিন। সেকান্দার হাওলাদারের সাগর লঞ্চেই খুব সম্ভবত ফিরেছিলাম। সেই যাত্রায় চরফ্যাশন, মনপুরার এমন কোনো জায়গা ছিল না, যেখানে যাইনি এবং যেখানে রাত সেখানেই কাত মানে সেখানেই রাতযাপন করেছি। কোনো আপন-পর ভেবে দেখিনি, নিরাপত্তার কথা ভাবিনি। লোকজন বড় যত্ন করে থাকতে দিয়েছে, খেতে দিয়েছে। দু-একবার বিরোধী প্রার্থীর সমর্থকদের বাড়িতেও রাত কাটিয়েছি। তারা বেশুমার যত্ন করেছে। সেই কদিন ইসহাক আলী পান্না ছায়ার মতো পাশে পাশে কাছে কাছে ছিল। আমার পক্ষে যখন যা করা সম্ভব করেছি, টাকা-পয়সা দিয়েছি। তখন কারও চাহিদা খুব বেশি ছিল না। তাই আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না। বিএনপির প্রার্থী ছিল শহীদ মালিতা, আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাফরউল্যাহ। বেশ বড়সড়ো মাছ ব্যবসায়ী। আওয়ামী লীগ সেই সময় থেকে পচতে শুরু করেছিল। কারণ সেই তখন থেকে আওয়ামী লীগ টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আগে নৌকার ক্রয়মূল্য ছিল দেশপ্রেম-শ্রম-ঘাম-সততা আর সেই তখন থেকে শুরু হয়েছিল অর্থবিত্ত। নৌকা অর্থে বিক্রি হতো। অন্য প্রতীকও এখন অর্থে বিক্রি হয়। কিন্তু হুজুর মওলানা ভাসানীর নৌকা, বঙ্গবন্ধুর নৌকা অর্থে বিক্রি হতো না। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে পদ-পদবি যেমন বিক্রি হতো, প্রতীকও বিক্রি হতো। যার পরিণতি এমন ভয়াবহ হয়েছে।

গত ১৬ আগস্ট শুক্রবার টুঙ্গিপাড়ায় পিতার কবরের পাশে জুমার নামাজ আদায় করতে চেয়েছিলাম। সম্ভব হয়নি। তাই আশা করি, ৩০ আগস্ট টুঙ্গিপাড়ায় জুমার নামাজ আদায় করে পিতার কবরে ফাতেহা পাঠ করব। জানি না আর কত দিন বা কবার পিতার কবরে যেতে পারব। কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ তাঁকে বুকে লালন করে, ধারণ করে দেশের মানুষের সেবায় বেঁচে থাকব বা থাকতে চাই। পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ আমাকে সেই সুযোগটুকু দিলেই হলো।

লেখক : রাজনীতিক

মার্কিন নির্বাচনে মুসলিম ভোটের দাম বাড়ল যেভাবে

ডালিয়া মোগাহেদ ও সাহের সেলোদ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা তীব্র হচ্ছে। বিশেষ করে দোদুল্যমান ভোটার অধ্যুষিত যে কয়টি এলাকায় ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়ে থাকে সেসব এলাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যদিও মুসলমানরা আমেরিকান জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ; তারপরও তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোট ব্যাংক। কারণ তাঁরা এমন সব দোদুল্যমান অঞ্চল বা সুইং স্টেটগুলোতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছেন যেখানে অতি অল্প ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনী ফল নির্ধারিত হয়ে থাকে।

এই নির্বাচনী চক্রে মুসলিম সম্প্রদায় একটি একক রাজনৈতিক ইস্যুতে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এবার অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। সেই ইস্যুটি হলো গাজা যুদ্ধ।

এই বাস্তবতায় যে প্রার্থীই মুসলিম ভোটারদের বড় অংশের ভোট পেতে চাইবেন, তাঁকেই ফিলিস্তিনে রক্তপাত বন্ধের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবিগুলোকে আমলে নিতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান এমগেজ অ্যান্ড চেঞ্জ রিসার্চ এবং ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল পলিসি অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং (আইএসপিইউ)-এর একটি যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদনে এমনটিই বলা হচ্ছে।

গত জুনের শেষ থেকে জুলাইয়ের শুরু নাগাদ জরিপটি চালানো হয়। জর্জিয়া, পেনসিলভানিয়া এবং মিশিগান–এই তিনটি সুই স্টেটের মুসলমানেরা ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোন কোন প্রার্থীকে ভোট দিতে চান তার ওপর জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়।

ওই জরিপে আমরা দেখেছি, ২০২০ সালে যে মুসলমানেরা ডেমোক্রেটিক দলের বড় সমর্থক ছিল, গাজা যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অবস্থানের কারণে তারা তার তীব্র বিরোধিতাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

২০২০ সালে এই অঙ্গরাজ্যগুলোতে ৬৫ শতাংশ মুসলমান ভোটার বাইডেনকে ভোট দিয়েছিল। এই ভোট তাঁর নির্বাচনী জয়ের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল কারণ তিনি খুব সংকীর্ণ ব্যবধানে গুরুত্বপূর্ণ সুইং স্টেটগুলোতে জিতেছিলেন। জর্জিয়ায় বাইডেন মাত্র ১২ হাজার ভোটে জিতেছিলেন; আর ওই অঙ্গরাজ্যে ৬১ হাজারের বেশি মুসলমান ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। একইভাবে পেনসিলভানিয়ায় বাইডেন ৮১ হাজার ভোটে জিতেছিলেন এবং সেখানে ১ লাখ ২৫ হাজার মুসলমান ভোট দিয়েছিল।

অথচ এই অঙ্গরাজ্যগুলোতে চালানো জরিপে এখন দেখা গেছে, সেখানে মাত্র ১২ শতাংশ ভোটার বাইডেনকে ভোট দিতে রাজি ছিলেন। যে সময়টাতে জরিপটি চালানো হয়েছিল, সে সময় বাইডেন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন। সে সময়ে কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে আসেননি। তবে এই জরিপ থেকে বোঝা যায়, বাইডেনের গাজা যুদ্ধ নীতি যদি ডেমোক্রেটিক পার্টি অনুসরণ করার আভাস দেয় তাহলে মুসলিম ভোটাররা বাইডেনকে যেভাবে সমর্থন দেওয়া থেকে সরে এসেছে, কমলা হ্যারিসের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থানে থাকবে।

এর মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায়, ডেমোক্রেটিক পার্টিকে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমান ভোটারদের যে একচেটিয়া সমর্থন ছিল, তাদের সেই মোহ ভেঙে গেছে। গাজার যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান ভোটারদের যেভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে, অন্য কোনো ইস্যু স্মরণকালের মধ্যে তা করতে পারেনি।

আইএসপিইউ ২০২০ সালে আমেরিকান মুসলমানদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। সেই জরিপে দেখা গিয়েছিল, মুসলমানদের ভোটদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা (১৯ শতাংশ), অর্থনীতি (১৪ শতাংশ) এবং সামাজিক ন্যায়বিচার (১৩ শতাংশ) শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকারের বিষয় ছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের জরিপে জর্জিয়া, পেনসিলভানিয়া ও মিশিগানের মুসলমানদের ৬১ শতাংশই ভোটদানের ক্ষেত্রে গাজা যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

সাহের সেলোদ আইএসপিইউ-এর গবেষণা পরিচালক

শেখ হাসিনার পতন রহস্য

আলম রায়হান

সরকার আসে সরকার যায়- এটি সাধারণ বিষয়। আর স্বৈরাচারী হলে নানান অপকৌশলে মেয়াদ প্রলম্বিত করতে পারে। কিন্তু কোনো সরকারেরই মেয়াদ কেয়ামত পর্যন্ত অথবা অন্তকালের হয় না। এটি বিশ্বে বারবার প্রমাণিত সত্য, বাংলাদেশেও এর উদাহরণ আছে। কাজেই এটি ধ্রুব সত্য ছিল, শেখ হাসিনা সরকারেরও পতন হবে। বিষয়টি ছিল কেবল সময়ের বিষয়। তবে এ সময়ের সীমা নিয়ে অনেকের মধ্যেই হতাশা ছিল। এখানে একটি মস্ত ভুল ছিল। যে ভুল আওয়ামী লীগ সরকারও করেছে, করেছে আমজনতাও। ক্ষমতাসীনরা কেবল শেন নজর রেখেছে বিএনপির দিকে। জনতাও ভরসা রাখতে চেয়েছে বিএনপির ওপর। কিন্তু বিএনপি কার্যকর কিছুই করতে পারছিল না। ফলে দেশের মানুষ হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যখন ধরে নিয়েছিল, 'শেখ হাসিনার জীবদ্দশায় আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হওয়ার নয়! ঠিক তখনই আবাবিল পাখির মতো ছাত্ররা, সঙ্গে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ মরণপণ লড়াইতে রাস্তায় নামল। ফলে আওয়ামী সরকারের পতন কেবল নয়, শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো! যা কেউ ভাবেওনি, তাই ঘটল। তবে এটি কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়। এটি শেখ হাসিনার অর্জিত পাপের ফল। প্রশ্ন হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুকন্যা এ মহাপাপ অর্জন করলেন কীভাবে?

শেখ হাসিনা হয়তো সুলতান সুলেমান হতে চেয়েছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার অমলকান্তি যেমন হতে চেয়েছিল রোদ্দুর। একই কবিতায় বলা হয়েছে- 'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।' যা অমলকান্তির প্রত্যাশার বিপরীত। তেমনই শেখ হাসিনা সুলতান সুলেমান হতে পারেননি, হয়েছেন রোমানিয়ার চসেস্কু। যা বঙ্গবন্ধুকন্যার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তবুও এটি বাস্তবতা। কারণ শেখ হাসিনা সুলতান সুলেমানের পথে হাঁটেননি, এগিয়েছেন চসেস্কুর পথে। জানা কথা, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শাসকদের একজন সুলতান সুলেমান। ইতিহাস বলে, সুলতান সুলেমান ছিলেন প্রজাবৎসল এবং ন্যায়পরায়ণ। ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ করেননি। কখনো আপস করেননি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্নে। কিন্তু শেখ হাসিনা এসব প্রশ্নে একেবারে উলটোপথের পথিক, উলটো হাওয়ার পন্থি। দেশ শাসন করতে গিয়ে তিনি নিষ্ঠুরতা দমনপীড়নের পাঠ পুরোটাই নিয়েছেন। ফলে ক্ষমতা ত্যাগ করা কেবল নয়, দেশ থেকেও পালাতে হয়েছে তাকে। যাকে উড়ন্ত পলায়নও বলা চলে! কারণ তিনি হেলিকপ্টারে উড়ে পালিয়েছেন। ফলে কোনো বিচারেই তাকে সুলতান সুলেমানের সঙ্গে মেলানোর উপায় নেই। বরং অনেকটাই মেলানো যায় চসেস্কুর সঙ্গে। পতনের এক সপ্তাহের মধ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু ছাড়া আর সবকিছুই এখন পর্যন্ত হুবহু মিলে যাচ্ছে শেখ হাসিনার সঙ্গে। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে রোমানিয়ার দীর্ঘকালীন স্বৈরশাসক নিকোলাই চসেস্কুও হেলিকপ্টারে করে উড়ন্ত পলায়ন করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তিনি ধরা পড়েছেন এবং ফায়ারিং স্কোয়াডে জীবন দিয়েছেন। তাদের দুজনের মধ্যে অনেকটাই মিল আছে। শাসনামলে নিকোলাই চসেস্কু রোমানিয়ায় শ্রমশিবির, গুপ্তহত্যা ও প্রহসনমূলক বিচারে কয়েক লাখ মানুষকে হত্যা করেছিলেন। যে কারণে তাকে কার্পেথিয়ানের কসাই বলে অভিহিত করা হয়। চসেস্কু প্রকটভাবে একনায়ক শ্রেণিভুক্ত, তিনি ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্টেট কাউন্সিলের সভাপতি ও একই সঙ্গে ১৯৭৪ সাল থেকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে রোমানীয় বিপ্লবে তার উৎখাত ও মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। তিনিও শেখ হাসিনার মতো হেলিকপ্টারে পলায়ন করেছিলেন। তার শাসনামলে স্থিতিশীলতার মেয়াদ ছিল স্বল্প। তার সরকার দ্রুত একচ্ছত্রবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সেই সময়ে পূর্ব ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়নকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তার গোপন পুলিশ বাহিনী, গণনজরদারির পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে গুরুতর দমনপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং গণমাধ্যম ও সংবাদপত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য চসেস্কুর নীতিমালার কারণে দেশটিতে অনিরাপদ গর্ভপাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে অনাথ-এতিমের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ১৯৭০-এর দশকে তেল উত্তোলনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনায় রোমানিয়া আকাশচুম্বী বৈদেশিক ঋণের জালে আটকে পড়ে। ১৯৮২ সালে চসেস্কু এ ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় দেশের কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের বেশির ভাগ রপ্তানি করার নির্দেশ দেন। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দেখা দেয় এবং প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। গণচীন ও উত্তর কোরিয়া ভ্রমণের পর তিনি তার একক ব্যক্তিত্বের সংস্কৃতি গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে বৈদেশিক সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও তার সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকে চসেস্কু রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ১৭ ডিসেম্বর সামরিক বাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। ফলে অনেক হতাহত হয়। এ ঘটনায় সারা দেশে ব্যাপক দাঙ্গা ও নাগরিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষোভ বুখারেস্ট পৌঁছানোর পর রোমানীয় বিপ্লব নামে পরিচিতি লাভ করে। চসেস্কু ও তার স্ত্রী এলেনা একটি হেলিকপ্টারে রাজধানী থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী বেঁকে বসায় তারা সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন। বিচার এবং অর্থনৈতিক নাশকতা ও গণহত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় উভয়কেই মৃত্যুদন্ডের সাজা প্রদান করা হয় এবং ১৯৮৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় পতনের এক সপ্তাহের মধ্যেই।

এদিকে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে পালানোর বিরল সুযোগ পেয়ে এখন পর্যন্ত ভারতের দিল্লিতে নিরাপদে আছেন। এ নিয়ে যেমন নানান প্রশ্ন আছে, তেমনই প্রশ্ন আছে তিনি না পালালে কী হতো। এসব প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের জন্য তোলা থাক। আসা যাক আমজনতার চলমান প্রশ্নে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, শেখ হাসিনাকে কেন পালাতে হলো, তার পতনের রহস্য কী! জনরোষের মুখে শেখ হাসিনার পলায়নের ঘটনায় আবার প্রমাণিত হলো, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন কাঠামো দাঁড় করিয়ে তাকে ইস্পাতকঠিন ভাবা হলেও তা আসলে পাটখড়ির চেয়ে বেশি কিছু নয়। এ কারণেই ১৯৯৬ সালের এক মেয়াদ এবং পরে টানা তিন মেয়াদ পেরিয়ে চতুর্থ দফায় সাত মাস অতিক্রম করে আর টিকতে পারেননি শেখ হাসিনা। যদিও তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। এ বাসনায় তিনি স্থাপন করেছেন নৃশংসতার চরম দৃষ্টান্ত। রোমানিয়ায় সেনাবাহিনী গুলি চালিয়েছে, বাংলাদেশে চালিয়েছে পুলিশ এবং আওয়ামী বাহিনী। অবশ্য পুলিশের ইউনিফর্মের মধ্যেও দলীয় ক্যাডার ছিল বলে ধারণা অনেকেরই। লাশের ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে চেয়েছেন শেখ হাসিনা। যে পথে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানও হাঁটেননি। হয়তো শেখ হাসিনা জেনারেল টিক্কা খানকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে তাকে অনুপ্রেরণা প্রদানকারী জেনারেল ইয়াহিয়া খানসম ব্যক্তি, শক্তি অথবা রাষ্ট্রটি হয়তো ইতিহাসে এক দিন নির্ধারিত হবে।

শেখ হাসিনার ক্ষমতা নবায়নের কৌশল হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচন। অবশ্য একে কোনোভাবেই নির্বাচন বলা যাবে না। যদিও এ নির্বাচনের মাধ্যমেই শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় থাকার সাংবিধানিক অধিকার লাভ করেন। এ ধারায় তিনি নির্বাচনে ভোটের বাক্স প্রকারান্তরে সিলগালা করে দিয়েছিলেন। সবারই ধারণা হয়েছিল ব্যালটের মাধ্যমে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিদায় হবে না; কিন্তু বিদায় হয়েছে, শিশু-কিশোর-যুবক-ছাত্র-জনতার রক্তের মূল্যে। যুগে যুগে অটোক্রেটিক শাসকরা প্রধানত দুটি কাজ করে। এক. সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্রকে তুষ্ট রাখা। দুই. জনগণের সামনে দৃশ্যমান কিছু করা এবং পেটে কিছু দেওয়া। শেখ হাসিনা ও চসেস্কু এমনটাই করেছেন। বুখারেস্টে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কার্যালয়ের বাইরে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হওয়ার সেই দৃশ্য; আর সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত যখন লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'সেনারা আমাদের সঙ্গে আছে।' যে সেনাবাহিনী কয়েকদিন আগেও বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছিল, তারাই জনগণের পাশে দাঁড়াল। এদিকে হাসিনা সরকার চাইলেও বাংলাদেশের জনপ্রিয় সেনাবাহিনী জনতার ওপর গুলি চালায়নি। আর বাংলাদেশেও বাঁকবদলের মুহূর্তটি আসে, যখন সেনাবাহিনী এটা পরিষ্কার করে দেয় যে, তারা প্রতিবাদী-বিক্ষোভকারীদের দমনে বলপ্রয়োগ করবে না। ফলে গুলি বিনিময়ের বদলে ফুল বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে শেখ হাসিনার সব ইকোয়েশন এলোমেলো হয়ে যায়। তার সাজানো সরকার কাঠামো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। অনেকেই মনে করেন, ছাত্র ও গণ আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার পতনের পেছনে একগুঁয়েমি, মজ্জাগত অহম ও অতি আত্মবিশ্বাসই প্রধান কারণ। একক কর্তৃত্বের শাসনে শেখ হাসিনার সরকার সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমা বিশ্বকে শত্রু বানিয়ে শেষ পর্যায়ে ভূরাজনীতিতেও প্রায় একা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ৫ আগস্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার ঘটনা ঘটে। পদত্যাগের আগে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বোধগম্য কারণেই সেই সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি। পদত্যাগ করে দুপুর আড়াইটার দিকে গণভবন থেকেই একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে শেখ হাসিনা ভারতের উদ্দেশে বাংলাদেশ ছাড়েন। তার ছোট বোন শেখ রেহানা সঙ্গে ছিলেন। চসেস্কুর সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী। কী অদ্ভুত মিল!

চসেস্কুর মতোই দীর্ঘ শাসনে সবাইকে খেপিয়ে তুলেছিলেন শেখ হাসিনা। তার সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। আর রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের বাইরে অন্য সব দল সরকারবিরোধী অবস্থানে চলে যায়। ১৪ দলেও ছিল অসন্তোষ। ফলে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক দিক থেকেও একা হয়ে পড়েন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনেও সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ার পরও শেখ হাসিনা শক্ত অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি পলায়নের আগের দিন ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সহযোগী সংগঠনগুলোকে মাঠে নামিয়ে শক্তি প্রয়োগে আন্দোলন প্রতিরোধের চেষ্টা করিছিলেন শেখ হাসিনা। এতে কোনো ফায়দা হয়নি। বরং সারা দেশে সংঘাত-সংঘর্ষে ওইদিনই অন্তত ১০০ জন নিহত হয়। এরপরও শক্ত হাতে দমনের কথা বলা হচ্ছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন শেখ হাসিনা। পতনের সব আলামত অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়ার পরও সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত গণভবনে সরকারের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মন্ত্রী ও কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন। ক্রমাগত চাপ বাড়ার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু চাপ বাড়তেই থাকে। ফলশ্রুতিতে সবার কাছেই স্পষ্ট হয়, সময় শেষ। এরপর একগুঁয়েমি ত্যাগ করে শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

স্মরণ করা যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকার সময়ও ১৪ জুলাই শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের অতি সাধারণ দাবি নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তিনি 'রাজাকার' শব্দও ব্যবহার করেছিলেন। এতে তার একগুঁয়েমি ও অহংকারের বিষয়টিই নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। সামগ্রিক অবস্থায় শিক্ষার্থীরা ফুঁসে ওঠে। আন্দোলন আরও জোরালো হয়। সেই আন্দোলন দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করায় ১৭ জুলাই থেকে কয়েকদিনে সারা দেশে প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে থাকে, যা হাজার ছাড়িয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরপর সেনাবাহিনী নামিয়ে কারফিউ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সরকার পতনের এক দফার আন্দোলন আরও জোরদার হয়। অন্তত ১ হাজার আদম সন্তানের প্রাণ কেড়ে নিয়েও মসনদ রক্ষা করতে পারেননি শেখ হাসিনা। এজন্য অভ্যন্তরীণ বিষয় কেবল নয়, ভূরাজনীতিতে শেখ হাসিনার সরকারের ভারতনির্ভরতাও বিপদ ডেকে এনেছে। যদিও এ ভারতনির্ভরতার কারণেই পরপর তিনটি কলঙ্কিত নির্বাচনের তামাশা করেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পেরেছেন শেখ হাসিনা। ভারতের পাশাপাশি চীনের সঙ্গেও একটা সম্পর্ক রেখে চলছিলেন তিনি। এ ছিল ব্যাঙ হয়ে সাপের মুখে চুমো দেওয়ার মতো বিষয়। কিন্তু এ কৌশলে কোনো ফল হয়নি। ফলোদয় না হওয়ার বিষয়টি অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়েছে গত ৭ জুলাই শেখ হাসিনার চীন সফরের মধ্য দিয়ে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল অনেক দিন ধরেই। বিভিন্ন সময় শেখ হাসিনাসহ তার নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করেছেন। সর্বশেষ গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন বেড়ে যায়। এ ধারায় চলতে চলতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হাসিনা সরকার। যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ৫ আগস্ট পতন এবং পলায়ন। আওয়ামী লীগের নেতাদেরই কেউ কেউ মনে করছেন, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে নিজের এতদিনের রাজনৈতিক অর্জন ধ্বংস করলেন। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া দল আওয়ামী লীগের অস্তিত্বকেও হুমকিতে ফেলেছেন। অবশ্য আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্যরকম কথা বলেছেন বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত। এজন্য তাকে বড় ধরনের খেসারত দিতে হয়েছে।

লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

অর্থ পাচার হওয়া শীর্ষ ১০

সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) কার্যালয়ে গত ২৭ আগস্ট মঙ্গলবার বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এ সব কথা বলেন।

যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্য কোনো দেশের নাম আর উল্লেখ করেননি অর্থ উপদেষ্টা। সরকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় প্রথম একটি কৌশলপত্র তৈরি করেছিল ২০১৫-১৯ সময়ের জন্য। এর নাম ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফাইন্যান্স অব টেররিজম। পরে আরেকটি কৌশলপত্র করা হয় ২০১৯-২১ সময়ের জন্য। এর পর আর কৌশলপত্র হয়নি। আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুযায়ী এ কৌশলপত্র তৈরি করাটা একটা চর্চা, যা প্রায় সব দেশই করে থাকে।

কৌশলপত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হওয়া শীর্ষ ১০ দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ক্যামেন আইল্যান্ড এবং ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড। এছাড়াও কয়েকটি দ্বীপরাষ্ট্রসহ উন্নত কয়েকটি দেশ, যাদের ট্যাক্সহ্যাভেন বা কর ফাঁকির অভয়ারণ্য বলা হয়। এর মধ্যে শীর্ষ ১০-এ আছে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, কেম্যান আইল্যান্ড, বারমুডা, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, হংকং, জার্সি, সিঙ্গাপুর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বছরে গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ মার্কিন ডলার পাচার হয়। আর সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থ ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি।

পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে যুক্তরাজ্য কী ধরনের সহায়তা করবে-এ বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি। এগুলো কারিগরি বিষয়। পাচার করা অর্থ বিদেশ থেকে ফেরত আনার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কাজ করছে।

দেশে ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়ন হলে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে এবং এই পরিবেশ তৈরির জন্য দরকার আর্থিক খাতের সংস্কার এমন মন্তব্য করে অর্থ উপদেষ্টা জানান, সরকার ব্যবসায়ের পরিবেশ আরও সহজ করতে চায়। এ জন্য সংস্কারের কাজ চলছে। সংস্কার করা হবে পুঁজিবাজার ও ব্যাংকসহ পুরো আর্থিক খাতে।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, যুক্তরাজ্য সরকার থেকে সরকার (জিটুজি) ভিত্তিতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে। সে দেশের বড় বড় বাণিজ্য খাতও কাজ করবে বাংলাদেশে। এ ছাড়া শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও শিশু সুরক্ষায় কাজ করবে দেশটি।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেন, উভয় দেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে ব্যবসায়ের পরিবেশের উন্নতি হলে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে। আর ব্যবসায়ের পরিবেশের উন্নয়নের জন্য যে ধরনের সংস্কার বাংলাদেশ হাতে নেবে, সেগুলোর পাশে থাকবে যুক্তরাজ্য সরকার।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেন, আলোচনা হয়েছে কীভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমকে সমর্থন করতে পারে যুক্তরাজ্য। কীভাবে দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বাড়তে পারে সে ব্যাপারেও

নির্বাচন কবে সেটি রাজনৈতিক

আমরা ক্রমাগতভাবে সবাইকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে যাবো যাতে হঠাৎ করে এই প্রশ্ন উত্থাপিত না হয় আমরা কখন যাবো। তারা যখন বলবে আমরা চলে যাবো। আমরা সংস্কারের অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশনকেও সংস্কার করবো। কমিশনকে যেকোনো সময় আদর্শ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রাখবো।

ড. ইউনূস বলেন, আমরা জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ঐক্যর মধ্যদিয়ে নিশ্চিত করা হবে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী সবাই এদেশের নাগরিক এবং সমান আইনের সুরক্ষার অধিকারী। তাদের সবার মানবিক অধিকারসহ অন্যান্য সব অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এজন্য আমি উপদেষ্টা পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন বিশেষ সহকারী নিয়োগ দিয়েছি যার দায়িত্ব হবে জাতীয় সংহতি উন্নয়ন।

তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন সংস্কারের কাজ শুরু করেছি। দেশবাসীকে অনুরোধ করবো, একটা আলোচনা শুরু করতে আমরা সর্বনিম্ন কী কী কাজ সম্পূর্ণ করে যাবো, কী কী কাজ মোটামুটি করে গেলে হবে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা দিকনির্দেশনা পেতে পারি। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক আলোচনা থেকেই আসবে। এই দিকনির্দেশনা না পেলে আমরা দাতা সরকার এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে আলোচনায় দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারছি না।

জুলাই-আগস্ট মাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তিনি বলেন, তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিয়ে আপনাদের কাছে কিছু কথা বলতে চাই। স্মরণাতীত কালের ভয়াবহ বন্যায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বা যারা সর্বস্ব হারিয়েছেন, যারা দুঃসহ জীবনযাপন করেছেন তাদের স্মরণে রেখে কথা বলছি। বন্যাদুর্গতদের জীবন দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ সরকারি- বেসরকারি পর্যায়ে নেয়ার আয়োজন করেছি। ভবিষ্যতে সব ধরনের বন্যা প্রতিরোধে আমাদের অভ্যন্তরীণ এবং প্রতিবেশীদর সঙ্গে যাতে যৌথভাবে নেয়া যায়, সে আলোচনা শুরু করছি।

ড. ইউনূস বলেন, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে লাখো মা-বোনের আত্মদানের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছিলাম, তা ফ্যাসিবাদ এবং স্বৈরাচারের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনারা দেখেছেন আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তারা কীভাবে শেষ করেছে। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে দুর্নীতি। এমন এক দেশে আমাদের দেশ রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে স্বৈরাচারের পিয়ন দুর্নীতির মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকার সম্পদ করার মতো অকল্পনীয় কাজ করে গেছে নির্বিবাদে। শিক্ষা খাতকে পঙ্গু করে দিয়েছে, ব্যাংকিং ও শেয়ারবাজার খাতে লুটপাট, প্রকল্প ব্যয়ে বিশ্বরেকর্ড, অবাধ সম্পদ পাচার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে নিজ দলের পুতুলে রূপান্তর, বাকস্বাধীনতা হরণ, মানবাধিকার হরণ এসব হিমশৈলের অগ্রভাগমাত্র। ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ফ্যাসিবাদী সরকার খর্ব করেছে জনগণের সাংবিধানিক ক্ষমতা ও অধিকার। দুঃশাসন, দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার নিপীড়ন, বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে জনসুরক্ষা বিপন্ন করেছে। জনগণকে নির্যাতন ও বঞ্চনা ও বৈষম্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নতুন প্রজন্মের মানুষসহ কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকার বছরের পর বছর হরণ করেছে। মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে স্বৈরাচার তার নিজের, পরিবারের ও দলের কিছু মানুষের হাতে দেশের মালিকানা তুলে দিয়েছে।

তিনি বলেন, কিন্তু এই দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েই আমাদের গড়তে হবে স্বপ্নের বাংলাদেশ। বৈষম্যহীন, শোষনহীন, কল্যাণময় এবং মুক্ত বাতাসের রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন নিয়ে ছাত্র-জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আমি তাদের সেই স্বপ্নপূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। আপনাদের সবাইকে এই শুভ লগ্নে তাদের স্বপ্নপূরণে সব শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের স্বপ্ন আমাদের স্বপ্ন। জাতীয় জীবনে তরুণরা একটি মহাসুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমরা সবাইকে সুযোগ ব্যবহার করার কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি, বলেন তিনি।

ড. ইউনূস বলেন, গণরোষের মুখে ফ্যাসিবাদী সরকার-প্রধান দেশত্যাগ করার পর আমরা এমন একটি দেশ গড়তে চাই যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার থাকবে পুরোপুরি সুরক্ষিত। আমাদের লক্ষ্য একটিই। উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসামপ্রদায়িক বাংলাদেশ। আমরা এক পরিবার। আমাদের এক লক্ষ্য। কোনো ভেদাভেদ যেন আমাদের স্বপ্নকে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

যুক্তরাজ্যে ২৪ লাখ

শতাংশ শিশুর মধ্যে এ অ্যালার্জি-জনিত সমস্যা রয়েছে।

ব্রিটেনের আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে তাকে দেওয়া কোনো মেন্যুতে অ্যালার্জিক উপাদান থাকলে সেটা স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। রেস্টুরেন্টের সেবাদানকারী ব্যক্তিকে অনেকগুলো অ্যালার্জিক উপাদানের কোনো একটি খাবারে থাকলে তা মৌখিকভাবে জানিয়ে দিতে হবে। আর অনলাইনে ফুড অর্ডার করলে সেখানেও অ্যালার্জিক উপাদানের বিষয়ে জানাতে হবে। কিন্তু কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে কি এটি আসলেই জিজ্ঞাসা করা হয়? যদি জিজ্ঞাসা না করে আর ভোক্তার অ্যালার্জি থাকে তাহলে নিজ থেকে জানিয়ে দেবেন।

ব্রিটেনে ২০১৬ সালে ১৫ বছর বয়সী নাতাশা নামের এক কিশোরী খাদ্যে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার কারণে মারা যায়। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে প্রি-প্যাকড ফুডের ক্ষেত্রে আইন করা হয়। ২০২১ সালে 'নাতাশা ল' নামের এ আইন কার্যকর করা হয়। এ আইনের আওতায় যেকোনো রেস্তোরাঁ, রিটেইল শপ বা অন্য যেকোনো খাবার বিক্রির দোকানে ক্রেতা পণ্য নিতে এলে অ্যালার্জির বিষয়টি আগাম জানিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া এসব খাদ্যপণ্যের লেভেলেও অ্যালার্জির উপাদান থাকলে, থাকার বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। লন্ডনের অনেক শপ ঘুরে দেখা গেছে, অ্যালার্জির সতর্কতা বিষয়ক লেখা টাইপ করে দরজায় প্রবেশ পথের কাছে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০২২ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব লন্ডনের বার্কিংয়ে ১৩ বছর বয়সী হান্না জ্যাকবস কোস্টা কফি হট চকলেট পান করে অ্যালার্জিজনিত কারণে মারা যায়।

যতদূর জানা যায়, এই কোস্টা কফিতে গরুর দুধের উপাদান ছিল, আর গরুর দুধে হান্নার মারাত্মক অ্যালার্জি ছিল। এ বিষয়ে হান্নার মা জানিয়েছিলেন, তিনি বার্কিংয়ের বারিস্তায় একটি শাখায় গিয়ে এ হট চকলেট কেনেন তার মেয়ের জন্য। তবে এটা নেওয়ার আগে তার মেয়ের অ্যালার্জির কথা দোকানদারকে জানান। কিন্তু হান্না একটু চুমুক দেওয়ার পর তার শরীরে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত হান্না জ্যাকবস মারা যায়।

এরকম আরও অনেক ঘটনা হয়েছে এবং অনেকে অ্যালার্জিজনিত কারণে ভুক্তভোগী হয়েছেন। যা পুলিশ কেইস, আইন আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

ফুড অ্যালার্জির সচেতনতা, সাবধানতা ও করণীয় প্রসঙ্গে কুইন মেরী ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের শিক্ষক ডাক্তার রেজাউল করিম বলেন, ফুড অ্যালার্জি হলো এমন এক অবস্থা যেখানে শরীর নির্দিষ্ট খাবারের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়। এর লক্ষণগুলো সাধারণত হালকা হলেও কিছু ক্ষেত্রে খুবই গুরুতর হতে পারে। সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে ত্বকে চুলকানি বা ফোলাভাব, ঠোঁট, মুখ, চোখের ফোলাভাব, শ্বাসকষ্ট, হাঁচি, পেটের ব্যথা, মাথা ঘোরা এবং ডায়রিয়া অন্তর্ভুক্ত। গুরুতর প্রতিক্রিয়া হলে ঠোঁট, মুখ বা গলা ফোলা, শ্বাসকষ্ট, গলা আটকে আসা, ত্বক নীল বা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। খাদ্য অ্যালার্জি ইমিউন সিস্টেমের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল। চিংড়ি, শুঁটকি, বেগুন,গরুর মাংস, দুধ, ডিম, বাদাম প্রভৃতি সাধারণ অ্যালার্জিজনিত খাবার, এগুলো থেকে সাবধান থাকতে হবে।

প্রথম ধাপে করণীয়-চিকিৎসা হিসেবে অ্যালার্জিজনিত খাবার এড়িয়ে চলা। অ্যালার্জি পরীক্ষা, এন্টিহিস্টামিন এবং জরুরি অবস্থায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। খাদ্য অ্যালার্জি থাকলে খাদ্য লেবেল ভালোভাবে পড়া। তাছাড়া বন্ধু, পরিবার ও কর্মস্থলে বিষয়টি জানানো উচিত। অ্যালার্জি নিয়ে অবহেলা মোটেও উচিত নয়, কারণ কখনো কখনো এ থেকে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

রিমান্ডে মেনন-ইনু

আদালত। মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দারের আদালত নিউমার্কেট থানায় দায়ের করা ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় ইনুর ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এবং ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুর রহমানের আদালত আদাবর থানায় দায়ের হওয়া গার্মেন্টসকর্মী রুবেল হত্যা মামলায় মেননকে ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এসময় আসামিদের লক্ষ্য করে এজলাসের মধ্যেই ডিম ছুড়েন বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা।

এদিন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় আদালতে আনা হয় তাদের। ৫টা ১০ মিনিটে এজলাসে তোলা হয় রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনুকে। এজলাসের মধ্যেই তাদেরকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়েন কয়েকজন আইনজীবী। ডিম দেয়ালে লেগে ফেটে গিয়ে ইনু ও মেননের গায়ে এসে পড়ে। দুজনের শরীরেই ডিম লেপ্টে যায়। এদিন এজলাসে বিক্ষুব্ধ আইনজীবীদের দেখে অনেকক্ষণ হতাশ হয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলেন হাসানুল হক ইনু। এসময় রাশেদ খান মেননও অবাক চোখে আইনজীবীদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন।

এসময় দুইপাশে দু'জন পুলিশ সদস্য তাকে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। গারদে নিয়ে যাওয়ার পথে একজন আইনজীবী রাশেদ খান মেননের পিঠে জুতা দিয়ে চপেটাঘাত করতে দেখা যায়। এর আগে এজলাসে আনার সময়ও বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা আসামিদের লক্ষ্য করে ডিম ছুড়েন। এসময় তাদের ছোড়া ডিম আসামিদের শরীরে এসে পড়ে। এসময় আসামিদের লক্ষ্য করে আইনজীবীদের কিল-ঘুষি দিতেও দেখা যায়। এর আগে গত ২৬শে আগস্ট বিকালে উত্তরার একটি বাসা থেকে ইনুকে গ্রেপ্তার করে ডিবি'র একটি টিম। এরপর নিউমার্কেট থানায় দায়ের করা ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এ ছাড়া গত ২২শে আগস্ট রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে রাশেদ খান মেননকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর নিউমার্কেট থানার ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে ৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়।

মুসল্লিদের হত্যার হুমকি

বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। আমাদের টিম এই সময়ের মধ্যে সংঘটিত সকল অপরাধ তদন্ত করছে। আমরা মুসলিমদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি।'

এর আগে গত ২৯ জুলাই আয়োজিত নৃত্যকর্মশালায় ছুরিকাঘাতে তিন শিশুর মৃত্যু হয়। এছাড়াও আরো আট শিশু এবং দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। আহতরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

ঘটনার পর হঠাতই রটে যায়, আক্রমণকারী একজন শরণার্থী মুসলিম। তিনি নৌকাযোগে যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। এই ভুয়ো তথ্যকে কেন্দ্র করে সাউথপোর্টের শোকের আবহাওয়া পরিণত হয় ক্ষোভে, যার আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে যুক্তরাজ্যের একাধিক শহরে। ফলে সেখানে দাঙ্গা পরিস্থিতি দেখা দেয়। যদিও এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে অ্যাক্সেল মুগানওয়া রুদাকুবানার নামে এক তরুণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সূত্র : আরব নিউজ, বিসিসি

শুরু হচ্ছে অভিযান

হবে- ইংলিশ চ্যানেলে অভিবাসন-প্রত্যাশীদের বহনকারী নৌকাগুলো ঠেকানো এবং যেসব গ্যাং এই অভিবাসীদের ব্রিটেনে আনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের নির্মূল করা।

সেই সঙ্গে যেসব কেন্দ্রে অভিবাসীদের বন্দি রাখা হয়, সেগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যেসব প্রতিষ্ঠান বৈধ নথিবিহীন অভিবাসীদের কাজ করার সুযোগ দেয়, সেগুলোর বিরুদ্ধে তদন্তও করবেন তারা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠানে অবৈধ অভিবাসীদের নিয়োগের প্রমাণ পাওয়া গেলে, সেই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, ক্ষতিপূরণসহ বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা নেবে সরকার।

সেই সঙ্গে চলতি বছর শেষ হওয়ার আগে অন্তত হাজারের বেশি অবৈধ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

যুক্তরাজ্যের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত বছর মোট ১২ লাখ অভিবাসন-প্রত্যাশীর আগমন ঘটেছে। এই অভিবানপ্রত্যাশীদের ৮৫ শতাংশই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে থেকে আসা।

১৬ দিনে ৯৯ হত্যা মামলা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও ফতুল্লা, আশুলিয়া ও চট্টগ্রামে ১০টি, ২২ আগস্ট ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১০টি, ২৩ আগস্ট ঢাকাসহ সারাদেশে ১৪টি এবং ২৫ আগস্ট বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনাসহ দুটি ছাড়াও রাজধানীতে আরও ৯টিসহ মোট ৯৯টি মামলা হয়েছে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৭ মামলা হয়েছে। এসব মামলায় শেখ হাসিনাসহ অনেককে আসামি করা হয়েছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও এসব মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ছাড়াও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাবেক ডিবি প্রধান হারুন অর রশিদ, সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক হারুন অর রশিদ ছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-সংসদ সদস্যসহ দলটির স্থানীয় নেতাকর্মীদের আসামি করা হয়েছে।

আদালত প্রাঙ্গনে ডিম

৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গত শনিবার বিকেলে আদালতে হাজির করলে সিলেটের জ্যেষ্ঠ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ আলমগীর হোসাইন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আদালতে প্রবেশের সময় আদালত প্রাঙ্গণে থাকা দলবদ্ধ কিছু ব্যক্তি শামসুদ্দিন চৌধুরীকে বেধড়ক কিলঘুষি মারেন। অনেকে ডিম ছোড়ার পাশাপাশি জুতাও নিক্ষেপ করেন। কেউ কেউ শামসুদ্দিন চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে কটূক্তিমূলক স্লোগানও দেন এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে জখম করেন। আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা কোনোরকমে শামসুদ্দিন চৌধুরীকে আদালত ভবনে ঢোকান।

কারাগারের একটি সূত্র জানিয়েছে, শনিবার বিকেলে আদালত থেকে শামসুদ্দিন চৌধুরীকে শহরতলির বাদাঘাট এলাকায় সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক তাঁকে 'আনফিট' উল্লেখ করে ওসমানী হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী ওই দিন সন্ধ্যায় শামসুদ্দিন চৌধুরীকে হাসপাতালে আনা হয়।

ওসমানী হাসপাতালে শনিবার রাতে শামসুদ্দিন চৌধুরীর স্কোটাল ইনজুরির (অণ্ডকোষে আঘাত) কারণে অস্ত্রোপচার করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য ওসমানী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শিশির চক্রবর্তীকে সভাপতি করে আট সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

জাতির উদ্দেশে ভাষণে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

নির্বাচন কবে সেটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত

ঢাকা, ৩০ আগস্ট ২০২৪ : অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৫ আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণের শেষ দিকে তিনি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন কবে হতে পারে তার একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, একটা বিষয়ে সবাই জানতে আগ্রহী, কখন আমাদের সরকার বিদায় নেবে। এটার জবাব আপনাদের হাতে, কখন আপনারা আমাদের বিদায় দেবেন। আমরা কেউ দেশ শাসনের মানুষ নই। আমাদের নিজ নিজ পেশায় আমরা আনন্দ পাই। দেশের

সংকটকালে ছাত্রদের আহ্বানে আমরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমরা সব শক্তি দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করবো।

ড. ইউনূস আরও বলেন, 'আমাদের উপদেষ্টামণ্ডলী এই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই মিলে একটা টিম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। কখন নির্বাচন হবে সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, আমাদের সিদ্ধান্ত নয়। দেশবাসীকে ঠিক করতে হবে আপনারা কখন আমাদের ছেড়ে দেবেন। আমরা ছাত্রদের আহ্বানে এসেছি। তারা আমাদের প্রাথমিক নিয়োগকর্তা। দেশের আপামর জনসাধারণ আমাদের নিয়োগ সমর্থন করেছে।' --- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে ২৪ লাখ মানুষের ফুড অ্যালার্জি

অজানার কারণে মৃত্যুর মুখে জীবন ঠেলে দিচ্ছেন অনেকেই

দেশ ডেস্ক, ৩০ আগস্ট ২০২৪: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাজ্যেও অনেক নারী, পুরুষ, শিশু আছেন যারা নানা কারণে ফুড অ্যালার্জিজনিত ভুক্তভোগী হয়েছেন। চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন, পরামর্শ ও সেবা নিচ্ছেন। কেউ কেউ অজ্ঞতা বা অজানার কারণে মৃত্যুর মুখে জীবনটাকেই ঠেলে দিয়েছেন।

ব্রিটেনে ফুড স্ট্যান্ডার্ড এজেন্সির সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে প্রায় ২৪ লাখ মানুষের বিভিন্ন ফুডে অ্যালার্জি রয়েছে। আর ২ থেকে ৪ --- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

রিমান্ডে মেনন-ইনু আদালতে জুতা ডিম নিক্ষেপ

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলি করে হত্যার অভিযোগে পৃথক দু'টি মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে ৭ দিনের ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের ফের ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন --- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud | Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP | Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876 | Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk